৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ৩ কার্ত্তিক – ৯ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ঃ ২১ অক্টোবর – ২৭ অক্টোবর, ২০২৩

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 2, 21 October - 27 October, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

**ফিরে দেখো ৫০**

*শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।*

তিনের পাতায়

**ছুটি**

পুজো উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় আগামী ২৮ অক্টোবরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। আলিপুর বার্তার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য রইল আসন্ন দুর্গাপুজোর প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

## দিনগুলি মোর...

**সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।**

**শনিবার :** গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন

করতে আদালতের নির্দেশ থাকলেও কার্যত তা অমান্য করায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার বিরুদ্ধে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২৪ নভেম্বর সশরীরে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে।

**রবিবার :** দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর রেশন দুর্নীতি কান্ডে ইডি

গ্রেফতার করে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানকে। হদিশ পাওয়া গেছে তার বিপুল সম্পত্তির। তদন্তকারীদের মতে নিয়োগ দুর্নীতিকেও ছাড়িয়ে যাবে রেশন দুর্নীতি।

**সোমবার :** আধারের বায়োমেট্রিক তথ্য সুরক্ষিত রাখতে

পেনশনারদের লাইফ সার্টিফিকেট নেবার সময় আঙুলের ছাপের বদলে মুখের ছবিতে জোর দিতে ব্যাংককে নির্দেশ দিল কেন্দ্র।

**মঙ্গলবার :** প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার গ্রেফতার

হলেন পর্ষদ থেকে ওএমআর শিট প্রস্তুত করার বরাত পাওয়া এস বসু রায় এন্ড কোম্পানির প্রোগ্রাম ম্যানেজার পার্থ সেন। তিনিই ভুয়ো তালিকা বানাতেন বলে দাবী তদন্তকারীদের।

**বুধবার :** কলকাতার রাস্তায় রাতে অবৈধ পার্কিং রুখতে এবার

কাঁটার বদলে জরিমানা ধার্য করতে নতুন অ্যাপ আনছে কলকাতা পুরসভা। প্রশ্ন, জরিমানা দিলেই কি অবৈধ পার্কিং বৈধ হবে?

**বৃহস্পতিবার :** গমের ন্যুনতম সহায়ক মূল্য ১৫০ টাকা বাড়ানোর

সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। এর সঙ্গে বেড়েছে বার্লি, ছোলা, মুসুর, রেপসিড, কুসুমের মত রবিশষ্যর এমএসপিও।

**শুক্রবার :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রের ব্যাঙ্কিং-এর মত

West Bengal Council of Higher Secondary Education

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলির জন্য ব্যাঙ্কিং চালু করছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

**রাস্তার সারাবার টাকা গায়েব**

## আদালতে জনগণ নির্বিকার বিডিও

**অরিজিৎ মন্ডল**

এ যেন এক ভুতুড়ে কান্ড। সরকারি খাতায়-কলমে হয়ে গেছে রাস্তায় কাজের কাজ, আর তার জন্য বরাদ্দকৃত প্রায় ৩০ লক্ষ টাকাও উঠে গেছে। বাস্তবে সেই ধরনের কোন রাস্তা হয়নি বলে দাবি এলাকার মানুষের। উপরোক্ত বেহাল রাস্তার ওপর দিয়েই এলাকার মানুষজন আজও প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করে। এই অর্থ তছরূপের বিরুদ্ধে একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে প্রশাসনের উপরতলায় বারে

কিন্তু বাস্তবে সেই রাস্তার কোন হদিশ বা চিহ্ন নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির কৌতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গরানকাঠি গ্রামে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে গাজীর রাস্তা থেকে গোপাল মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ দেড় কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা স্যাংশন হয়। যার জন্য বরাদ্দ হয় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। কাগজে কলমে তার কাজও হয়, টাকা উঠে যায়। বারে দারস্থ হয়েও কোন ফল হয়নি।

রাস্তা ও টাকার হদিশ করতে গিয়ে এলাকার মানুষজন 'আরটিআই' করে জানতে পারে গোপাল মন্ডলের বাড়ি থেকে গাজীর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তার কাজ অনেকদিন আগেই সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং তার জন্য বরাদ্দকৃত প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা উঠেও গেছে।

এরপর তিনের পাতায়

## ১৭ মাস বেতন বন্ধ, বিক্ষোভ মৎস্য দপ্তরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ১৭ মাস ধরে বেতন মিলছে না মৎস্য দপ্তরের কর্মীদের। প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার অফিসে তালা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় কর্মীরা । ঘটনাস্থল রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগমের অধীনে থাকা বল্লভপুর ফিসারিস প্রজেক্ট দপ্তর। এক কর্মী দীপাঞ্জন মন্ডল বলেন, সামনে পুজো, আমাদের ঘর সংসার আছে, ১৭ মাস ধরে বেতন নেই। অনাহারে ধার করে চালাচ্ছি । দুই বছরের বোনাস দেওয়া হোক। এখানে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ৫০জন সহ পশ্চিমবঙ্গে ১২০০ জন আছি। সকলের করুণ অবস্থা। বাপ্পা সূত্রধর বলেন, সাতেরো মাসের মাইনে বকেয়া, দু বছর ধরে বোনাস বাকি আছে। কলকাতায় মাইনে হচ্ছে, কিন্তু বীরভূমে হচ্ছে না । এখানে কাজ করতে এসে ২ জন মারা গিয়েছেন। বল্লভপুর ফিসারিস প্রোজেক্টের পিআইসি গুরুপদ মন্ডল বলেন, হেড অফিস বেতন দিতে পারে নি । প্রোজেক্ট থেকে মাইনে তুলে নিতে হবে বলেছিল। কিন্তু এখানে মাত্র সাত হেক্টর জায়গা, এখান থেকে মাইনে তুলে নেওয়া সম্ভব নয়। এমডি বলেছেন, মৎস্য দপ্তরের ফান্ডে টাকা নেই। এরা দক্ষ ছেলে, কাজের ছেলে, ভালো ছেলে । মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, বাস ভাড়া করে বিপুল খরচ করে দিল্লি গিয়ে একশো দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র দেয় না বলে ধর্নায় বসছে । অথচ বোলপুরে মৎস্য দপ্তরের কর্মীরা ১৭ মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না । রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী বোলপুরের বিধায়ক। দ্বিচারিতা বন্ধ করুক তৃণমূল ।

বাখরাহাট সাঁজুয়ায় ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের ৫০ বছরে বাঁশের সজ্জায় মায়ের আবাহন। ছবি : অরুণ লোধ

## খাঁ খাঁ করছে বকখালি-মৌসুনী

**নিজস্ব প্রতিনিধি**

পুজোর মুহূর্তেও বকখালি এবং মৌসুনি জুড়ে এখন বিষাদের সুর। কারণ এই দুটি জায়গায় পুজোর সময়ও সেভাবে বুকিং হয়নি। পূজোর সময় যে ব্যবসা আশা করেছিলেন তারা, তা আর পূরণ হবে না। উইকেন্ড ডেস্টিনেশন হিসাবে একটা সময় বকখালি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। কলকাতা থেকে গাড়িতে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায় বকখালিতে। কিন্তু এ বছর পুজোর সময় সেভাবে বুকিং না হওয়ায় হতাশ হচ্ছেন হোটেল মালিকসহ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তারা জানাচ্ছেন প্রতিবছর পুজোয় ভালো বুকিং থাকে। কিন্তু এবার সেসব উধাও। ঘর ফাঁকা আছে কিনা, রেট কত ইত্যাদি জানতে

চেয়েও ফোনও আসছে না। সকাল থেকেই রাত পর্যন্ত ওয়েবসাইটেও চোখ রাখছেন হোটেল মালিকরা। দিনের শেষে একরাশ হতাশা ছাড়া পর্যটকের দেখা মিলছে না। প্রায় খাঁ খাঁ করছে বকখালীর সমুদ্রপাড়।

বকখালীর মতো এবার মৌসুনি পর্যটন কেন্দ্রের অবস্থাও প্রায় একই। সব মিলিয়ে এই পর্যটন কেন্দ্রে ৫৫ টির মত কটেজ রয়েছে। শারদ উৎসবের মৌসুমে সেভাবে বুকিংয়ের চাহিদা নেই বলেই দাবি কটেজ মালিকদের। তারাও বলছেন অন্যান্য বছর এত খারাপ পরিস্থিতি হয় না। তবে পুজো চলাকালীন পর্যটক হওয়ার আশায় বুক বেঁধেছেন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সকলেই।

## সিংহের উপাখ্যান

**প্রিয়ম গুহ**

দুর্গাপুজো মানে তিন দেবীর মহাপুজো। তিন দেবী অর্থাৎ শক্তি, লক্ষ্মী, বুদ্ধি। দুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মহা পুজোকেই শ্রীশ্রী চণ্ডিতে দুর্গাপুজো যা এখন শারদ উৎসবে আপামর বাঙালি মেতে ওঠে। সামাজিক কাঠামো বা জীবন কাঠামোতে এই তিনটি শক্তির মাধ্যমে সারা জীবন অতিবাহিত হয়। এই ত্রিশক্তির একত্র সঠিকভাবে হতে পারলে তবেই প্রতিষ্ঠার শিক্ষরে উন্নীত হয় মানব জীবন। সাথে সাথে এই পুজোয় প্রকৃতিকে দেবী দুর্গা হিসাবে আমরা পুজো করি যার স্বরূপ হিসাবে ৯টি গাছের একত্রিত করে নব পত্রিকার মাধ্যমে তাকে সসম্মানে পুজো করা হয়। ''নব পত্রিকা দেবী দুর্গায়ৈ নম'' এই মন্ত্রের অভিষেক হয় নব পত্রিকার এং তার আগে গঙ্গা বা জলাধারে জলের পুজো করা হয়। প্রত্যেকটি দেবীর বাহনকেও তেমনভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। জগজননী মা দুর্গাকে ধারণ করে রেখেছে পশুরাজ সিংহ। যার দাপটে ব্যক্তিত্বে সকলকে মোহিত করে মুগ্ধ করে।

শ্রীশ্রী চণ্ডিতে দেবী পুরাণ অনুযায়ী দেবীর বাহন সিংহ। ধ্যানে বলা হয়েছে 'যাঁহার গ্রীবাতে মধুসূদন (বিষ্ণু), শিরে (মস্তকে) নীলকণ্ঠ (শিব), ললাটে পার্বতী দেবী, বক্ষঃস্থলে দুর্গা, করগ্রন্থি (হাতের কব্জি) সমূহে ষড়বক্ত্র (কার্তিকেয়), পার্শ্বে নাগসকল এবং কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিরাজিত, সেই দেবীবাহন ভগবান সিংহ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন।

২। যাঁহার নয়নযুগলে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তসমূহে অষ্টবসু, জিহ্বাতে বরুণ, হুঙ্কারে শ্রীদুর্গা চণ্ডিকা, গণ্ডদ্বয়ে যক্ষ ও যম, ওষ্ঠযুগলে সন্ধ্যাদেবীদ্বয় এবং পৃষ্ঠে বজ্রী (ইন্দ্র) অবস্থিত, সেই দেবীবাহন ভগবান সিংহ আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন।

৩। সেই সর্বদেবময় সিংহের শ্রীবাসসন্ধিসমূহে সপ্তবিংশতি সংখ্যক ঋক্ষ (নক্ষত্র) ও হৃদয়ে সাধ্যগণ অবস্থিত। তাঁহার তমঃ (অজ্ঞান) বিবৃদ্ধ নির্দয়তা এবং মহাক্রূরতা পুতনাতুল্য; তাঁহার প্রাণবায়ুতে মাতৃকুল, আপনবায়ুতে পিতৃকুল, রূপে লক্ষ্মী, এবং রবি-রশ্মিতুল্য কচ (কেশ) দামে বিমলা সংস্থিতা আছেন।

এরপর তিনের পাতায়

## 'একদশকের মধ্যে চাঁদে নামবো'

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চন্দ্রযান-৩ সফল উৎক্ষেপণের পিছনে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাদের মধ্যে অন্যতম বীরভূম জেলার মুরারই থানার বিলাসপুর গ্রামের বিজ্ঞানী মোশারফ হোসেন। সাড়ে ১৭ বছর ধরে বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারে সিনিয়র বিজ্ঞানী পদে কর্মরত। সোমবার সিউড়ি রবীন্দ্রসদনে তাঁকে সংর্বধনা জানান জেলাশাসক বিধান রায়। বিজ্ঞানী মোশারফ হোসেন বলেন, আমরা চতুর্থ দেশ হিসাবে অবতরন করেছি, গর্বের বিষয়। বিক্রম চিরন্তন অ্যাম্বাসাডার হিসাবে চাঁদে থেকে গিয়েছে, আমরা গেলে দেখতে পাবো। আমরা এক দশকের মধ্যে চাঁদে নামবো। ঘর বাড়ি বানাবো।

## লোকসভাকে পাখির চোখ করে মতুয়া ভোট ব্যাঙ্কে প্রভাবের চেষ্টা তৃণমূলের

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে ভাঁওতা দিয়েছেন মন্ত্রী। এই অভিযোগ তুলে সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় ইউনাইটেড ফোরাম অফ ভোট এর ইন্ডিয়া নামক একটি সংগঠন। এই সংগঠনের ডাকে এদিন বিক্ষোভে শামিল হন বেশকিছু মতুয়া ও উদ্বাস্তু মানুষ। এদিনের বিক্ষোভে নেতৃত্বে দেন এই সংগঠনের সদস্য মাণিক ঠাকুর, রানু ঘোষ প্রমুখ।

এদিনের এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক চন্দ্রকান্ত তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এটা শাসক দল তৃণমূলের

উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সুপ্রিম কোর্টে সিএএ নিয়ে মামলা করেছে। ফলে বিষয়টা এখন তো বিচারাধীন। মামলার নিস্পত্তি হলেই সিএএ লাগু হয়ে যাচ্ছে। এদিনের বিক্ষোভের উদ্দেশ্য হল মতুয়া ভোটকে বিভাজিত করা। আসলে তৃণমূল হাওয়া দিয়ে এগুলো করছে। দলকে যারা ভালবাসে তারা এগুলো করবে না।' বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি মানস দে বলেন, 'এটা তো সাংগঠনিক জেলার বিষয় নয়। তাই আমার মন্তব্য করাটা ঠিক হবে না। এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তার বাড়িতেও তো ঢিল পড়েছিল। রাজ্যে তখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল। তবে এই ধরনের নোংরা রাজনীতির তো শেষ আছে। কারণ এমনটা বেশিদিন চলতে পারে না।' এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের বাগদা ব্লক সভাপতি পরিতোষ সাহা বলেন, বিজেপি যারা করেন তারা তো একের পর এক ভাঁওতা দিয়েই যাচ্ছেন। নাগরিকত্ব প্রসঙ্গটা বার বার তোলা হচ্ছে কেন? আমাদের দল তো পরিষ্কার বলছে, নাগরিকত্ব আমাদের তো আছেই।

এরপর তিনের পাতায়

**কবিতা লিখছেন**

কালীকৃষ্ণ গুহ, দেবদূত মুখার্জী, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, অদীপ ঘোষ, সুনন্দ ভৌমিক, শিবরাম বিশ্বাস, বলদেব দাস ও আরও অনেকে

**প্রবন্ধ লিখেছেন**

ড. দীপককুমার বড় পন্ডা, ড. জয়ন্ত চৌধুরী, শ্যামলী বসু, মধুময় পাল, দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অভীক চট্টোপাধ্যায়, গৌতমরঞ্জন বসু ও আরও অনেকে

**নাটক : তৃষ্ণা বসাক**

**বিভিন্ন স্বাদের গল্পে**

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতদ্রু মজুমদার, অনিন্দিতা মণ্ডল, সুকুমার মণ্ডল, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, সহ আরও অনেকে

**পৌরাণিক আখ্যান : প্রণব গুহ**

**জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি**

অধৃষ্য কুমার, নিখিলরঞ্জন প্রামাণিক, বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

**প্রকাশিত হয়েছে...**

এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে।

**কবিতা লিখছেন**

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জাদুকর প্রদীপ চন্দ্র সরকার ,মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শ্যামলকুমার সেন, পার্থসারথি ঘোষ, সৌভিক গাঙ্গুলী, তারাশঙ্কর দত্ত ও আরও অনেকে

**প্রবন্ধ লিখেছেন**

ড. দীপককুমার বড় পন্ডা, উমা শঙ্কর দাস ড. জয়ন্ত চৌধুরী, ভাস্কর মুখোপাধ্যায় মলয় সুর, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

**হাসির গল্প সুকুমার মণ্ডল**

বিভিন্ন স্বাদের গল্পে প্রণব গুহ, অরিন্দম আচার্য, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অশোকা পাঠক, নির্মল গোস্বামী সহ আরও অনেকে

সুপ্রিয়া দেবীকে স্মরণ : ড. শঙ্কর ঘোষ

মহম্মদ হাবিবের স্মৃতিচারণায় অভিমন্যু দাস

**প্রকাশিত হয়েছে...**

এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে।

# উত্তরের আঙিনায়

## শিলিগুড়িতে তর্পণে নিরাপত্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা :আজ মহালয়া। পিতৃপক্ষের সমাপন, দেবী পক্ষের সূচনা। অমাবস্যার অন্ধকার পেরিয়ে আলোকজ্জ্বল দেবীপক্ষকে আগমনের শুভ দিন।মহালগ্ন নিয়ে আসে 'মহালয়া'। সকাল থেকে শিলিগুড়ি শহরের নদীর ঘাটে গুলিতে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের তরফে। মহানন্দার ঘাট এলাকায় ছিল পুলিশ কড়া নজরজারি। এদিন সকাল থেকে শিলিগুড়ির মহানন্দা নদীর ঘাটে প্রচুর মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফ থেকে সর্বসাধারণের জন্য চা,বিস্কুট, কোথায় আবার খিচুড়ির ব্যাবস্থা করা হয়। এই অভিনব উদ্যোগে খুশি সকলেই।

## ডঃ আব্দুল কালামের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : 'মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া' তথা ভারতের একাদশ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের ৯৩ তম জন্মজয়ন্তী, শিলিগুড়ি পুর নিগমের তরফ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন জানানো হল। সকালে মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্যান্য কাউন্সিলারদের উপস্থিতিতে ড: আবদুল কালামের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

## রাজ্য সড়কের বেহাল দশা ক্ষোভ স্থানীয়দের

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর: হালকা বৃষ্টিতেই রাজ্য সড়ক রূপ নিয়েছে যেন চাষের ক্ষেতে। ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এই ১০ নম্বর রাজ্য সড়ক বুনিয়াদপুর থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। তার মধ্যে কুশমন্ডি থেকে বুনিয়াদপুর পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তার মাঝে কোথাও এক হাঁটু জল, কোথাও বা বড় বড় গর্ত। এমনি দুর্ভোগের চিত্র দেখা গেল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর ও কুশমন্ডি ১০ নম্বর রাজ্য সড়কের সর্বত্র। বর্ষা শুরুর আগেই রাস্তার কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় রাজ্য সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য,এই রাস্তা উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরকে যুক্ত স্থাপন করেছে। শিলিগুড়ি যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম এই রাস্তা। কালদিঘির মত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন এই রাস্তাটি।কুশমন্ডি হাসপাতাল থেকে কোনো রোগীকে কালদিঘি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে অ্যাম্বুলেন্স চালকদেরও পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ এই রাজ্য সড়কের বেহাল অবস্থার জন্য। যদিও রাস্তার কাজ থমকে আছে, এমনটাই অভিযোগ।কোথাও বা রাস্তার পিচ উঠে যাওয়ায় প্রলেপ হিসেবে দেওয়া হয়েছে ভাঙ্গা ইটের টুকরো। অসম্পূর্ণ রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে একাধিকবার জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাছাড়া মোটরবাইক ও চার চাকার যানবাহন ও টোটো ওই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন চালকেরা।

গর্তের মধ্যে আটকে যাচ্ছে বাইকের চাকা, ঠেলে ঠেলে বাইক নিয়ে যেতে রীতিমত নাজেহাল অবস্থা হচ্ছে বাইক চালকদের। এই নিয়ে এই ১০ নম্বর রাজ্য সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড় করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বিষয়ে এলাকার এক বাসিন্দা দিবাকর রায় বলেন, রাস্তার যা বেহাল দশা তাতে যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সামনেই দুর্গোৎসব এই রাজ্য সড়কের ধারেই আমাদের মন্ডপ তৈরি হয়।পূজার আগে রাস্তার অবস্থা যদি ঠিক না হয় তাহলে জনসাধারণ চরম বিপাকে পড়বে।

এ বিষয়ে কুশমন্ডি ব্লকের বিডিও অমরজ্যোতি সরকার জানান, মূলত জল নিকাশি ব্যবস্থার জন্যই রাস্তার এই বেহাল দশা। আমরা আমাদের টিমকে দিয়ে ওই জায়গাগুলি পরিদর্শন করাচ্ছি, যাতে দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থার সমাধান করা যায়।

# সাপ্তাহিক রাশিফল

## প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

### ২১ অক্টোবর – ২৭ অক্টোবর, ২০২৩

**মেষ রাশি :** দাম্পত্য সম্পর্কে মনোমালিন্য হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে আশানুরূপ লাভ নাও হতে পারে। শেয়ার, ফাটকা, লটারিতে বিনিয়োগ না করাই যুক্তিযুক্ত। গুরুজনদের হার্ট জনিত রোগের সমস্যা বৃদ্ধি ।

**প্রতিকার :** মঙ্গলবার হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

**বৃষ রাশি :** জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই যুক্তিযুক্ত। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে গৃহে খুশির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। চাকরিতে সমস্যা এবং উন্নতিতে বাধা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। সরকারী কর্মচারীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** ভগবান সূর্যকে জল অর্পণ করুন।

**মিথুন রাশি :** চাকরিতে পদোন্নতি ও সাফল্যের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লাভের সুযোগ রয়েছে। স্বজনের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। শিল্পীদের বাড়তি উপার্জনের সুযোগ ও সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

**প্রতিকার :** আপনার চেয়ে ছোট বোনদের সবুজ চুড়ি উপহার দিন।

**কর্কট রাশি :** কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অতিরিক্ত লাভে বিলম্ব। লেখক বা সাহিত্যিকদের লেখনী থেকে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ হতে পারে। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা ও মতানৈক্য। চাকরিতে সাফল্য। আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** সুন্দরকান্ডের পাঠ আর হনুমানের সামনে চামেলির তেলে প্রদীপ জ্বালান।

**সিংহ রাশি :** ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসা–ক্ষেত্রে অন্যের প্ররোচনার শিকার হতে পারেন। চাকরিতেও সমস্যার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ এবং আইনি সাহায্যের প্রয়োজন। সন্তানের আশানুরূপ সাফল্যে বিলম্ব।

**প্রতিকার :** ভগবান বিষ্ণুর পুজো করুন, লাল তিলক লাগান।

**কন্যা রাশি :** বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। যারা ব্যবসা বা চাকরি করেন তাদের কর্মোন্নতির পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জল ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। আইনি ঝামেলা হতে পারে।

**প্রতিকার :** গরুকে সবুজ গাছ খাওয়ান।

**তুলা রাশি :** প্রশাসনিক কর্মে দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং কাজের চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। অংশীদারী ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝি। ব্যবসায় আশানুরূপ থেকে বঞ্চিত। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** শুক্রবার দেবী দুর্গাকে লাল ফুল চড়ান।

**বৃশ্চিক রাশি :** ব্যবসায় আশানুরূপ লাভ নাও হতে পারে। সন্তান থেকে কোনও শুভ সংবাদ পেতে পারেন। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং কোনও তর্ক বিতর্কে না জড়ানোই শ্রেয়ে। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

**প্রতিকার :** মঙ্গলবার মন্দিরে সিঁদুর চড়ান।

**ধনু রাশি :** স্বজন বিদ্বেষ বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মকাণ্ডে মানসিক চাপ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব হতে পারে। সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করুন নতুবা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** প্রত্যহ কেশরের তিলক কপালে লাগান।

**মকর রাশি :** ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। যে কোনও কর্মে পরিবারের প্রিয়জনের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। নিজের স্বাস্থ্য ও সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে।

**প্রতিকার :** শনি দেবের পুজো করুন।

**কুম্ভ রাশি :** সঞ্চয় বৃদ্ধির সঙ্গে আর্থিক উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তিত্ত নিয়ে মতানৈক্য। চাকরিতে উন্নতিতে আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। জল ভ্রমণ শুভদায়ক নয়। চোখের সমস্যা, নার্ভের সমস্যা, ঠাণ্ডা লাগা, জরায়ু সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

**প্রতিকার :** শনি দেবের বীজমন্ত্র পড়ুন।

**মীন রাশি :** স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুর সাহায্যে নতুন কর্ম পাওয়ার সম্ভাবনা। শেয়ার মার্কেট, লটারিতে বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। বিপরীত লিঙ্গের থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের অপচয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করুন।

**প্রতিকার :** বৃহস্পতিবার পিপল গাছে জল দিন।

## শব্দবার্তা ২৬৯

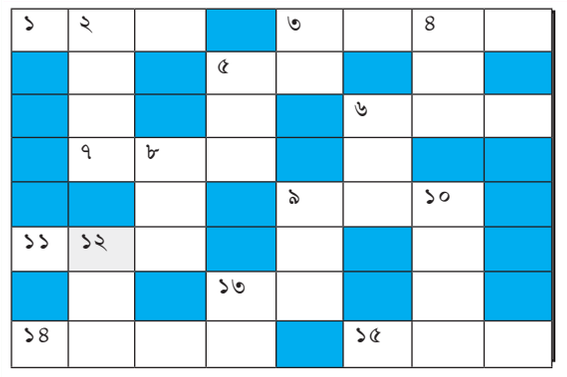

শুভজ্যোতি রায়

### পাশাপাশি

১। অন্য রমণী ৩। সদ্য মৌচাক থেকে সংগৃহীত, মধু ৫। প্রথম, শ্রেষ্ঠ ৬। চোয়ানো মদ ৭। সহোদর ৯। বিপদ, সংকট ১১। প্রকার ১৩। বৃহৎ চর্ম বাদ্য যন্ত্র বিশেষ ১৪। স্বপক্ষীয় লোকজন ১৫। ব্যয়।

### উপর–নীচ

২। তাঁবু ৩। চালবিশিষ্ট ঘর ৪। কপালজোরে ৫। রেশ, জের ৬। মার্গ বা উচাঙ্গ সংগীতে প্রারম্ভিক সুর বিস্তার ৮। পরিপাক ৯। হত্যাকারী, জল্লাদ ১০। একটানা ১২। পদ্ম, রাজীব ১৩। বর্ম।

**সমাধান : ২৬৮**

**পাশাপাশি :** ১। অবচেতন ৪। রসিক ৬। লজ ৮। হরিণ ৯। সোপর্দ ১১। নট ১৩। তফাত ১৫। মহীমণ্ডল।

**উপর–নীচ :** ১। অতল ২। চেষ্টা ৩। নরম ৫। করমর্দন ৭। জহরব্রত ১০। খতম ১২। টহল ১৪। ধাম।

# কাজের খবর

## ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয় ৬৭৭ সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও এম.টি.এস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো 'সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট' ও 'মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (জেনারেল)' পদে ৬৭৭ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা দুই পদের জন্যই আবেদন করতে পারেন। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেখানকার বাসিন্দা হতে হবে।

'সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট' পদের বেলায় হাল্কা (এল.এম.ডি) গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে ও লাইসেন্স পাওয়ার পর থেকে ১ বছর গানি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়াও মোটর মেকানিজম সংক্রান্ত কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। মোটর সাইকেল চালানোর লাইসেন্স থাকলে ভালো হয়।

বয়স : বয়স হতে হবে সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদের বেলায় ২৭ বছরের মধ্যে আর মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (জেনারেল) পদের বেলায় ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। দুই ক্ষেত্রেই বয়স গুনতে হবে ১৩–১১–২০২৩'এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বিসি'রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদের বেলায় ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা আর মাল্টি টাস্কিং স্টাফ/জেনারেল পদের বেলায় ১৮,০০০–৫৬,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬৭৭টি (সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদে ৩৬২টি ও মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদে ৩১৫টি)। কলকাতা–সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদে ১৮টি (জেনাঃ ১০, ও. বি. সি. ৩, তঃজাঃ৪, ই. ডব্লু.এস. ১)।

শিলিগুড়ি – সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদে ২টি (জেনাঃ)।

আগরতলা– সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদে ৬টি (জেনাঃ ৪, তঃ জাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ/জেনারেল পদে ১টি (জেনাঃ)।

পাটনা– সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদে ৯টি (জেনাঃ ৬, ও বি সি ২, তঃজাঃ ১)। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ/জেনারেল পদে ৬টি (জেনাঃ ৫, ই ডব্লু এস ১)।

রাঁচী– সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদে ৯টি (জেনাঃ ৫, ও বি সি ১, তঃ জাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২)। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ/জেনারেল পদে ৮টি (জেনাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ই. ডব্লু.এস ১)।

শিলং– সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদে ৮টি (জেনাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৩)।

ভুবনেশ্বর – সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট /মোটর ট্রান্সপোর্ট পদে ৯টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ই. ডব্লু. এস. ১)।

গুয়াহাটি – সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদে ১০টি (জেনাঃ ৬, ও. বি. সি ২, তঃউঃজাঃ ১, ইডব্লুএস ১)।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ২টি টায়ারে পরীক্ষা হবে। টায়ার ১'এ ১০০ নম্বরের ১ ঘন্টার পরীক্ষা পরীক্ষার প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের এইসব বিষয়ে (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট ২০টি প্রশ্ন, (৩) নিউমেরিক্যাল/অ্যানালিটিক্যাল/লজিক্যাল এবিলিটি অ্যান্ড রিজনিং ২০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ – ২০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এই পার্টে কাট অফ নম্বর থাকবে। জেনারেল ৩৫, ও. বি. সি ৩৪, তপশিলী ২২, ই.ডব্লু.এস ৩৫।

টায়ার–২'এ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (জেনারেল) পদের বেলায় ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পার্টে ৫০ নম্বরের ১ ঘন্টার পরীক্ষায় থাকবে বেসিক ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ, ভোকাবুলারি, গ্রামার, সঠিক শব্দের ব্যবহার আর ১৫০ শব্দের প্যারাগ্রাফ লেখা।

টায়ার–২'এ সিকিউরিটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট/মোটর ট্রান্সপোর্ট পদের বেলায় ৫০ নম্বরের ড্রাইভিং টেস্ট ও ইন্টারভিউ।

চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় পার্ট–১ ও পার্ট–২ এর নম্বর দেখা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১৪ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.mha.gov.in, www.ncs.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ জেনারেল ই ডব্লু এস আর ও বি সি সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য ৫০০ টাকা আর অন্যান্য সব ক্যাটেগরির বেলায় ৫০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই কিংবা এসবিআই চালানে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটেই পাবেন।

## ডি.ভি.সি'তে ৯১ ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন 'এক্সিকিউটিভ ট্রেনি' পদে ৯১ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডে আবেদন করতে পারবেন।

এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (মেকানিক্যাল) : মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল, থার্মাল, মেকানিক্যাল অ্যান্ড অটোমেশন বা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারবেন। শূন্যপদ : ২৯টি (জেনাঃ ১২, ও বি সি ৮, তঃ জাঃ ৪, তঃ উঃ জাঃ ৩, ই ডব্লু এস ২)। পোস্ট কোড : ২০২৩/০৭, এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ইলেক্ট্রিক্যাল) : ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, পাওয়ার সিস্টেম অ্যান্ড হাই ভোল্টেজ, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স বা, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ : ৩৭টি (জেনাঃ ১৪, ও বি সি ১২, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ইডব্লুএস ৫)। পোস্ট কোড : ২০২৩/০৮ এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (সিভিল) : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ১১টি (জেনাঃ ৫, ও বি সি ৩, তঃজাঃ ২, ইডব্লুএস১)। পোস্ট কোড : ২০২৩/০৯ এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (সি অ্যান্ড আই) : ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইন্সট্রুমেন্টেশন, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ : ২টি (তঃ জাঃ) পোস্ট কোড : ২০২৩/১০.

সব ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের 'গেট' পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০–১০–২০২৩'এর হিসেবে ২৯ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও. বি. সি'রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা। শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিং। সফল হলে 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার' পদে চাকরি। 'গেট পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে এই ওয়েবসাইটে : www.dvc.gov.in অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় বৈধ ই–মেল আইডি স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ ৩০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না) টাকা অনলাইনে এস বি আই চালানে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

# শরীর নিয়ে নানা কথা

## ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ

ডা: মানস কুমার সিনহা

ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ হল মস্তিষ্কের বিভিন্ন অসুখের একটি উপসর্গ। সাধারণত এর ফলে মানুষ স্মৃতিভ্রষ্ট হয়। বিভিন্ন অতীতের ঘটনার চাইতে সাম্প্রতিক ঘটনা মনে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও বয়স এই রোগের একটি প্রধান ঝুঁকি কিন্তু ডিমেনশিয়া বার্ধক্যের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না। এই ডিমেনশিয়ার কথা ১৯০৬ সালে প্রথম উল্লেখ করেন অ্যালোইস অ্যালজাইমার নামে এক জার্মান চিকিৎসক। তাই এই রোগ সামগ্রিকভাবে অ্যালজাইমার নামেও পরিচিত হয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ৫ কোটিরও বেশি লোক ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। এদের মধ্যে প্রায় ৬০% নিম্ন এবং মধ্য উপার্জনশীল দেশের বাসিন্দা। সমগ্র বিশ্বে বয়স্ক মানুষের মধ্যে অক্ষমতা এবং পরনির্ভরশীলতার একটি প্রধান কারণ ডিমেনশিয়া। এই রোগের প্রভাবে শুধুমাত্র রোগীই প্রভাবিত হন না। সমগ্র পরিবার ও সমাজের উপরই এর এক মানসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক

প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত রোগী অনেক সময়ই সামাজিক অথবা পারিবারিক অবজ্ঞার শিকার হন। ডাবলু এইচ ও ডিমেনশিয়াকে জনস্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ডিমেনশিয়ার উপর একটি গ্লোবাল এ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছে (২০১৭–২০২৫)। যার ফলে ডিমেনশিয়া রোগের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি হ্রাস, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, রোগীর প্রকৃত যত্ন, এই রোগের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ, পরিচর্যা কারীর উন্নতি সাধন এবং এই রোগের উপর গবেষণা বৃদ্ধি ইত্যাদির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

**এই রোগের কারণ :**

বয়স বাড়ার সাথে সাথে যে সবার ডিমেনশিয়া হবে তা নয়। ঠিক কি কারণে মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন তা আজও অজানা। চিকিৎসকরা এই রোগের সঠিক কারণ নির্ধারণে এখনো গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

**ডিমেনশিয়াল সাধারণ প্রকাশ:**

* সাম্প্রতিক ঘটনা নাম চেহারা ভুলে যাওয়া।
* বারবার একই কথা বলা।
* জিনিসপত্র ভুল স্থানে রাখা।
* মনসংযোগের অভাব, ব্যবহারিক পরিবর্তন, বিষন্নতা।
* সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা।
* দিনক্ষণ মনে রাখতে না পারা।
* হারিয়ে যাওয়া।
* সঠিক শব্দ ব্যবহার না করা বা অন্যের কথা বুঝতে অসুবিধা হওয়া।
* এছাড়া যখন রোগ খারাপের দিকে এগিয়ে চলে তখন নিজে থেকে খাওয়া, পোশাক পরা শৌচাগারে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুরোপুরি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়।

**ডিমেনশিয়ার চিকিৎসা :**

ডিমেনশেয়ার চিকিৎসায় বিভিন্ন রকম ওষুধ ব্যবহার হলেও তা খুব আশাব্যঞ্জক নয়, সাম্প্রতিককালে লেকানেমাব নামে একটি ওষুধ ছাড়পত্র পেয়েছে এবং তার ব্যবহারে প্রাথমিক ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে আশাপ্রদ ফল মিলেছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার রিহ্যাবিলিটেশন এবং অকুপেশনাল থেরাপির সাহায্যে রোগীকে যথা সম্ভব স্বাভাবিক জীবন যাপনে সাহায্য করা হয় এবং এক্ষেত্রে পরিচর্যাকারী বা কেয়ারগিভারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

# উৎসবের মাঝে অন্ধকার বকখালীর কলোনি পাড়ায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বাঙালির আবেগ, বাঙালির অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে মা পৌঁছে গিয়েছেন প্রতিটি মণ্ডপে। শুরু হল বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা উৎসব।

আর এই উৎসবের মাঝেই অন্ধকার নেমে এসেছে বকখালীতে। বকখালীর কলোনিপাড়ার বাসিন্দা পূর্ণচন্দ্র বরের পরিবারে এখন শুধু ছেলেকে বাঁচানোর লড়াই। পূর্ণচন্দ্র বাবুর ছোট ছেলে বছর সাতাশের যুবক জয় ভুগছে কঠিন ব্যাধিতে। তাকে সুস্থ করে তুলতে এখন প্রয়োজন লক্ষাধিক টাকা। মাস দুয়েক আগে

হঠাৎই বকখালির কলোনিপাড়ার বছর ২৭ এর যুবক জয়ের শরীরের খাদ্যনালীতে ছিদ্র ধরা পড়ে। ফলে কোন কিছুই সে খেতে পারছে না। এরপরই পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় দেখানোর পরেই অবশেষে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার অপারেশন করান। অপারেশনের পরেই আবারো শরীরে ধরা পড়ে বড়সড় অসুখ। খাদ্যনালীতে মাংস বেড়ে যাওয়ার কারণে তার আবারো অপারেশন করতে হবে। খরচ প্রায় দু লক্ষ টাকা। অভাবের সংসার। জয়ের বাবা পূর্ণচন্দ্র বাবু লোকের চেয়ার ব্যবসার দোকানে শ্রমিকের কাজ করেন। যেটুকু রোজগার হয় তা দিয়ে কোনরকমে সংসার টুকু চলে। কি করবেন কোথায় যাবেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না বর পরিবার। কিন্তু জয়কে যে বাঁচাতেই হবে। এই ভাবনা নিয়ে সকলের সাহায্য চাইছেন জয়ের বাবা এবং মা। যদিও জয়ের বন্ধুরা কিছুটা হলেও তার পাশে দাঁড়িয়েছে। জয়ের বন্ধুরা নিজেরা চাঁদা তুলে কিছুটা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু জয়ের অপারেশন করতে তো আরো অনেক টাকা দরকার। সে টাকা আসবে কোথা থেকে। কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না তার বন্ধুরা। তাই সকলের সাহায্য চাইছেন।

এই উৎসবের মাঝে জয়ও চাইছে সকলের মত দুর্গাপুজোয় আনন্দ করতে। কিন্তু অপারেশনের এত টাকা তার পরিবার কিভাবে জোগাড় করবে। আমরাও চাই জয় সুস্থ হয়ে উঠুক। আবারও স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করুক। যদি আপনারাও জয়ের পাশে দাঁড়াতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে – ৬২৯৬৯৭৯৬১৪

বাটানগর নিউল্যান্ড পুজো কমিটির এবার থিম কেদারনাথের মন্দির। নিজস্ব চিত্র

# কংক্রিটের নদী বাঁধ মেরামতির দাবিতে গঙ্গাসাগরে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পুজোর আনন্দ পৌঁছায় না ওদের ঘরে। জ্বলে না পুজোর রঙিন আলো নতুন জামা কাপড় থেকে শুরু করে ভালো–মন্দ খাওয়া দাওয়া সবটাই মিথ্যা ওদের কাছে। চোখে মুখে শুধু নোনা জলের আতঙ্ক। আমফান, ইয়াশ, বুলবুল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার কোটালেই আতঙ্কে দিন কাটে সুন্দরবনের এই নদী বাঁধ সংলগ্ন এলাকার মানুষের। কখন না আবারো নোনা জল ভেঙে দেয় মাথা গোঁজার ঠাঁই। আর তাই কংক্রিটের নদী বাঁধের দাবিতে সুন্দরবন নদী বাঁধ ও জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটির পক্ষ

থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় নদী বাঁধ মেরামতির জন্য চলছে বিক্ষোভ। এর পাশাপাশি গঙ্গাসাগরের ধবলাট শিবপুর এলাকায় নদী বাঁধ মেরামতির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা। তাদের দাবি প্রতিবছর বর্ষায় ঘরবাড়ি ছেড়ে পরিবারকে নিয়ে চলে যেতে হয় অন্যত্র, তাই প্রতিবছর এইভাবে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে এলাকায় যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করতে হবে সরকারকে। তাদের অভিযোগ, ভোট আসে ভোট যায় জনপ্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দেয় রাজ্য ও কেন্দ্রের টানাপোড়েনের মাঝে পড়ে যায় তারা। কিন্তু পাকা নদী বাঁধ এখনও পর্যন্ত হয়নি তাদের। আর যে কারণেই আজ সুন্দরবনের নদী বাঁধ সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় এই ভাবেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। শাসকদলের দাবি, সুন্দরবনের প্রায় ৫৪টি দ্বীপ রয়েছে। সেই সমস্ত দ্বীপের বাঁধ সরকারের উদ্যোগে মেরামত করা হলেও কেন্দ্র টাকা না দেওয়ার কারণে পাকাপাকিভাবে নদী বাঁধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

# আদালতে জনগণ

প্রথম পাতার পর

সরকারি খাতায় পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে 'ফিজিক্যালি কমপ্লিটেড'। এলাকার বাসিন্দারা প্রাক্তন প্রধান, গ্রামের সদস্য সহ অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন। এ নিয়ে স্থানীয় বিডিও, এসডিও থেকে শুরু করে ডি এম কে পর্যন্ত জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরেও মিলছিল না কোন সুরাহা। শেষ পর্যন্ত গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরাই চাঁদা তুলে বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। গত ৬ জুন হাইকোর্ট মথুরাপুর–২ নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে ২১ দিনের মধ্যে ওই রাস্তার সম্পূর্ণ তথ্য পেশের অর্ডার দেন। কিন্তু তারপরেও উদাসীন বিডিও। এলাকার মানুষজনের দাবি গত জুন মাস থেকে হাইকোর্টের এই অর্ডার নিয়ে একাধিকবার বিডিওর কাছে গেলেও তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন, কিন্তু তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিচ্ছেন না। এর প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার মানুষজন। এলাকার মানুষজনের প্রশ্ন, বিডিও কেন তদন্ত করছেন না? যদি দুর্নীতি নাই হয়ে থাকে তাহলে তদন্ত করতে অসুবিধা কোথায়? তবে কি বিডিও স্বয়ং এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত?

অন্যদিকে এই বিষয় নিয়েই প্রাক্তন প্রধান বাসন্তী সরদারের দাবি, 'তিনি কোন দুর্নীতির সাথে যুক্ত নয়। এই ধরনের কোন কিছুই হয়নি।' বর্তমান কৌতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিজেকে নতুন বলে দাবি করে দায় এড়িয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপির দাবি, রায়দিঘির বিধায়ক অলক জলদাতার নেতৃত্বেই একাধিক পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে রাস্তার কাজে দুর্নীতি হয়েছে। জনগণের দাবি, আগামী দিনে এই দুর্নীতির সমাধান না হলে ব্লক অফিসে ডেপুটেশন ও ধর্ণাতেও নামবে তারা।

# দুর্গাপুজোয় থিমের জোয়ারে ভাসছে বর্ধমানও

**দেবাশিস রায়:** আধুনিকতার ছোঁয়ায় থিম ছাড়া যেন উৎসবের আয়োজন যেন অসম্পূর্ণ। আর দুর্গাপুজো মানেই তো থিমের চমকের হাতছানি। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই 'থিম কালচার'এ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বর্তমান প্রজন্ম। উৎসবের পরতে পরতে প্রতিটি আয়োজনে থিমের ছোঁয়ায় আমজনতার নজরকাড়ার প্রতিযোগিতা। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুর্গাপুজোয় এই থিমের জোয়ারে ভাসছে তিলোত্তমা নগরী থেকে শুরু করে মফস্বলের অলিগলি। থিমপুজোর তালিকায় পিছিয়ে নেই পূর্ব বর্ধমান জেলাও। রাজ্যের শস্যগোলা এই জেলার সদর শহর বর্ধমান থিমপুজোর আয়োজনে বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্যবাসীর নজর কেড়ে নিয়েছে। এরই পাশাপাশি কলকাতার ধাঁচে বর্ধমান শহরে দুর্গাপুজোর কার্নিভালের প্রচলন হওয়ায় শারদোৎসবের আনন্দে নিঃসন্দেহে আলাদা মাত্রা যোগ হয়েছে। দুর্গাপুজোর জাঁকজমকের কথা উঠলেই প্রথমে কলকাতা নগরীর কথা মনে পড়ে। তবে, পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে দুর্গাপুজোর কমবেশি আয়োজন হয়ে থাকলেও এখানকার একেকটি শহর এবং গ্রাম বিশেষ বিশেষ উৎসব আয়োজনের জন্য বিখ্যাত। এই জেলার সদর শহর বর্ধমান ছাড়াও কাটোয়া, কালনা, দাঁইহাট, মেমারী এবং গুসকরা শহর রয়েছে। এর মধ্যে কাটোয়া এবং কালনা মহকুমা শহর। দুর্গাপুজোয় জাঁকজমকপূর্ণ থিমের আয়োজনে বেশ কয়েকবছর ধরে বর্ধমান শহর চমকে দিচ্ছে রাজ্যবাসীকে। এবারও যার অন্যথা হয়নি।একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর বর্ধমান শহরে বিগবাজেটের দুর্গাপুজোর সংখ্যা ৩১টি। প্রতিটি পুজো উদ্যোক্তা হরেক চমকের ডালি সাজিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির। পুজো উদ্যোক্তার তালিকার শীর্ষে ইছলাবাদ কিরণ সংঘ থেকে শুরু করে বড়নীলপুর বাজার নিবাস ময়দান পর্যন্ত সর্বত্রই চোখধাঁধানো থিমের চমক। ইছলাবাদ কিরণ সংঘের থিম বেনারস ঘাট। যেখানে লাইভ গঙ্গা আরতী এবং লেজার শোয়ের চমক রয়েছে। পারবীরহাটা সার্বজনীনের থিম মিশরের রামসেস মন্দির। বাদামতলা খালুইবিল সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির থিম সোনার কলস। কাঁটাতার থিম নিয়ে হাজির বিবেকানন্দ সেবক সংঘ। বড়নীলপুর আনন্দপল্লী মিলন সমিতির পুজোয় চমক কেদারনাথের মন্দির। চার ধাম যাত্রা থিম নিয়ে দর্শকদের আলাদা করে নকরকাড়ার চেষ্টায় রয়েছে বর্ধমানের সর্বমিলন সংঘ। এককথায়, দুর্গাপুজোয় বর্ধমান শহর যে থিমের চমকে পিছিয়ে থাকতে নারাজ তা এবারও প্রমাণ হয়ে গেল। বর্ধমান শহরের অধিষ্ঠাত্রী সর্বমঙ্গলা দেবীর আরাধনা থেকে শুরু করে বর্তমানের থিম কালচার সবেতেই মিশে আছে আমজনতা। অন্যদিকে কাটোয়া, কালনা, দাঁইহাট, মেমারী এবং গুসকরা শহরের পাশাপাশি এবছর বেশকিছু গ্রামেও দুর্গাপুজোয় কমবেশি থিমের আয়োজন চোখে পড়ে। কাটোয়া এলাকার উল্লেখযোগ্য দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে ন'নগর সবুজ সংঘ এবং যাজিগ্রামের নবোদয় এবারও দর্শকদের আলাদা করে নজর কেড়েছে।জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক শহর কালনা ছাড়াও এই মহকুমার ধাত্রীগ্রাম, সমুদ্রগড়, মন্তেশ্বর, পারুলিয়া প্রভৃতি এলাকায় দুর্গাপুজোর জমজমাট আয়োজন থাকে।যদিও কালনা শহরের বাসিন্দারা ঐতিহ্যবাহী মহিষমর্দিনীদেবী এবং সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে আয়োজিত উৎসবের জন্য বছরভর অপেক্ষা করে থাকে। দাঁইহাট শহরের পাতাইহাটে সেবা সংঘের এবারের থিমভাবনা সহজপাঠ। এই শহরের চরপাতাইহাট স্কুল ময়দানে দুর্গাপুজোর জমজমাট মেলায় একাধিক জেলার বাসিন্দারা শামিল হয়। শারদোৎসবকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে জেলার সর্বত্রই পুলিশ–প্রশাসনের কড়া নজরদারি চোখে পড়ে। তবে, দুর্গাপুজোর পর্ব শেষ হওয়ার পরপরই কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী 'কার্তিক লড়াই' এবং দাঁইহাটের 'রাস উৎসব'এর পরিকল্পনা নিয়ে উদ্যোক্তারা মেতে উঠতে শুরু করবে।

# সিংহের উপাখ্যান

প্রথম পাতার পর

তবে বিভিন্ন রাজবাড়ি এবং বনেদি বাড়িতে পশুরাজ সিংহকে অন্যভাবে পাওয়া যায়। ঘোড়ার শরীর এবং সিংহের মুখ যুক্ত এক অন্য ধরনের পশু। শোভাবাজার রাজবাড়িতে এমন সিংহের দেখা মেলে। এই রকম সিংহের বর্ণনা রয়েছে বৃহৎনান্দীপুরানে যেখানে এই রকম আকৃতির সিংহের বিস্তর বর্ণনা রয়েছে। ইংরাজিতে এই সিংহের নামকরণ হয়েছে 'ইউনিকর্ন' যার মানে ঘোড়ার মতো শরীর এবং মুখ সিংহের ন্যায়।

এর ইতিহাস জানতে গিয়ে তাদেরই পরিবারের সদস্য প্রবাল নারায়ণ দেব জানান, ইতিহাস বলছে সিংহ ভারতবর্ষের জন্তু নয় কিন্তু আমাদের যারা পোটোরা ছিলেন তারা সিংহের ব্যাপারটা কানে শুনেছেন কিন্তু বাস্তবে তারা সেই সময়ে দেখেছিল ঘোড়া এবং হাতিকে, হাতি কোন মতেই সিংহ হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু ঘোড়া অত্যন্ত বলশালী এবং শক্তিশালী। ঘোড়ার ওপরে তারা তাদের কল্পনাভিত্তিক এক রূপ দান করেন। কিন্তু মাইথোলজি বলছে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে এরকম সিংহ দেখা যেত বা তারা ওখানে বাস করত, এখন বিলুপ্ত। সেই অনুযায়ী সিংহবাহিনী দেবী এই সিংহের ওপরে চড়ে আসতেন। তিনি আরও বলেন, গুপ্ত যুগের সময়ও এই রকম সিংহের রূপের উল্লেখ আছে। তাদের বাড়িতে প্রথম থেকেই এই সিংহ মা দুর্গাকে ধারণ করে রয়েছে। তাই ২৬৭ বছরেও মা দুর্গার কোনও বদল ঘটেনি। আর এক সদস্য দেবরাজ মিত্র এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, কোন নিয়মেরই বদল ঘটানো হয়নি চলছে বংশ পরম্পরায়। সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা জগতের যেমন মঙ্গল করেন তেমনই দেবী বাহন ভগবান সিংহ সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন।

# লোকসভাকে পাখির চোখ করে মতুয়া

প্রথম পাতার পর

আমাদের ভোটার কার্ড আছে, প্যান কার্ড আছে, রেশন কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে। আমাদের ভোটে এমএলএ, এমপি ইত্যাদি হচ্ছে। তারাই তো বিধানসভা, সংসদে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রী হচ্ছেন। ফলে আমরা যদি অবৈধ হই, তাহলে তো প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ সমস্ত মন্ত্রীরাই অবৈধ। তাহলে এভাবে এই নাগরিকত্বের জিগির তুলে কেন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হচ্ছে? এটা আমার বোধগম্য নয়। আমাদের পরিচয়পত্র না থাকলে আমরা ভোট দিতে পারতাম না। সুতরাং পরিচয় তো আমাদের আছেই। আমাদের বক্তব্য তো এটাই। আমরা তো মানুষকে এটাই বোঝাচ্ছি। আর আগামী ২০২৪ এ মানুষ বুঝিয়ে দেবে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জায়গা নেই।

অন্যদিকে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'প্রথমতঃ বলি, সেদিনের ঘটনার অন্যতম প্রধান মুখ মানিক ফকির। আসলে ওনার নাম মানিক ফকির নয়। ওনার নাম মানিক মণ্ডল। ওনার সম্পর্কে কোনও সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দেওয়ার অর্থ হল তাকে হাইলাইট কর। তবু বলি, ভদ্রলোক যে ইস্যু নিয়ে ঠাকুরবাড়ি গিয়েছিলেন, সেই বিষয়টাতো সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। এটা হয়তো ওনার জানা নেই। নাগরিকত্বের যে বিষয়টা নিয়ে মতুয়াদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ছিল, তার সূত্রপাত হয়েছিল বড়মা বীণাপানিদেবীর সময় থেকেই। তার পরবর্তীকালে তাঁর বড়ছেলে কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, ছোট ছেলে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর এবং তাঁর বড় নাতি সুব্রত ঠাকুর ও তাঁর ছোট নাতি শান্তনু ঠাকুরের হাত ধরে এই আন্দোলন তরান্বিত হয়েছে। আর এটা শান্তনু ঠাকুরের হাত ধরেই বিষয়টা পার্লামেন্টে ওঠে। এবং দুটো কক্ষেই এটা পাশ হয়। সইও হয়। তবে সারা দেশের প্রায় ২ হাজার মানুষ এটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করায়, বিষয়টা বিচারাধীন অবস্থায় আছে। আমি যতদূর জানি, ১৭ অক্টোবর এই মামলার শুনানি ছিল, কিন্তু হয়নি। মামলাটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সরকার আইনটাকে লাগু করতে পারছে না। আর মানিক ফকিরের প্রসঙ্গে বলি, উনি নিজেকে আলোকপাতে আনার জন্যেই কয়েকজন লোক নিয়ে এসে ঠাকুরবাড়িতে এ ধরনের অভব্যতা করেছেন। একসময় উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ায় আমরা বলেছিলাম। ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইনের ভয়াবহতা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। তখন তিনি এই নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে বাজার গরম করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই লোক এখন আবার নাগরিকত্ব নিয়ে জিগির তুলছেন। একই ব্যক্তি দুরকমের ব্যবহার করেন কি করে? আসলে ওনার কাজ হল, যেনতেন প্রকারেন প্রচারের আলোয় থাকার।' ২০২৪–এর লোকসভা প্রসঙ্গে মহীতোষ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'উদ্বাস্তু পরিবারদের জন্য নাগরিকত্ব আইনের যদি সুষ্ঠ সুরাহা না হয়, তাহলে অবশ্যই আগামী লোকসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোট ব্যাঙ্কে এর একটা প্রভাব পড়বে বলেই আমি মনে করি।'

# সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন হিন্দু দেব–দেবীর কেশ নির্মাণ করছেন

**কুনাল মালিক**

বিভিন্ন মণ্ডপে এখন শোভা পাচ্ছে মা দশভূজা সঙ্গে মহিষাসুর, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী দেব–দেবীরা। তাদের অপরূপ কেশ বিন্যাসও মানুষের চোখে পড়ছে। কিন্তু অনেকেরই অজানা এই সমস্ত হিন্দু দেব দেবীর কেশ নির্মাণ যুগযুগ ধরে করে আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত চক এনায়েত নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিরতলার মল্লিকপাড়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ৫০টি পরিবার। সম্প্রীতির এক অনন্য নজির। মহালয়ার দিন ঐ এলাকায় গিয়ে

চোখে পড়ল ঐ সব পরিবারের সদস্যদের ব্যস্ততা। কেউ পাট কালো করছেন, কেউ রং করা পাট রোদে শুকোতে দিচ্ছেন, কেউ বা তৈরি কেশ প্যাকেট করছেন। এই সমস্ত কেশ চলে যাবে কলকাতার কুমোরটুলিতে। ভিন রাজ্য যেমন ওড়িশা এবং আসামেও এখানকার কেশ রপ্তানি করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার সেখ জানালেন, প্রায় ১০০ বছর ধরে এই এলাকায় কেশ তৈরি হচ্ছে। এক শিল্পী কলিমুদ্দিন মণ্ডল জানালেন, এখন সিজন। তাই কাজ বেশি হচ্ছে। তবে এখানে লেবারের সমস্যা আছে। পাটের দাম বাড়ায় ফিনিসড কেশের মূল্যও বেড়েছে। বারাসত, বসিরহাট থেকে পাট আনতে গাড়ি ভাড়া বেশি লাগছে। তাই আগের থেকে মুনাফা কমেছে। কিন্তু বংশ পরম্পরায় ব্যবসা ছাড়তে পারেন নি। সংখ্যা লঘু মানুষ হয়ে হিন্দু দেব দেবীর কেশ নির্মাণ করছেন কেমন অনুভূতি হচ্ছে? সে প্রশ্নে তিনি জানালেন, আমার তো বেশ ভালো লাগে। হিন্দু–মুসলমান বলে কিছু নেই, আমার কাছে মানুষই শেষ কথা। কাজী নজরুল ইসলামের একটা কবিতার পংক্তি মনে পড়ে গেল–

'জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত
জালিয়াৎ খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত
ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।

**ছবি : অরুণ লোধ**

# ফিরে দেখা ৫০

*আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক*

## মহাকরণে স্বজন–পোষনের ফলাও কারবার। আসল প্রার্থীরা মার খাচ্ছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

দেশে আজ বিরাট বেকারত্বের সমস্যা। এই সমস্যা মেটাতে বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর নাকি আহার নিদ্রা ত্যাগ করার উপক্রম। মুখ্যমন্ত্রী অবশেষে বিশ্রামের জন্য রেলের ভ্রমণকেই শ্রেয় বলে মনে করছেন। মন্ত্রী মণ্ডলীর প্রধানের এই কষ্টের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে সমবেদনা জানাতে পারতাম যদি বুঝতাম মহাকরণের মন্ত্রী মণ্ডলীর প্রকৃতই দেশের দুর্দশার কথা চিন্তা করে সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে শুধু স্ট্যান্ট ছাড়া জনগণ এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই পায়নি। মন্ত্রীমণ্ডলীর বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নানা পরিকল্পনার কথা তারস্বরে ঘোষণা করে চলেছেন। যে সব পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের লক্ষ লক্ষ যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, তার মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন সরকারী এবং আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষ এবং অদক্ষ কর্ম্মি নিয়োগ, আর ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক প্রসার। বিদ্যুৎ অর্থ আর কাঁচামালের অভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের কি চেহারা হয়েছে জনগণ তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে তাই এ নিয়ে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে প্রয়োজনের তুলনায় যে সামান্যতম বেকার যুবককে সরকারী কাজে লাগান হচ্ছে সেখানেও কি ভাবে এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী আমলা, প্রভাবশালী এম এল এ কতিপয় মন্ত্রীর যোগসাজসে স্বজন পোষণ চলছে তার এক গোপন চিত্র আমাদের কাছে ধরা পড়েছে।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট সেল সম্পর্কে। রাজ্য সরকারের ফতোয়া অনুযায়ী জেলায় জেলায় নির্দেশ গেল প্রত্যেক অঞ্চলে কৃষি উন্নয়ণের ব্যাপারে কমপক্ষে ২ জন করে শিক্ষানবীশি নেওয়া হবে।

২৪ পরগণার জেলা শাসক সরকারী নির্দ্দেশ মত প্রতি ব্লকে বি. ডি. ও এম. এল. এ এবং অঞ্চল প্রধানের মতামত অনুসারে নাম লিপিবদ্ধ করে জনৈক এ, ডি, এমের নেতৃত্বে ইন্টারভিউ পর্ব্ব শেষ হল। যোগ্যতা অনুসারে কর্ম্মপ্রার্থীদের নিয়োগপত্র যখন ছাড়া হবে এমন সময় মন্ত্রীমণ্ডলীর নির্দ্দেশ এ'ল– ইন্টারভিউ বাতিল। ক্যাবিনেট সাব–কমিটি নিয়োগপত্র দেবে। এরপর দেখা গেল ২৪ পরগণার কতিপয় বিশিষ্ট এম, এল, এ–দের জয় জয় কার। যেমন উত্তরে গফ্‌ফর, দক্ষিণে গায়েন মণ্ডল, আর বাপুলি মহাশয়দের কৃপাধন্যরা একের পর এক নিয়োগ পত্র পাচ্ছে আর সবাই হাঁ করে তাকিয়ে তথা কথিত এম, এল, এ এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কাণ্ডকারখানা দেখছেন।

এবারে শুনুন যুব কল্যাণ দপ্তরের কথা। বেকার যুবকদের চিন্তায় এই দপ্তরের কর্তা তথা মন্ত্রীর একান্ত সচিব শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলায় যুব কল্যাণ কেন্দ্র খোলার এক প্রস্তাব নেন। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি কেন্দ্রে স্থানীয় যুবকদের মধ্য থেকে ৪০টি করে 'ইয়ুথ লীডার' নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যথারীতি ইন্টারভিউ হ'ল। নির্ব্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা হ'ল, কিন্তু যখন নিয়োগপত্র ছাড়া হ'ল তখন দেখা গেল নির্ব্বাচিত তালিকা থেকে প্রার্থীদের বাদ দিয়ে বিশিষ্ট এম, এল, এ এবং স্বয়ং শ্রীভট্টাচার্যের পছন্দ ব্যক্তিদের বিনা পরীক্ষায় নিয়োগ পত্র দেওয়া হল। যাঁরা বাদ পড়েছেন তাদের মধ্যে নির্বাচিত তালিকার ৬৯৩, ৮০০, ৯৮৭ ইত্যাদি নম্বরের প্রার্থীরা ছাড়া আরও বহু প্রার্থী আছেন। স্বজন পোষণের সুবিধার্থে বর্দ্ধমানের লোক নদীয়ায় এবং নদীয়ার লোক বর্দ্ধমানে পাঠান হয়েছে যাতে তারা কাজে যোগ না দেয়। শ্রী ভট্টাচার্য্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তোষণ করে কিভাবে নিজের আত্মীয়দের ভাল ভাল সরকারী পদে বসিয়ে দিয়েছেন তার বহু নজীর রয়েছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ শ্রীভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাখাল দাস ভট্টাচার্য্য বড়িষা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সম্প্রতি ভাইয়ের আনুকূল্যে জনসংযোগ ও তথ্য দপ্তরের সেনসাস অফিসার পদে ঢুকে পড়েছেন। এক্ষেত্রেও লোক দেখান ইন্টারভিউ হ'য় কিন্তু নেওয়া হ'য় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের আত্মীয়–স্বজনকে যাঁরা যোগ্যতার মানপত্র নিয়ে প্রার্থী নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা আজও আশায় দিন গুনছেন।

আরও একটি মজার দপ্তর রাজ্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রচার বিভাগ। অফিসারের স্নেহভাজন হ'লে সরকারী স্বীকৃতি ছাড়াই গেজেটেড পদ সৃষ্টি হয় এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই পদে বসে মোটা টাকা মাস মাহিনা পাওয়া যায়। ঘটনা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। ১৯৭০ সালের মার্চ্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নেওয়ার অঙ্গীকারে অর্থ দপ্তরের কাছ থেকে এক বছরের মেয়াদী ছাড় পত্র নিয়ে সৃষ্টি হল ৪৫০–১০৫০ বেতনের সঙ্গীত ও নাটক আধিকারিকের পদ। ঐ পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশনারকে না জানিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল লোক রঞ্জন শাখার একজন নিম্নতম অফিসারকে। তারপর থেকে আজও সেই পদ অব্যাহত গতিতে চলছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ঐ পদের যৌক্তিকতা নামাঞ্জুর করেছে। অর্থ দপ্তর তীব্র আপত্তি জানিয়েছে তথাপি ঐ পদ বহাল আছে এবং অফিসার যথারীতি মাইনে পাচ্ছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেনে শুনেও নীরব।

এ ঘটনা একটি বা দুটি নয় সরকারী দপ্তরগুলি একে একে পরিক্রমা করলে বহু অপকর্মের সন্ধান মিলবে যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মন্ত্রীমণ্ডলীর ব্যক্তিগত স্বার্থ, দুর্ব্বলতা অথবা প্রেম প্রীতি ভালবাসা যার শিকার হচ্ছে যোগ্যতম প্রার্থীরা।

*৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ২০শে অক্টোবর ১৯৭৩, ৩রা কার্তিক, ১৩৮০, শনিবার*

# ঝড়খালীতে মা মমতা ফাউণ্ডেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের ঝড়খালী বাজারে গত ১৮ অক্টোবর মা মমতা ফাউণ্ডেশন দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করল। মা মমতা ফাউন্ডেশনের সচিব শম্পা মিত্র জানান, পুরুলিয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তাদের সংগঠন দুঃস্থ মানুষদের জন্য কাজ করছে। করোনা এবং আমফানের সময়ও সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে থেকেছে। সামাজিক ও মানবিক স্বার্থে মা মমতা ফাউন্ডেশন আগামী দিনেও কাজ করবে। ঝড়খালীতে প্রায় ২০০ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ২১ অক্টোবর – ২৭ অক্টোবর, ২০২৩

# মা আমাদের মানুষ কর

মান আর হুঁশ নিয়েই মানুষের ব্যাপ্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের এমন সহজ ভাবনাতেই তাঁর বিশ্ব জয়ী শিষ্য বিবেকানন্দ তাঁর বীর বাণীর প্রার্থনায় লিখেছিলেন ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, ভারতবাসীর হয়ে প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও, আমায় মানুষ কর। তাঁর সেই মানুষ গড়ার প্রার্থনা আজও তীব্রভাবে প্রাসঙ্গিক। সাম্প্রতিক সময়ে দাঁড়িয়ে দেশ ও বিদেশের ঘটনাবলী ইঙ্গিত দিয়ে যায় যে মনুষ্যত্বের দুর্ভিক্ষ প্রকট হয়েছে, হারিয়েছে শিকড়ের ভাব, ভাবনা ও ভাষা।

বাংলার রাজনীতি, সমাজনীতিতে চিত্তের যে দৈন্যতা শুরু হয়েছিল তার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে লোভ, লালসা, ভোগবাদ, হিংসা আর দুর্নীতির দুঃসহনীয় সংঘাতের আবহে। ভারতের অভ্যন্তরে দেশ বিরোধী নানা ধরনের শক্তি দেশের উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে। সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ, দেশের ঐতিহ্য সমস্ত কিছুর ওপরেই প্রকাশ্যে কখনও বা ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে আঘাত আসছে। বিশেষ করে সামাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করলে দেশকে দুর্বল করা সহজ এবং এই কৌশলেই দেশি–বিদেশী শত্রুরা বরাবরই চেষ্টা চালিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ ভারত, সাংস্কৃতিকভাবে একত্ব ভারতকে হীনবল করার জন্য রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী এবং কিছু গণমাধ্যম সংস্থা থেকে আরো বেশি সতর্ক থাকার প্রয়োজন।

দুর্গা পুজোর আহ্বান ও আবেদন এখন শুধু এ বাংলা কিংবা ভারত নয় সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গা পুজোর মাহাত্ম্য সঠিকভাবে তুলে ধরা আজ প্রয়োজন। শুধু মাত্র কোন ধর্ম বা আচার অনুষ্ঠান নয়। রূপকের মাধ্যমে সেই বিবেকের প্রতিবাদী শক্তির তেজেই দেবী মা দুর্গা, মহিষাসুর সর্বকালেই বিদ্যমান। যদি ঋদ্ধি–সিদ্ধি, বিদ্যা–অর্থ, সুরক্ষা ইত্যাদি শক্তির ঐক্যবদ্ধ ভাব সমাজকে ব্যক্তিজীবনের প্রগতিকে সিদ্ধ করতে জীবনচর্চার এমন মহতী পুজো মানবসমাজের সম্পদ তাই আজ বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা লাভ করছে।

হৃদয়ের হিংসা, অহংকার, লোভ ইত্যাদি স্বরূপ অসুরকে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়ে মহাসন্ধিক্ষণে রিক্ত হওয়ার ভাবনাতেই বছর বছর মাতৃপুজোর আয়োজন। এই উচ্চ দর্শন সমাজে পৌঁছে দিতে পুজো উদ্যোক্তাদেরও বড় ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। যদিও থিমপুজোর আড়ালে অসুর অদৃশ্য মণ্ডপে মণ্ডপে। সমাজ থেকে প্রকৃতই যখন অসুরের সংখ্যা কমে যাবে তখন মাতৃপুজো সার্থক হবে। সমাজের নানা হানাহানি, সংকীর্ণতা নিরুদ্দেশ হলে দুর্গা–দর্শন সমৃদ্ধ করবে মানব জাতিকে। সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা হারিয়ে যাবে মাতৃপুজোর উদবোধনে। দুর্গাপুজোকেই একমাত্র বাঙালি পুজো বলে উল্লেখ করে। প্রতিটি মণ্ডপ সজ্জায়, অনুষ্ঠানে অজস্র মানুষের পরিশ্রম কাজ করছে। স্বামীজির ভাবনাই তাই বলতে হয় আমাদের মানুষ কর। শারদীয় শুভেচ্ছা রইল সকলের প্রতি। আপনারা নিরাপদ ও সুস্থ থাকুন। জগৎ জননীর কাছে প্রার্থনা রইল আমাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক, চৈতন্য হোক।

## যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

### ‘উৎপত্তি প্রকরণ’

বীজের মধ্যে যেমন বিশাল বৃক্ষ অতি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, তেমনই আকাশে তন্মাত্রগুলি অব্যক্ত ভাবে থাকে এবং কালের প্রভাবে তা জগৎরূপে ব্যক্ত হয়। সুতরাং জগতের এই স্থূল ভাব, এর কোন সত্যতা নেই। স্থূল জগৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত, বিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। কখন চিদ্‌স্বরূপ আধারে লীন হচ্ছে, আবার কখনও বা পিণ্ডাকৃতি হয়ে স্থূলভাব ধারণ করছে। এই অনিত্য, পরিণামী, বিকারশীল জগৎ তাই অসত্য, কিন্তু তাঁর কেন্দ্রীভূত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। পঞ্চতন্মাত্রের কারণ যেমন ব্রহ্মের শক্তি, তেমনভাবেই ব্রহ্মসক্তি বা চিদ্‌শক্তির কারণ হল অজ, সত্য, আদিভূত ব্রহ্ম।

বশিষ্ঠ বললেন, চিদাত্মা মায়াকোশে বিকশিত হয়ে বিষয় কল্পনা করে জীবভাব ও অহংকার গ্রহণ করেন। এরপরে জীব বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মনের সৃষ্টি করে। চিদাত্মা মনে আবিষ্ট হয়ে জগৎ রূপ স্বপ্ন দেখেন। তাতেই চিন্ময় আকাশে জগতের উদ্ভব হয়। চিদ্‌ময় আকাশ হতে জগতের উদ্ভব হয় বলে সেই চিন্ময় আকাশেই জগৎ যথাসময়ে বিলীন হয়। চিৎ স্বপ্নে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তাই সর্বভূতে অবস্থানকারী বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপকে স্বপ্নসৃষ্ঠ জগৎ স্পর্শ করতে পারে না। সৃষ্টির পূর্বে মহাকাশে শুধু পঞ্চ তন্মাত্রা থাকে। তন্মাত্রাও চিত্তের কল্পনা, তাই তন্মাত্রাও অসত্য। তন্মাত্রা বিস্তৃত হয়ে অবশেষে জগাদাকার হয়, তাই জগৎও অসত্য। কল্পনাপ্রসূত যাবতীয় তত্ত্ব অসৎ হলেও সত্যের মত প্রতীয়মান হয়, এবং ভগবানের ভাবনার প্রভাবে দ্রষ্টা জীবও দৃশ্যাকারে পরিণত হয়। ভগবানের কল্পাতেস তেজ তত্ত্ব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রূপ ত্যাগ করে নিজেকে নক্ষত্র জ্ঞান করে। এই নক্ষত্রই হল স্থূলদেহের উৎসস্বরূপ লিঙ্গ শরীর। জ্যোতির্ময় লিঙ্গদেহে সর্বগ আত্মা অহংকারবশতঃ অবস্‌তান ক’রে নিজেকে কূপনিমগ্নের মত বদ্ধ করেন। আমি দেখব, শুনব, ভোগ করব এই ভাব তাঁকে অন্তঃকরণ সৃষ্টি হলে বহির্বিষয়ে সৃষ্টি করায়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

## ফেসবুক বার্তা

হাওড়া ব্রিজ পুজো উপলক্ষে নতুন সাজে সেজেছে।🥰



# অকাল উদ্বোধনের ইচ্ছায় পুজোকেও কিলিয়ে পাকানো হচ্ছে

**নির্মল গোস্বামী**

কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো হয় বলে একটা কথা প্রচলিত আছে বাংলায়। কিন্তু কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে কাউকে দেখিনি। তবে কারবাইড দিয়ে কাঁচা ফল পাকানোর কথা সর্বজন বিদিত। আম কিনতে গিয়ে আমরা গাছ পাকা আমের খোঁজ করি। কারণ মিষ্টিত্ব এবং স্বাদ আলাদা হয়। আর কারবাইডে পাকানো আমের স্বাদ কমে যায়। কিন্তু বাজারে জোগান আর চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে বাঁকা পথে হাঁটতেই হয় কারবারীদের।

কিন্তু রাজনীতির কারবারিদের বাঁকাপথে হাঁটার কার্যকারণের মিল খুঁজে পাওয়া ভার। বাস্তবের সঙ্গে তার যে কি সম্পর্ক তা কেবল মাত্র তারাই বুঝতে পারে। পণ্য কারবারীদের খরিদ্দারকে বোঝাতে হয়। কিন্তু রাজনীতির কারবারীদের কাউকে বোঝানোর দায় থাকে না। কারণ রাজনীতিই তো দেশের মূল চালিকা শক্তি। তার কারবারীরাই তো পরিচালক। আম জনতা কুশিলব মাত্র। যতটা হাঁটতে বলবে, ততটা হাঁটতে হবে। যেখানে থামতে বলবে সেখানে থামতে হবে। কোন কোন জায়গায় ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়নি। কারণ রাজনীতিকরা চায়নি তাই। আবার ২০২৩ সালে চাইল, তাই মানুষ রোদে ঘেমে নেয়ে হাসি হাসি মুখে ভোট দিতে এলো। কিন্তু রাজনীতির কারবারীরা চাইল না তাই অনেক জায়গায় ভোট গণনাই হল না। তবে একেবারে হল না তা নয়। হল তবে বিরোধীদের তাড়িয়ে দিয়ে ইচ্ছে মতো গণনা হল। তাহলে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে আপনি আমি চাইলে কোন কিছু হয় না। যা হয় তা রাজনীতির কারবারীরা চায় বলে। এই যে পাঁচ রাজ্যে ভোট হবে বা ২০২৪–এ সারা দেশে ভোট হবে, তা কি সাধারণ মানুষ চায় বলে হয়? ঠিক সময়ে ভোট যদি না হয় তাহলে কারা চেঁচামেচি করে? রাজনীতির দোকানদাররা ঝাণ্ডা হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কেউ বা আদালতের দোরগোড়ায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। সাধারণ মানুষ চায়ও না এবং চাইলেও কিছু হয় না। এই যে যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা বছরের পর বছর ধরে রাস্তায় বসে রয়েছে।



চাকরি হচ্ছে কি? হচ্ছে না। কারণ রাজনীতির গতিতে গদিয়ানরা চাইছে না। অপর পক্ষে দেখুন তারা চাইলে কত কি হতে পারে। পরীক্ষা না দিয়েই চাকরি হয়ে যাচ্ছে। পাশ না করলেও চাকরি হয়ে যাচ্ছে।

এতোক্ষণ ধরে এতো কথা বলার কারণ হল আমি বোঝাতে চাইছি একটা পুরানো প্রবাদকে বাক্যকে। পাঁঠার ইচ্ছায় দুর্গোৎসব হয় না। সত্যই তো পাঁঠার ইচ্ছা হল মায়ের চরণে জীবনদান করে স্বর্গে অক্ষয় জীবন লাভ করার। কিন্তু তার ইচ্ছাকে কেউ কি গুরুত্ব দেয়। এবং দেওয়া উচিৎও নয়। কারণ দুর্গাপুজো হয় নির্ঘন্ট মেনে। ভাদ্র মাসে দুর্গাপুজো করা যায় না। শুধু দুর্গা পুজোই বা কেন? হিন্দুদের যে কোন শুভ কাজ, বার ব্রত সবই হয় দিনক্ষণ তিথি মেনে। ফলে পাঁঠার ইচ্ছার গুরুত্ব নেই। এখানে পাঁঠা হল জনগণ। তারাই বলি প্রদত্ত প্রাণ। তবে আবার একটা কথা আছে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এটা শুধু কথার কথা নয়। মহাভারতে এই যে ঘটনার ঘনঘটা তার পিছনেও কর্তার হাত ছিল বলে কর্তা নিজ মুখে স্বীকার করেছে। ফলে কর্তার ইচ্ছাতেই এই ধরাধাম চলে। তবে অন্তরালের অদৃশ্য কর্তা এই ভূভারতে কতটা কি করছে তা বোঝা না গেলেও রাজনীতির কর্তাদের কাজকর্ম দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যায়। বিশেষতঃ আমাদের এই বঙ্গদেশে।

এমনিতেই কথা আছে বহু রঙ্গে ভরা এ বঙ্গ। বর্তমানে রাজনীতির কার্যকলাপে বহু রঙ্গ দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বাঙালি। তার সঙ্গে আর এক নতুন রঙ্গ যোগ করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। পূর্বে মনীষীদের জন্ম মৃত্যু দিন পালন হত দিন তারিখ মেনে। কিছু বছর যাবৎ সে রীতি ভঙ্গ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণে। অনেক সময় দু এক দিন আগেই নবান্নে পালন হচ্ছে। হয় তো যেদিন কারো জন্মদিন পড়ল সে দিন নবান্ন বন্ধ থাকবে। তাই আগে করে নেওয়া হচ্ছে। কারো কিছু বলার নেই কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। এতো দিন আমরা জেনে এসেছি বাঙালির দুর্গা পুজোর চার দিনের। মাইকেলের কবিতায় মা মেনকা আক্ষেপ করে বলছেন, ‘তিনটি দিনেতে কহ লো তারা কুন্তলে– এ দীর্ঘ বিরহ জ্বালা কেমন জুড়াবে’। এখানে নবমীকে নিয়ে তিন দিন। তার সঙ্গে দশমী ধরলে চারদিনের পুজো। আমাদের জীবৎ কালে দেখা গেছে পুজোর উদ্বোধন হত ষষ্ঠীর দিন। বঙ্গের সর্বময় কর্ত্রীর ইচ্ছায় তা পঞ্চমী, চতুর্থী, তৃতীয়া, দ্বিতীয়া হতে হতে এবছর দেখা গেল মহালয়ার দুদিন আগেই ৮০০ পুজো ভার্চুয়াল উদ্বোধন হয়ে গেল। কোথাও মঞ্চ অসম্পূর্ণ, কোথাও প্রতিমার চোখ আঁকাও বাকি। দেবী পক্ষ পড়েনি তবুও উদ্বোধন। যদিও জানি যে উদ্বোধনের সঙ্গে পুজো অর্চনা বা শাস্ত্রীয় কার্যকলাপের কোন যোগসূত্র নেই। তবু বাঙালি হিসাবে কোথায় যেন সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। মহালয়ার আগে পুজো উদ্বোধন বাঙালি মন থেকে মানতে পারছে না। অনেকেই বলছেন এভাবে চলতে থাকলে একদিন পাঁজিপুথির প্রয়োজনীয়তাই ফুরিয়ে যাবে। পুজোর সঙ্গে নিয়ম নিষ্ঠার একটা সম্পর্ক আছে। ৮০০ পুজো কমিটি কেউ প্রতিবাদ করল না। আসলে পুজো তো এখন আর বাঙালির নয়। দুর্গাপুজো এখন তৃণমূলের দখলে চলে গেছে। সরকারী টাকা পকেটে পুরবে আর সরকারের কথা শুনবে না তা কি হয়? তাই সব কাজ কর্তা বা কর্ত্রীর ইচ্ছাতেই করতে হবে। অনেকে আবার ব্যঙ্গ করে বলছে যে হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন আর তিথি নক্ষত্র, ব্রাহ্মণ–পুরুতের প্রয়োজন পড়বে না। মাননীয়াই ভার্চুয়ালি মন্ত্র পড়ে রাজ্যের সব পুজো একদিনে সেরে দেবেন। বাকি দিন উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে যাও। আনন্দ কর ফুর্তি করো উৎসব কর। পূজো করে মাকে তুষ্ট করে মায়ের আশীর্বাদ চাওয়ার দিন শেষ। এখন যা চাওয়ার তা দিদিকে বলতে হবে। যা দেওয়া তা তিনিই দেবেন। না চাইতেই তিনি অনেক দিয়েছেন আরো দেবেন। ফলে মাভৈঃ বঙ্গবাসী। দুর্গতি নাশিনী দুর্গার অর্চনা না করে দিদির অর্চনা করলে হাতে নাতে ফল। তাই পুজো দেবীর কিন্তু উৎসব দিদির। উৎসবের দিন তারিখ, তিথি হয় না। তাই কিলিয়ে পুজো পাকানো হচ্ছে।

## দেশ দেশান্তরে

# অস্ত্র নয় ব্যবধান মনের

**প্রণব গুহ**

সারা ভারতে যখন অশুভ শক্তির বিনাশ উৎসব শুরু হয়েছে তখন ভুমধ্যসাগর তীরে শুরু হয়েছে আর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। তফাৎ একটাই। রাম–রাবনের যুদ্ধে সকলে রামের পক্ষে হলেও ইসরায়েল–প্যালেস্টাইন যুদ্ধে বিশ্ব কিন্তু দুভাগ। কেউ ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনের পক্ষে আবার কেউ প্যালেস্টাইনের জঙ্গীপনার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের পাশে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন যখন ইসরায়েল সফর করছেন তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ বাতিল করছেন জর্ডন, ইরানের পরিচালকরা। মধ্য প্রাচ্যের ইসলাম দুনিয়া ধীরে ধীরে প্যালেস্টাইনের দিকে ঝুকছে আর ইউরোপ ঝুকছে ইসরায়েলের দিকে। অনেকে একে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ইঙ্গিত বলে মনে করছেন। এতেও খুব একটা আশঙ্কা ছিল না। প্রত্যেক রেষারেশিতে কেউ কারোর পক্ষ নেয়, কেউ নিরপেক্ষ হয়ে সংঘর্ষ থামায়। এটাই দস্তুর। এক্ষেত্রে



ভয়টা অন্য। বিবাদটা ক্রমশঃ যেন ধর্মীয় রূপ নিচ্ছে। বিশেষ করে গাজার হাসপাতালে হামলার পরে যেভাবে মুসলমান হত্যার তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে তা বড় ভয়ঙ্কর। মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করে সংঘর্ষ লাগালে কি হয় তা হাড়ে হাড়ে জানে ভারতবাসী। তাই সিঁদুরে মেঘে এত ভয়।

আসলে তো মানুষ মরছে। সে রাশিয়া–ইউক্রেন হোক বা ইসরায়েল–প্যালেস্টাইন হোক বা সুদানের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই হোক সর্বত্র প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের, সৃষ্টির উৎসে তাকালে দেখা যাবে যাদের একদিন কোনো ধর্মীয় পরিচয় ছিল না। সকলেই ছিল এই ব্রহ্মান্ডের সনাতন সভ্যতার অংশ মাত্র।

ইসরায়েল–প্যালেস্টাইনের এই নবীনতম সংঘর্ষের ১৩ তম দিনের হিসাবও ঠিক তাই। জীবন্ত সাধারণ মানুষ এক মুহূর্তে লাশ হয়ে ব্যঙ্গ করছে আধুনিক মানুষের সভ্যতাকে।

পৃথিবীর যত বড় বড় নেতাই এই সংঘর্ষে অংশ নিক না কেন এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বছরের পর বছর ধরে হানাহানি চললেও আসল সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ ব্যবধানটা অস্ত্রের নয়, মনের। জি–২০ সম্মেলনে যতই এক পৃথিবী–এক পরিবার–এক ভবিষ্যৎ বলা হোক না কেন এই বিবাদ বলে দিচ্ছে মানব সভ্যতায় বিভেদের যে বীজ রোপিত হয়েছিল তা আজ জাত, ধর্ম, বর্ণে পল্লবিত।

এখন সবাই মিলে যুদ্ধে অংশ না নিয়ে বিভাজনের শিকড় উপড়িয়ে ফেলতে না পারলে আরও এমন সংঘর্ষ অদূর ভবিষ্যতে অপেক্ষা করে আছে। না হলে ভারতের মতো যে সব দেশ আজও যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আগ্রহী তারা সমূহ বিপদের মধ্যে অবস্থান করবে। আর যদি এদের জোর করে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করা হয় তাহলে ফের মানব সভ্যতায় নেমে আসবে গাঢ় অন্ধকার।

# শিবায়ন কবি রামকৃষ্ণ রায়ের স্মৃতি বিজড়িত রসপুর রায়বংশের দুর্গাপুজো

**অসীম কুমার মিত্র**

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে যুদ্ধপ্রিয় (কায়স্থ) দেব বংশ বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। রসপুরের রায়বংশ এই দেববংশের কাশ্যপ গোত্রীয় এক শাখা হতে উদ্ভূত।বর্তমানে এই বংশের লোকেরা রায়’ পদবী ব্যবহার করছেন বটে কিন্তু পূর্বে তাঁরা তাঁদের নামের শেষে ‘দেব’ পদবী ব্যবহার করতেন। রায় বংশের আদি পুরুষ ছিলেন যশশ্চন্দ্র রায়। রসপুর গ্রাম হাওড়া জেলার আমতা থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত।এই গ্রাম সরকার সেলেমাবাদ এবং বালিয়া পরগণার (তখন রাজ্য) অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের একদিকে ভুরশুট পরগণা এবং অপর এক পাশে মন্ডলঘাট পরগণার সীমা আরম্ভ। যশশ্চন্দ্রের আদি নিবাস বা পূর্বপুরুষ কিংবা কোথা থেকে এসে তিনি রসপুরে বসতি স্থাপন করেন তার সঠিক বিবরণ অবগত হওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও প্রামাণিক পুস্তক,দলিলপত্র এবং কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, যশশ্চন্দ্র বর্ধমান জেলা থেকে এসে রসপুরে বসবাস শুরু করেন। সম্রাট শেরশাহের আমলে কয়েকজন পাঠান রাজকর্মচারীর সহিত যশশ্চন্দ্র রসপুরে আসেন এবং শেরশাহের আমলেই তিনি রাজকীয় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করে সম্ভ্রমসূচক ’রায়’ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৫৪০–৪৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শেরশাহের সময়েই ’মহামতি’ যশশ্চন্দ্রের অভ্যুদয় হয়।

যশশ্চন্দ্র অত্যন্ত প্রতিপত্তি ও বৈভবশালী ছিলেন । রসপুরে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ বাটীতে দুর্গা পূজার প্রবর্তন করেন (১৫৪৫ খ্রী: অ:)। তাঁর প্রবর্তিত দুর্গাপূজা আজও রসপুরের বাটীতে ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে । এই দুর্গাপূজা বাংলার অল্প সংখ্যক প্রাচীন দুর্গা প্রতিমা পূজার মধ্যে যে একটি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রসপুরের দেব বংশ তথা রায় বংশের লোকেরা পূর্বে শৈব অথবা শাক্ত ছিলেন। কারণ যশশ্চন্দ্র তান্ত্রিক বৃহন্নন্দিকেশর মতে দুর্গাপূজা করতেন এবং তাঁর পূজায় পশুবলির ব্যবস্থা ছিল। তাঁর পৌত্র শিবায়ন কাব্যের প্রণেতা রামকৃষ্ণ রায়ও প্রথম জীবনে শিবের অনুরাগী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর থেকে রায় বংশের লোকেরা অনেকেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হন। তখন থেকে তাঁদের দুর্গাপুজোয় পশুবলি তো বটেই সর্বপ্রকার প্রতীক বলিও বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্গাপূজোয় বলিদানের পরিবর্তে দেবীর হস্তে বিল্বপত্রের মালা অর্পণ করা হয়ে থাকে।

এই সময় থেকেই বংশের সকলেই প্রায় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেন বটে, কিন্তু কেউ কেউ আবার মত পরিবর্তন না করে স্বীয় পৈতৃক ধর্মেই তাঁদের আস্থা অক্ষুন্ন রেখে চললেন। এই বংশের এক শাখা আজ পর্যন্ত শাক্ত এবং যশশ্চন্দ্রের প্রবর্তিত ব্যবস্থামতে দুর্গাপুজো করে আসছেন। তাঁরা পূর্বমত বলিপ্রথা এমন কি মহিষ বলিও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। উক্ত শাখা বংশের নিকট থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া যশশ্চন্দ্র প্রবর্তিত দুর্গাপূজার মূল পুঁথির একটি নকল উদ্ধার করা গেছে। ঐ শাখা যে সময় রসপুর ত্যাগ করে চিংড়ায় (হুগলী জেলা) বসবাস করতে যান সেই সময়ে বাংলা ১১৮২ সালে তাঁরা এই পুঁথি নকল করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

যশশ্চন্দ্রের দুর্গাপূজার যে পুঁথি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, পশুবলি ব্যতীত পূজার অন্যান্য কয়েকটি ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। কবে কেন যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল তা অজ্ঞাত। আরও, সাধারণ প্রচলিত পূজা থেকে এই পূজার ব্যবস্থাও কিছু কিছু স্বতন্ত্র। প্রতিমায় লক্ষ্মী সরস্বতীর সংস্থান নিম্নভাগে এবং কার্ত্তিক ও গণেশের সংস্থান উপরিভাগে হওয়ার ব্যবস্থা আছে ।

এছাড়াও দুর্গা প্রতিমার নিকট তিনটি নবপত্রিকা এবং ২১টি ঘট স্থাপন করার বিধি আছে। পূজা প্রবর্তনের আদিতে অর্থাৎ যশশ্চন্দ্রের সময় ১৬টি ঘট স্থাপন করার বিধি তাঁরই পূজার প্রাচীন পুঁথিতে দেওয়া আছে। তাঁর সময়ে পূজার কল্পাদি কৃষ্ণা নবমী তিথি থেকে আরম্ভ হত। সে কারণ কৃষ্ণা নবমী থেকে শুক্লা নবমী পর্যন্ত ষোলো দিনে ষোলোটি ঘট স্থাপন করা হত। বর্তমানে শুক্লা ষষ্ঠী থেকে কল্পাদি আরম্ভ




হয়েছে বটে কিন্তু তথাপি পূর্ব প্রথামত ষোলোটি ঘট স্থাপিত হয়ে আসছে। এগুলো ছাড়াও একটি দেবীঘট, একটি গণেশ ঘট এবং তিনটি নবপত্রিকার জন্য তিনটি, সব মিলিয়ে মোট একুশটি ঘট স্থাপন করা হচ্ছে। তিনটি নবপত্রিকা স্থাপন করার বিধি কতদিন থেকে প্রচলিত হয়েছে তা বলা যায় না এবং আদি পূজার পুঁথিতেও একটি ব্যতীত অতিরিক্ত কোন নবপত্রিকা স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয়, পরবর্তীকালে এই বিধি প্রবর্তিত হয়েছে ।

বিষয়বন্টননামার ধর্মানুসারে এবং দলিলাদি থেকে জানা যায়, বাংলা ১১৮৫ সাল থেকে ধর্মনারায়ণ রায়ই বংশের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এবং দেবসেবার কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করতেন। কিন্তু ১১৭০ সালে বিষ্ণুদেব রায়ের দেহত্যাগের পর ১১৮৫ সাল পর্যন্ত বিষ্ণুদেব রায়ের বন্টননামানুসারে সীতারাম রায়, গোপীনাথ রায়, রামগোবিন্দ রায় এবং হরিচরণরায়, এই চার ব্যক্তি দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।এই পাঁচ জনের মধ্যে হরি এবং সীতারামের ধারা বিলুপ্ত।অবশিষ্ট তিন ব্যক্তির তিন গোষ্ঠীর জন্য মঙ্গলদায়ক তিনটি নবপত্রিকা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই তিন গোষ্ঠীর বড় রায়’, ‘মেজ রায়’ এবং ‘ছোট রায়’ নামকরণও হয়েছিল। ১১৭৯ সালের হিসাবপত্রে ছোট রায়’ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূজার অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্যাদিও এই তিন গোষ্ঠী পূর্ব ব্যবস্থা মত এখনও পৃথক পৃথকভাবে প্রাপ্ত হয়ে আসছেন। রাম গোবিন্দের ধারার গোষ্ঠী ‘বড় রায়’ বিষ্ণুদেবের ধারার গোষ্ঠী ‘মেজো রায়’ এবং গোপীনাথের ধারার গোষ্ঠী ‘ছোট রায়’ নামে কথিত হয়। এই কারণেই মনে হয়, এই তিন গোষ্ঠীর জন্যই তিনটি নব পত্রিকা স্থাপন করার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই বংশের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি–চিহ্ন আজও পূজার অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। দেববংশের উন্নতির স্বর্ণযুগে তাঁদের বাণিজ্যতরী সমূহ দেশ–বিদেশে যাতায়াত করত। প্রাচীনকালের সেই বাণিজ্যের স্মারক চিহ্ন আজও বুহিত (বহিত্র) তোলা’ নামে প্রথা পূজার সহিত সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। নবমী পূজা দিবসে বাঁশের একটি কৃত্রিম নৌকা প্রস্তুত করা হয় এবং মধ্যরাত্রে কুলবধূরা বাদ্য এবং শঙ্খধ্বনি




সহকারে এই কৃত্রিম নৌকা পূজা মণ্ডপ থেকে গৃহে নিয়ে যান। এটাই বুহিত তোলা’ নামে অভিহিত।

শ্রী শ্রী রাধাকান্ত দেবের ন্যায় এই প্রাচীন দুর্গাপূজার বহু কিংবদন্তী জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত আছে। রায় বংশের এই পূজা সাতঘোরেদের পূজা’ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ । এককালে এই দুর্গাপূজার সেবকেরা ৭টি ঘরে (গোষ্ঠী) বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে পূজার এই নাম প্রচলিত হয়েছে।

এই দুর্গাপূজার বহু কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে এরূপ সুপ্রচলিত এবং পূজার মাহাত্ম্য এত প্রসিদ্ধ যে পূজার সময় পুণ্যলাভের আশায় পীঠস্থানের দেবতার ন্যায় এই দেবীদর্শনে বহু লোকের সমাগম হয়। জনসমাজের মধ্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সাতঘোরেদের প্রতিমা গঠনে বিলম্ব হলে দেবীমূর্তি গঠনকারী সূত্রধরকে তা স্বপ্নে স্মরণ করিয়ে দেন, সন্ধি পূজার বলিদানের সময় প্রতিমার মধ্যে দেবীর আবির্ভাব হতে অনেকেই নাকি প্রত্যক্ষ করেছেন। ১১৭২ সালের প্রবল ঝড়ে বহুলোকের ঘরের চাল উড়ে গেলেও এই দেবীপ্রতিমা নাকি মন্ডপে অক্ষত অবস্থাতেই ছিল, ইত্যাদি। একবার আশ্বিন মাসে পূজার পূর্বে এক প্রবল ঝড়ে মজুত শস্য ও ফলমূলাদি বিনষ্ট হয়ে যায়। পূজা দাতারা চাল ও পূজোপকরনের অভাবে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। দেবী তাঁদের স্বপ্নে অভয় দিয়ে বলেন যে, ঝড়ে পতিত কলা গাছের ‘থোড়’ দিয়েই যেন তাঁর পূজা দেওয়া হয়। তাঁরা দেবীর এই আদেশ পালন করেছিলেন।এই দেবী প্রতিমার কাঠামো প্রতি বছর প্রতিমার সহিত বিসর্জিত হয়। পর বৎসরের জন্য এটা আর গৃহে আনার প্রথা নেই। প্রতিমা গঠনের জন্য প্রতি বৎসর নতুন করে কাঠামো তৈরি করতে হয়। সন্ধি পূজায় একটি আনুষ্ঠানিক নিয়ম প্রচলিত থাকায় এই উৎসব এক ভক্তিসমন্বিত ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। যে সময়ে পঞ্জিকার প্রচলন হয়নি সেই সময়ে সন্ধিপূজার সূক্ষ্ম সময় নিরূপণের নিমিত্ত বঙ্গের অন্যান্য প্রাচীন বিত্তবান সম্ভ্রান্ত বংশের মত রায় বংশের এই পূজায় বৃত্তিভোগী দৈবাচার্য্য নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের গণনার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে না পেরে তাঁরা আর এক উপায় অবলম্বন করেছিলেন। তমলুকের রাজবাটীতে দুর্গোৎসব হত এবং সেখানে সেইসময়ের রাজগণ বিচক্ষণ জ্যোতিষী ও দৈবাচার্য্য পূজার সূক্ষ্ম সময় নিরূপণের জন্য নিযুক্ত করতেন। সেই রাজবাটী থেকে সন্ধি পূজার সময় তোপধ্বনি দ্বারা ঘোষণা করা হত। সেই তোপধ্বনি রসপুর পর্যন্ত শোনা যেত কিনা তা সঠিক জানা যায়নি, কিন্তু সেই তোপধ্বনি শুনে নারিট গ্রামের মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটীতেও সন্ধিপূজার বলিদান হত। তাঁর বাটীতেও সন্ধিপূজার সময় তোপধ্বনি দ্বারা ঘোষণা করা হত। তমলুক রাজবাটীর সময়জ্ঞাপন তোপধ্বনি শোনা না গেলেও, নারিটের ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটীর তোপধ্বনি শুনে রসপুর রায়বংশের সন্ধিপূজার বলিদানের সময় নির্ণয় করার প্রথা এখনো বজায় আছে। যদিও আধুনিক কালে ঘড়ির প্রচলন হওয়ায় এই প্রথার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় না, তবুও প্রাচীন স্মৃতি হিসাবে এই প্রথা আজও অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

রাধাকান্ত ঠাকুরের বাটীর সংলগ্ন চন্ডীমন্ডপে দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার জন্য পূর্বেও চন্ডীমন্ডপ নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন হিসাব থেকে জানা যায় যে, বাংলা ১১৮৩ সালে চন্ডীমন্ডপ সংস্কারের জন্য দুই টাকা খরচ হয়েছিল। সে সময়ে এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে জনসাধারণের আনন্দ বর্ধনের জন্য যাত্রা মহোসব প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হত। জানা যায়, যাত্রার অধিকারীকে এই সালেই এক ’শিরোপা’ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল।

পূজার সেবাইতেরা এই পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন করতেন। পূজা বাীতে প্রতি বসর ব্রাহ্মণভোজন হত। কোন আগন্তুককে না খাইয়ে যেতে দেওয়া হত না। এরূপ শোনা যায় যে, কোন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাটীতে খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাঁর অসম্মতিতে ভোজ্য দ্রব্য তাঁর উত্তরীয়তে বেঁধে দেওয়া হয়। তাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে ভবিষ্যতে এই বংশের কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি হবে না।

বর্তমানে রায় বংশের এই দুর্গাপূজায় পূর্বের সেই আ।ড়ম্বর, জাঁকজমক বা জৌলুস কমলেও, আজও রায়বংশের উত্তরসূরিরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের পূর্বপুরুষের দেখানো পথই অনুসরণ করে চলেছে।

**সঞ্জয় চক্রবর্তী :** হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর নাওয়া পাড়া বারোয়ারী কমিটির পরিচালনায় দুর্গাপুজো এখন সবার মুখে মুখে। এখানে পুজো ঘিরে ছোট মেলার আয়োজন করা হয়েছে কমিটির পক্ষ থেকে। নস্করপুর অঞ্চলের পুরানো পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এই পুজো এবছর ১১৬ বছরে পদার্পণ করল। সেরা প্রতিমা হিসেবেও বহুবার পুরস্কৃত হয়েছে নাওয়াপাড়া।

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লকে খাজের পোলে সাধারণ মানুষের কাছে পুজোর উপহার তুলে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উপহারগুলো সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে যখন তুলে দিচ্ছিলেন সেই সময় জনগণের মধ্যে থেকে মশাহাট এলাকার নোয়া গ্রামে হতদিন দরিদ্র গৃহবধূ চন্দ্রা মাইতি কোলে সন্তান নিয়ে সাংসদের উদ্দেশ্যে বলেন আমার মাটির বাড়িটা ভেঙে গেছে, আমার সন্তানের রেশন কার্ড নেই, দাদা এটা করে দেবেন? এই কথা শোনা মাত্রই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিকিউরিটিদের নির্দেশ দেন, ওই মহিলাকে কাছে নিয়ে আসার জন্য। অভিষেক বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে তার কথা মন দিয়ে শোনার পর বলেন আপনার ঘর অবশ্যই হবে, আমি করে দেবো। আপনার মেয়ের রেশন কার্ডটাও আমরা বানিয়ে দেবো। প্রশাসনকে নির্দেশ দেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে দ্রুত গতিতে তার ঘরটা হয়। আশ্বাস পেয়ে খুশি গৃহবধূ।

**অরিজিৎ মন্ডল, পাথরপ্রতিমা :** হতেই পারে সুন্দর বনের প্রত্যন্ত এলাকা, কিন্তু সেখানে যে কত প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে তার জল-জ্যান্ত প্রমাণ সাঁপুই দম্পতি। স্বামী বিশ্বজিত সাঁপুই আর অর্ধাঙ্গিনী তনুশ্রী সাঁপুই। মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে মাটির বিভিন্ন ধরনের ঠাকুর তৈরি করতে শুরু করে বিশ্বজিৎ সাঁপুই, আস্তে আস্তে বাইরে প্রচার লাভ করতে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ১১ বছর পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তনুশ্রীর সঙ্গে, সংসারের কাজকর্ম সেরে স্বামীর ঠাকুর তৈরিতে হাত লাগান তনুশ্রী সাঁপুই। আর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি সাঁপুই দম্পতির। মাটির প্রতিমা গড়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনও বাঁশ, কখনও থার্মোকল ও



বিভিন্ন ফল দিয়ে ঠাকুর করে বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। আর এ বছরে ইতিমধ্যে নজর কেড়েছেন নারকেল গাছের পাতা, নারকেলের মালা, নারকেলের কাঠি, হোগলা, দিয়ে ঠাকুর তৈরি করে। এই ঠাকুরটি তাদের চিন্তা ভাবনায় তৈরি করা হয়েছে জানান বিশ্বজিৎ ও তনুশ্রী। এই অভিনব প্রতিমাটি জয়নগরের বহুড়ু পূজা প্যান্ডেলে পুজিত হবে। এই ঠাকুর তৈরিতে হাত লাগিয়েছে এলাকার বেশ কিছু ঘরোয়া শিল্পী। এই প্রতিমাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হবে আশা মৃৎশিল্পী বিশ্বজিতের।

**শ্রেয়সী ঘোষ :** গত রবিবার সন্ধ্যায় আমতলা বিষ্ণুপুরের মিলনী সংঘের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। ফিতে কেটে, প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি দুর্গাপূজার উদ্বোধন করলেন। উদ্বোধনী ভাষণে দুর্গাপুজোয় মানুষে মানুষের সম্পর্কের বন্ধনের উপর তিনি জোর দিলেন। মিলনী সংঘের এই পূজা ৩২ বছর বয়সে পা দিয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় প্রধানশিল্পী ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। শিল্পীর সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. প্রণব প্রধান। শিল্পী ১ ঘন্টা মাত্র বন্দনায় পরিবেশন করলেন মাতৃ সঙ্গীত। তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করলেন বিভাস দাস। দর্শকদের অনুরোধে শিল্পী একেবারে শেষে শোনালেন বাদশা ছবির তাঁর লিপের শোন শোন শোন মজার কথা ভাই গানটি। অনুষ্ঠানের শুরুতে মন্ত্রী ও শিল্পীকে বরণ করে নিয়েছিলেন সংঘের সভাপতি ডাক্তার অসীমেন্দু হাজরা। একটা পারিবারিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে সমস্ত সন্ধ্যাটিতে উদ্বোধন অনুষ্ঠান উদযাপিত হল।



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বাখরাহাট বেলটুনি বাগানের মাঠে নির্মিত হয়েছে বাওয়ালী জমিদার বাড়ির আদলে পূজা মণ্ডপ। ৫০ বছরের পূর্তিতে মায়ের আরাধনা হবে এই অস্থায়ী জমিদার বাড়িতে। এই পুজো শুরু হয়েছিল বাখরাহাটের রায়পরিবারের হাতে। তারপর চক্রবর্তীপুর গ্রামবাসী এই পুজোর দায়িত্বভার গ্রহণ করে। স্থানীয় নেতাজি সুভাষ ক্লাব প্রত্যক্ষভাবে সহযোগী হয়ে প্রতি বছর সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করে আসছে। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পুজো কমিটিতে সভাপতিত্বে আছেন এলাকার ডাক্তারবাবু সৌমিত্র ঘোষ। সহসভাপতি মানস বিশ্বাস। সম্পাদক চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার। চতুর্থীতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন নস্কর।

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রাক শারদীয়া উৎসবে মেতে উঠেছে আপামর বাঙালি। গ্রাম থেকে শহর সবাই এই দুর্গা পুজোয় মণ্ডপে মণ্ডপে ভীড় জমাচ্ছে আলোকসজ্জা ও প্রতিমা দর্শনের জন্য। হাওড়া মহিয়াড়ী বান্ধব



সমিতির ৮০তম বর্ষের এই দুর্গাপুজো এবার সকলের নজর কেড়েছে। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে এই পুজোর শুভ উদ্বোধন করেন বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা পাঠে এই সংস্কৃতির সন্ধ্যা মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা প্রিয়া পাল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

# চারণ কবি মুকুন্দ দাশ এসেছিলেন এই পূজায় পালা গান গাইতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি : অরিজিৎ মন্ডল, ফলতা:** কলকাতার লাটুবাবু ছাটুবাবু ছিল একসময় তাদের বংশধর আর সেই জমিদারীত্ব প্রথা বজায় রেখেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতার মালা মনিরামপুর গ্রামে জমিদারীত্ব বিস্তার করেছিলেন জমিদার বিহারীলাল দেব সরকার। পরবর্তী সময় বিহারীলাল দেব সরকারের নাতি কালি কৃষ্ণ দেব সরকার ১১৫২ সালে এই দেব সরকার পরিবারেই শুরু করেছিল মা দুর্গার আরাধনা। আর তখন থেকেই এই সুবিশাল জমিদার বাড়ির দুর্গা দালানে হয়ে আসছে দুর্গাপূজা। তবে সময়ের সাথে সাথে সেই সুবিশাল জমিদার বাড়ি এখন ভগ্নপ্রায় দশা। আগাছায় ঢেকেছে বিভিন্ন জায়গা। ইটের থেকে একটু একটু করে খসে পড়েছে চুন-



সুরকির গাঁথুনি। তবে পরিবারের সদস্যদের উদ্যোগে জমিদার বাড়ির বিভিন্ন জায়গা নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। এবছর তাদের পূজা ২৭৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই জমিদার বাড়ির পূজাকে কেন্দ্র করে রয়েছে একাধিক অলৌকিক কাহিনী। কথিত রয়েছে মা দুর্গা নাকি এই দেব সরকার পরিবারেই মাংস ও মন্ডা খেতে এসেছিলেন আর সেই থেকেই এই পূজা কে কেন্দ্র করে প্রচলিত রয়েছে ছাগ বলি প্রথা। সপ্তমী থেকে নবমী প্রত্যেকদিনই মায়ের সামনে হয় এই ছাগ বলি। তবে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে একাধিক নিয়ম-কানুন। মায়ের বোধন থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত সমস্ত কাজই বাড়ির মহিলারাই সামলান। পূর্বপুরুষের বংশদায়িত্ব বজায় রেখেই এই পরিবারে ঠাকুর গড়া থেকে শুরু করে ঠাকুর পুজো করে আসছেন পুরোহিত থেকে শুরু করে পোটদারেরা। একসময় এই পূজাকে কেন্দ্র করে জমিদার বাড়ির সামনে বিশাল মাঠে বসত যাত্রা প্রতিযোগিতা। কথিত রয়েছে চারণ কবি মুকুন্দ দাসও নাকি এসেছিলেন এই দেব সরকার পরিবারের যাত্রা পালায় গান গাইতে। তবে সময়ের সাথে সাথে সেই যাত্রাপালা এখন আর না হলেও পরিবারের সদস্যরা নবমীর রাত্রে নিজেরাই কবিতার গান নাচের মধ্যে দিয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। পরিবারের সদস্যরা দেশ-বিদেশ কর্মসূত্রে যেখানেই থাকুক না কেন পুজোর সময় সবাই একই সাথে জড়ো হন।

## লালকেল্লা থেকে কামারপুকুর হয়ে বুদ্ধমন্দির সবই থাকছে এবারের পুজোয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর দু নম্বর ব্লকের নন্দকুমার পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গা মোড় সার্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটির এবারে থিম মা আসছে স্বপ্নউড়ানে। সুন্দরবনের মানুষকে বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা করতে ম্যানগ্রোভ রক্ষা করা, সাপ পশু পাখিদের না মারা সহ গাছ না কাটার সচেতন বার্তা রয়েছে এই থিমের মধ্যে। পূজা মন্ডপটি সম্পূর্ণ কাগজ, থার্মোকল ও বিভিন্ন ধরনের চট মশারির কাপড় দিয়ে তৈরি হচ্ছে। পূজা মন্ডপের সামনে হাতি হরিণ কুমির খেজুর গাছের সারিসহ, ভিতরে রয়েছে পশু পাখির প্রতিমূর্তি। এমনকি এই পূজা মণ্ডপ থেকে সাপ না মারার বার্তা দেওয়া হয়েছে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এলাকার মানুষের মঙ্গল কামনায় মহালয়ার দিন থেকে প্রতি সকালে চলছে গৃহবধূ সহ আবাল বৃদ্ধ বণিতার শঙ্খ ঘন্টা বাজনা বাজিয়েও উলুর ধ্বনি দিয়ে পূজা মন্ডপে আরতি। পূজা মন্ডপ দর্শনে নন্দকুমার পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুজিবুর রহমান এসে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন। আর এই পূজা মণ্ডপ আগামী দিনে রায়দিঘি মথুরাপুর এলাকার যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে সেটাই মনে করছে পূজা কর্মকর্তারা। এখন দেখার পুজোর দিনগুলিতে কিভাবে কি সচেতনতার বার্তা দেয় পূজা কমিটি।

কুলপি ব্লকের চকদুলালপুর অরুণোদয় সংঘের এবার থিম লালকেল্লায় দুর্গা মায়ের আগমন, একই সূত্রে বাঁধা ভারতবাসীর মন। লালকেল্লার পুরোনো ঐতিহ্য এলাকাবাসীর সামনে আনতে এই থিমের আয়োজন। এই পূজা ১৮ তম বছরে পড়লো। এখন দেখার দিল্লির লালকেল্লা কুলপিতে দেখতে মানুষের উৎসাহ কতটা।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকাকে দূষণমুক্ত করতে প্রায় নয় হাজার বাঁশ, বাঁশের ছাল, দরমা ও খড় দিয়ে তৈরি হয়েছে সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের কবিতা অবলম্বনে 'পালকি চলে গগন তলে'। নিশ্চিন্তপুর ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের ২৫ তম বছরের পূজা। এই পূজায় প্লাস্টিক বর্জন সহ পরিবেশ দূষণমুক্ত করতে কেবলমাত্র বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি প্রতিমাও থাকছে বাঁশের। এই সর্বপ্রথম এই এলাকায় এত বড় মণ্ডপ তাও আবার বাঁশ দিয়ে। নয়নজলির উপরে বাঁশের ভারা তৈরি করে এই মন্ডপ গড়ে উঠছে। মন্ডপশিল্পীর দাবি প্রায় আড়াই মাস ধরে ২৫ জন কর্মী নিয়ে তার এই কাজ, যদিও বা মহালয়ার আগে এই মন্ডপ তৈরি কাজ শেষ করার কথা ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ নানান সমস্যার জন্য শেষ করা সম্ভব হয়নি তবে রাত দিন কাজ করে ষষ্ঠীর আগে এই মন্ডপ তিনি তৈরি শেষ করবেন। ইতিমধ্যে এই পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে এলেন ফায়ার ব্রিগেড অফিসার গৌতম বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ চন্দ্র ভৌমিক এবং ক্লাবের সদস্যগণ। পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার পুরাতন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ৫৮ তম বর্ষে থিম 'অসতো মা জ্যোতির্গময় তমস মা সদ্গময়'। থার্মোকল, কাগজ, প্লাস্টিককে বর্জন করেই পরিবেশবান্ধব নারকেল গাছের ছাল ইত্যাদির মাধ্যমে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা পূজা মন্ডপে রয়েছে প্রায় এক হাজারেরও বেশি প্রদীপ যা আলোর দিশা দেখাবে বলে দাবি পূজা উদ্যোক্তাদের। অন্যদিকে কুড়ি তম বর্ষে নাইয়া পারা সার্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা কমিটির এবছরের থিম রামকৃষ্ণ দেবের কামারপুকুর এর বসতবাড়ি। যেখানে গোটা পূজা মন্ডপ জুড়েই রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ সারদা মা ও রামকৃষ্ণ দেবের একাধিক উক্তি। প্রতিমাতে সেই চিরাচরিত ছোঁয়া।

## সাড়ে ৩০০ বছরের প্রাচীন পুজোয় বাহন সিংহ মূর্তি ঘোড়া

**কল্যাণ রায়চৌধুরী** উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুরের শিবালয়ে বুড়িমার পুজোর বয়স প্রায় ৩৫৩ বছর। এতদঞ্চলের সব থেকে প্রচীন পুজো এটি। এই দুর্গাপুজো বুড়িমার পুজো বলেই খ্যাত। এখানে মায়ের বাহন সিংহ মূর্তি ঘোড়া। যার আকৃতি ঘোড়ার মতো হলেও থাবাটা সিংহের। এই পুজোকে ঘিরে এলাকায় প্রচলিত আছে বিভিন্ন গল্পকাহিনী। আনুমানিক ১৬৬৯ সালে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশধর রাজা শিবচন্দ্র রায় পারিষদবর্গ নিয়ে বেরিয়েছিলেন নৌকা বিহারে। ভাগীরথী নদী হয়ে সুঁটি নদী ধরে দত্তপুকুরে এখানে এসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েন। ফলে এখানেই নোঙর করেন। ঝড় বৃষ্টির সেই রাতে শিবচন্দ্রের স্বপ্নে আসেন দেবী দুর্গা দ্বিভূজা চণ্ডী রূপে। দুর্গার দশ হাতে হলেও এখানে মায়ের দুটি হাত দৃশ্যমান। আর বাকি আটটি থাকে চুলের মধ্যে। দেবী রাজা শিবচন্দ্রকে স্বপ্নাদেশ দেন এখানেই দেবীর প্রতিষ্ঠা করার। সেই রাতে মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে দুর্যোগ থামার পর সুঁটি নদীর ধারে তালপাতার কুটির বানিয়ে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে মায়ের বোধন বসে। যেখানে চণ্ডী পুজো হয়, চণ্ডীপাঠ হয়। দিনের বেলা মাকে অন্ন ভোগ দেওয়া হয় আর রাতে ফলাহার। এটা চলে কৃষ্ণপক্ষের নবমী থেকে শুক্ল পক্ষের দশমীর সকাল পর্যন্ত প্রায় সতেরো দিন। এখানে মায়ের পুজো হয় কালিকাপুরাণোক্ত, দেবী পুরাণোক্ত নয়। দেবী এখানে শক্তিমন্ত্রে পূজিতা হন। রাজা শিবচন্দ্র রায় এই পুজো প্রচলন করেন এবং এই স্থানে বসবাস শুরু করেন। এই স্থানটির নাম তার নামানুসারেই শিবালয় হিসেবে পরিচিত হয়। আর মায়ের এই মন্দির বুড়িমার দালান বলেই খ্যাতিলাভ করে। এখানে বলিপ্রথা আছে। আগে মহিষ বা ছাগ বলি হতো। এখন তা হয়না। বর্তমানে আখ, কলা, চালকুমড়ো ইত্যাদি বলি হয়। বিসর্জনের দিন বুড়িমার বিসর্জন না হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চলের কোনও প্রতিমা বিসর্জন হয় না। এমনটাই জানালেন শিবচন্দ্র রায়ের সপ্তম বংশধর তপন রায় ওরফে রবি রায়। এই পুজোর সহকারি পুরোহিত তন্ময় চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অষ্টমীর দিন প্রায় হাজার বারোশো মানুষ এখানে দণ্ডি খাটেন। শুধু এতদঞ্চল নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকেও বহু মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন। প্রতিমা নিরঞ্জনে যাবার আগে এখানের রীতি অনুযায়ী প্রথম পুরোহিত আগে বরণ করেন। এরপর পরিবারের যিনি বয়োজেষ্ঠ্য তিনি প্রতিমা বরণ করার পর বাকি সবাই একে একে বরণ করেন। নিরঞ্জনের পথে দুটো জায়গায় মা একটু নামেন। একটি হচ্ছে স্থানীয় দশভূজা মন্দিরের সামনে, আর দ্বিতীয়টি স্থানীয় রহমত আলির বাড়ির সামনে। শোনা যায়, এই রহমত আলিকে মা দেখা দিয়েছিলেন। আর এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধন।' এই পুজোয় স্থানীয় মুসলিম পরিবাররাও শামিল হন, বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

## বজবজ ১১ পল্লীর থিম মাটির টানে



**কুনাল মালিক :** দক্ষিণ শহরতলির বজবজের ১১ পল্লী তাদের ৫৯ তম বর্ষে শারোদৎসবে এবার বাংলা কুটির শিল্পকে উৎসাহ দিতে থিম করেছে মাটির টানে। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার পটচিত্র, বাঁকুড়ার মাটির পুতুল আর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার গামছা দিয়ে তাদের মণ্ডপ সাজাচ্ছে। অভিনব মণ্ডপের দায়িত্বে আছেন শাশ্বত ঘোষ। মাতৃপ্রতিমা যাঁদের প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁরা হলেন স্বপন কর্মকার ও জয় কর্মকার চন্দননগর থেকে আলো এসেছে। আলোকসজ্জার দায়িত্বে আছেন তারক নাথ ইলেকট্রিক (বজবজ)। প্রতিবছরই নতুন কিছু ভাবনা উপস্থাপন করে বজবজ ১১ পল্লী। বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যশালী কুটির শিল্প হারিয়ে গেলেও কিছু শিল্পী এখনও সযত্নে কুটির শিল্পের রচনায় বিভোর। তাদের সম্মান জানাতেই এই অভিনব থিম।




ডায়মণ্ড হারবার পুলিশ জেলার এ বছরের পুজো গাইড ম্যাপের উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার পঞ্চমীর দিন। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী, অতিরিক্ত সুপার অর্ক ব্যানার্জী, বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লা, পান্নালাল হালদার প্রমুখ। মন্ত্রী উৎসবের সময় নিজেদের পরিবার ছেড়ে জনসাধারণকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী।

# বজবজ বাটানগরে সেরা তিন পুজো পরিক্রমা

**রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী :** 'বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো রে ভুবন'... আনন্দময়ীর আগমনে উৎসবে মেতে উঠেছে আপামর বাঙালি, কলকাতার পাশাপাশি মাতৃশক্তির আরাধনায় এবারেও পিছিয়ে নেই বাটানগর বজবজ শহরতলির দুর্গাপুজো উৎসব কমিটিগুলি। ২০২৩ শারদোৎসবে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হতে চলেছে এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী তিনটি দুর্গাপুজো।

বাটানগর নিউল্যান্ড দুর্গাপুজো : প্রতি বছরের মতই বিশেষ চমক নিয়ে সেজে উঠেছে বাটানগর নিউল্যান্ড দুর্গাপুজো। ৭৭তম বর্ষে উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ মন্দিরের আদলে গড়ে উঠেছে মণ্ডপ দায়িত্বে রয়েছে ওড়িশার শিবশক্তি ডেকরেটার্স প্রতিমা শিল্পী স্বনামধন্য সনাতন রুদ্র পাল, আলোক সজ্জায় কলকাতার মৌ ইলেকট্রিক, ১৭ অক্টোবর ২০২৩, মঙ্গলবারে তৃতীয়ার সন্ধ্যায় উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, মহেশতলা পৌরসভার পৌরপ্রধান দুলাল দাস। এবারের মঞ্চের বিশেষ আকর্ষণ বাংলা সিনেজগতের জনপ্রিয় জুটি অঙ্কুশ হাজরা ও ঐন্দ্রিলা সেন।

পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক পিনু আদিত্য চৌধুরী বলেন, পুজোর প্রায় প্রতিটি দিনই নানান সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক সহ উচ্চশিক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্দ্ধনার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারা বছর ধরে পুজো কমিটি নানা সমাজসেবামূলক কাজে অংশ নেয়। তিনি বলেন, বিগত আমফান তাণ্ডবের পরবর্তী সময়ে এই পুজো কমিটি ডায়মন্ড হারবার, সুন্দরবন ও দীঘার প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণ সরবরাহে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল। তিনি জনসাধারণের কাছে বার্তা দেন, রাজনৈতিক হানাহানি হিংসা বন্ধ করে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে সবাই পুজোর আনন্দে মেতে উঠুক।

### বজবজ ডি. এন. ঘোষ রোড সার্বজনীন দুর্গাপুজো

এবছর ৫০ তম বর্ষে পদার্পন করলো বজবজ ডি. এন. ঘোষ রোডের দুর্গাপুজো। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে রাজস্থানের শিসমহল স্থাপত্যের অনুকরণে সেজে উঠেছে মণ্ডপ। বাবলু সরকারের তত্ত্বাবধানে হাঁসেশ্বরী ডেকরেটার্স, পূর্ব মেদিনীপুর ও চন্দননগরের আলোক সজ্জায় সেজে উঠেছে দুর্গামণ্ডপ। প্রতিমা শিল্পী সনাতন রুদ্র পাল।

১৭ অক্টোবর তৃতীয়ার মহালগ্নে স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লার 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়' শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দুর্গোৎসবের শুভ সূচনা হয়। পুজো কমিটির কর্মকর্তাগণ বিজয় চন্দ্র মাইতি, নিশম্ভুচরণ মাইতি, বাসুদেব মাইতি পুজো কমিটির নানা সেবামূলক কর্মকর্তাগণ বিজয়চন্দ্র মাইতি, নিশম্ভুচরণ মাইতি, বাসুদেব মাইতি পুজো কমিটির নানা সেবামূলক কর্মসূচি তুলে ধরেন। রক্তদান শিশির বিনাব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা দান শিবির, কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্দ্ধনা সহ করোনাকালে খাবার, ওষুধ, ডাক্তারী পরিষেবা প্রদান করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। পুজোর কটা দিন মণ্ডপে দর্শকদের জন্য জলদানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া জনসাধারণের জন্য সপ্তমী ও অষ্টমীতে মায়ের ভোগ এবং নবমীতে অন্নকূটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁরা বলেন, দুর্গাপুজোর দিনগুলি যেন সবার কাছে শান্তিপূর্ণ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

### বজবজ হালদার পাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজা

৭৯তম বর্ষে বজবজ হালদার পাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির উপস্থাপন 'অস্কারে হালদার পাড়া'। মণ্ডপ সজ্জায় শিল্পা ডেকরেটর, আলোকসজ্জায় আশা ইলেকট্রিক ও জয়মা ইলেকট্রিক, প্রতিমা শিল্পী বিখ্যাত প্রদীপ রুদ্র পাল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এ বছর এস এস রাজামৌলি পরিচালিত তেলেগু ছবি 'আর আর আর' এর জনপ্রিয় গান 'নাটু নাটু' একই সাথে হলিউডের ৮০তম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড ও ৯৫ তম আকাদেমি অ্যাওয়ার্ড 'অস্কারে' সম্মানিত হয়। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের মুহূর্তকে স্মরণ করে 'নাটু নাটু' সেটের অনুকরণে দুর্গামণ্ডপটি রূপদান করা হয়েছে।

পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট কৌশিক রায় বলেন, বজবজের হালদার পাড়া একটি সাবেকি পাড়া তাই এখানকার পুজোর পরিবেশ আবহ সাবেকীয়ানায় ভরা। এই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত পাড়া প্রতিবেশিরা ঘরে ফেরে এবং পুজোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। সারা বছর ধরে দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র, অন্ন বিতরণ, স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান শিবির, সরকারী হাসপাতালে পথ্য ফল বিতরণ সহ একগুচ্ছ সমাজসেবামূলক কর্মসূচি পালন করে থাকে। দশমীতে জনসাধারণের জন্য বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা থাকে। মা দুর্গার নিরঞ্জনের দিনে প্রায় দুহাজারের মতো লোক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে। সকল বিষাদ ভুলে পুজোর দিনগুলো আনন্দ ও উৎসবমুখর হয়ে উঠুক এই বার্তা তিনি দেন।

# বাঘের ডেরায় পরমান্য পরিবারে চম্পা রুপে পুজিত হন দেবী দুর্গা

**সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং :** বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাদোঘাটা থানার অন্তর্গত বাদোঘাটা গ্রামের পরমান্য জমিদার পরিবার।পরিবারের কর্তা উমেশ চন্দ্র পরমান্য। জমিদার পরিবারের উমেশ চন্দ্রের সাত পুত্র সন্তান। সাত পুত্র রাজেন্দ্র,দেবেন্দ্র,কালীপদ, নটোবর, দ্বিজেন্দ্র, অতিকায় ও বিপিন বিহারী পরমান্যদের নিয়েই সুখেই কাটছিল জমিদার পরমান্য পরিবারের।পরিবারে কোন কন্যা ছিলো না।ফলে যে পরিবারে সাত সাতজন ভাই রয়েছেন। সেখানে কোন বোন নেই!তা হতে দেওয়া যায় না।এমন ঘটনায় পরমান্য পরিবারের সদস্যরা মহাসংকটে পড়ে যায়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময়ও মনমরা হয়ে পড়ে পরমাণ্য পরিবারের সন্তানরা।শেষ পর্যন্ত চলে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। অবশেষে সংকট থেকে মুক্তির জন্য পরিবারিক গুরুদেবের দ্বারস্থ হয় পরমান্য পরিবার।বিপদ মুক্ত হতে গেলে পরিবারের মধ্যে মাতৃ আরাধনার আয়োজন করতে হবে।তবেই পরমান্য পরিবার সংঙ্কটময় বিপদ থেকে উদ্ধার হবে। শুরু হয় পারিবারিক গুঞ্জন। স্থীর হয় সাতভাইয়ের একমাত্র বোন স্বরুপ দেবী দশভূজা কে চম্পা রুপে পরিবারের মধ্যে বরণ করে নেওয়া হবে।জমিদার পরিবারের গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নির্দেশ পালন করে ১৯০৯ সালে জমিদার উমেশ চন্দ্র পরমান্য পারিবারিক দুর্গোৎসব শুরু করেন।কুলপুরোহিত সুরেন ভট্টাচার্য ও বিষ্টুপদ ঘোষাল এর তত্বাবোধানে শুরু হয় শাস্ত্রীয়মতে দেবীর আরাধনা।দেবী দশভূজা কে চম্পা রুপে পুজো করা হয়।শাস্ত্রীয় মতে পুজোর পর বিসর্জন হয়ে গেলেও প্রতিমার প্রতিষ্ঠিত দেবীঘট কে প্রতিদিন পুজো করে থাকে পরমান্য পরিবারের সদস্যরা।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নদীনালা বেষ্টিত জল জঙ্গল ঘেরা সুন্দরবনের ছোট্ট একটি দ্বীপ ছোটমোল্লাখালি।সাতজেলিয়া,দত্তা,গাঁড়াল ও বিদ্যাধরী নদী দিয়ে ঘেরা ছোট মোল্লাখালি দ্বীপের জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল কয়েক যুগ আগে।যদিও মাঝে মধ্যে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের পদার্পণ ঘটে লোকালয়ে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৪৭ সালে পরমান্য পরিবার ভারতে চলে আসেন।ছোটমোল্লাখালি দ্বীপ এলাকার একমাত্র হেতালবেড়িয়া গ্রাম।সেই গ্রামের জমিদার অহিদারি ঘোষ। তাঁর জমিতে বসবাস শুরু করেন পরমান্য পরিবার।রয়্যাল বেঙ্গলের ডেরা সংলগ্ন প্রত্যন্ত এই দ্বীপে ১৯৪৭ সালে আবারও শুরু হয় পারিবারিক দুর্গোৎসব।জানা যায় তৎকালীন সময়ে মাতৃরুপে চিন্ময়ীচম্পা কে রুপদান করেছিলেন মৃৎশিল্পী সুরেন ঘরামী।কালের প্রবাহে অতীতের সেই নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পরমান্য পরিবারে আজও সাত ভাইয়ের একমাত্র বোন চম্পা রুপে পুজিত হয় দেবী দশভূজা।এই পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা তৈরী হয় ডাকের সাজ বিহীন সম্পূর্ণ মাটি দিয়েই রাজ রাজেশ্বরী মূর্তি। যা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।আর্থিক অনটনের জন্য আচমকাই পারিবারিক এই পুজো বন্ধ হয়ে যায় ১৯৮১ সালে।পরে সংঙ্কটমোচন হলে প্রিয়াংশু,পবিত্র,প্রদীপ্ত,পুলকেশ পরমান্যদের উদ্যোগে আবারও পারিবারিক দুর্গোৎসব শুরু হয় ২০১৬ সালে। বিগত দিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আয়লা, আম্ফান,ফণী, বুলবুল, ইয়াস ঘূর্ণিঝড় সহ প্রবল জলোচ্ছাসে তছনছ করে দিয়েছে সমগ্র সুন্দরবন। দুঃখ কষ্টের মাঝেও সুন্দরবনের দ্বীপান্তরের সাধারণ মানুষ ভোলেনি পরমান্য পরিবারে চম্পা রুপে দেবী দশভূজার আগমনের কথা।শরতের শিশির বিন্দু গায়ে মাখিয়ে শিউলির পূর্বাভাস পেয়েই দোদুল্যমান কাশ ফুলের আবেগ নিয়ে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা,বেদনা ভুলে দুর্গা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ছোট মোল্লাখালি দ্বীপের পরমান্য পরিবার।শহর থেকে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি।কিছুটা এগিয়ে গেলেই সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আস্তানা। সুন্দরবনের অসহায় দরিদ্র পরিবারের মানুষরা এই পরামান্য পরিবারের পূজোকে নিজেদের পুজো মনে করেই পুজোর দিনগুলো আনন্দে কাটিয়ে দেয়। পরামান্য পরিবারের অন্যতম সদস্য পুলকেশ পরামান্য জানান 'তাঁর ঠাকুরদা উমেশচন্দ্র এই পুজোর সূচনা করেছিলেন বিগত প্রায় ১১৪ বছর আগে বাংলাদেশে। তবে এই পুজোকে ঘিরে গ্রামের মানুষের মনে খুশি হাওয়া লেগেছে। শহরের লাখ টাকা বাজেটের পুজোর কাছে এই পুজো অতি সাধারণ। না আছে প্যান্ডেলের বাহার,না রয়েছে কোন থিমের ছোঁয়া। দুচালা তাবুর প্যান্ডেলে এবার মাকে দেখতে ভীড় জমাবে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের অসহায় সম্বলহীন পরিবারের কচিকাঁচা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধরা।'

পরমান্য পরিবারের কুলবধু প্রতিভা দেবী জানিয়েছেন 'করোনা তন্ডবে এলাকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিলো।তাছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগতো রয়েছে।এতসবের মধ্যে পারিকবারি পুজোয় পরিবারের মধ্যে আনন্দ যাতে সীমাবদ্ধ না থাকে,তারজন্য পুজোর বাজেট কাটছাঁট করা হয়েছে।এলাকার প্রায় শতাধিক দরিদ্র মানুষের জন্য নতুনবস্ত্র প্রদান করা হয় দেবীপক্ষের শুরু মহালয়াতেই।যাতে করে তাঁরা নতুন বস্ত্র পরিধান করে পরমান্য পরিবারের পারিবারিক পুজোয় আরো বেশি করে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।'

দশমীর নির্দিষ্ট দিনক্ষণেই দেবী দশভূজাকে চম্পা কে সুন্দরবনের নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর একটি বছরের জন্য প্রতীক্ষায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকেন পরমান্য পরিবারের কুলবধু শর্মিষ্ঠা,কাকুলী,বনশ্রী, পরমান্য পরিবারের কচিকাঁচা পৃথ্বীষা, পিন্থুনা, প্রত্যুষা ও পুনম,কার্তিক,প্রজাপতি, প্রকাশ,সংঘমিত্রা, মৃণাল,অরুণিমা সহ ছোট মোল্লাখালির দ্বীপের হেতালবেড়িয়া গ্রামের প্রায় পাঁচশো পরিবার দুহাজারেরও বেশী মানুষজন।

# মহানগরে

## ফের বাড়ছে কলকাতার এলাকা

**বরুণ মণ্ডল**

ফের বাড়তে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থার এলাকা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর মেয়র পারিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের সঙ্গে 'জগদিপোতা' মৌজার দাগ নম্বর : ১ – ৭, ৪৮ – ৫৭ (সম্পূর্ণ) এবং দাগ নম্বর : ৮ – ৯, ৫৮ – ৬২,(আংশিক)। মোট ০.১৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা, 'মুকুন্দপুর' মৌজার দাগ নম্বর : ৮, ১৪ – ১৭, ২১ – ২২, ২৭ – ৩০, ১১৪ – ১১৫, ১১৭ (সম্পূর্ণ) এবং ৭, ৯ – ১৩, ১৮ – ২০, ২৩, ২৬, ৩১ – ৩৪, ৩৬, ৩৮(আংশিক)। মোট ০.১০৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা কলকাতার অন্তর্গত হতে চলেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ১১২ ও ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের 'রাণিয়া' মৌজার দাগ নম্বর : ৮৪৩, ৮৪৫ – ৮৫৪, ১০১৭, ১২২৮ – ১২৩০, ১২৩২, ১২৩৪ – ১২৩৬, ১২৩৯(সম্পূর্ণ)। মোট ০.০৪৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এই প্রস্তাব যাবে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরে। উক্ত এলাকা গুলি কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত হলে ওই এলাকা কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর পরিষেবার আওতায় আসবে বলে জানা গিয়েছে। মোট এলাকার পরিমাণ ০.৩২৮ বর্গ কিলোমিটার। এর ফলে বর্তমানে কলকাতা পৌর এলাকার ক্ষেত্রমাণ বেড়ে হবে ২০৫.৩২৮ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশি।

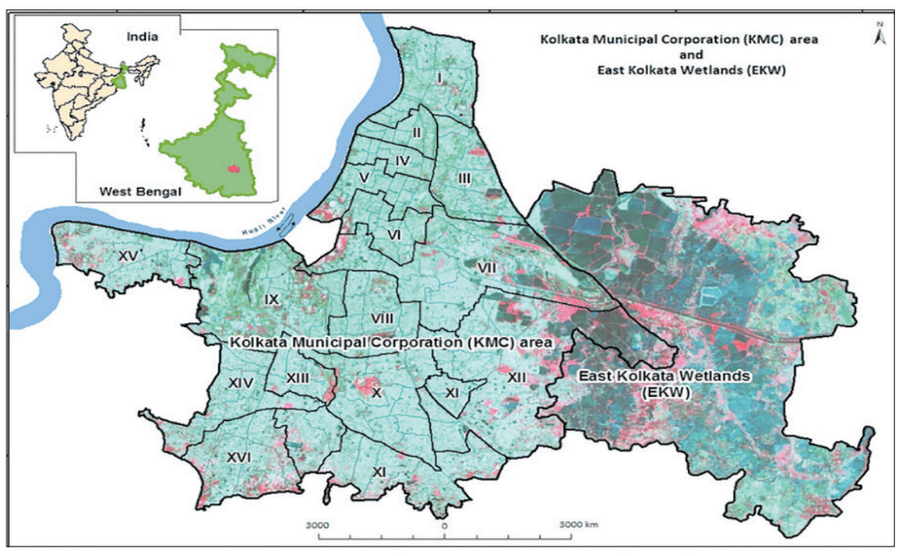


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে ২০১১ – এর জুলাই মাসে দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা পঞ্চায়েত সমিতির জোকা – ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের(পেরি–আর্বান এলাকা) সম্পূর্ণ এলাকা কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাতে জোকা – ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বমোট ১০টি মৌজা ও জোকা – ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বমোট ছ'টি মৌজা এছাড়াও আরও দু''টি মৌজার মোট ৩,৬৩২.৫৪ একক এলাকা (জোকা – ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬০৬.১৬ একর এবং জোকা – ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০২৬.৩৮ একর) মোট ১৪.৭১ বর্গ কিলোমিটার এরিয়া কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর তাতে কলকাতা পৌরসংস্থার ক্ষেত্রমাণ সে সময়ের ১৮৭.৩৩ বর্গ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২০২.০৪ বর্গ কিলোমিটার। এতে কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪১ থেকে বেড়ে হয় ১৪৪। পরবর্তীকালে মহেশতলা পৌরসভার ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সামান্য কিছু এলাকা যেমন : বেলেডাঙার কিছু অংশ, বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের সম্পূর্ণ ইত্যাদি এলাকা কলকাতা পৌরসংস্থার ১২৮ – ১২৯ ও ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়।

## আকাশ ঢাকা করমুক্ত বিজ্ঞাপনে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষ্যে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে কলকাতা শহর ও শহরতলি ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আর বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের কথা মাথায় রেখে কলকাতা পৌরসংস্থাও চিরাচরিত প্রথা মেনে ওই সমস্ত বিজ্ঞাপন হোর্ডিং গুলিকে করমুক্ত করেছে। কিন্তু আমরা সকলেই অবগত যে কলকাতা পৌরসংস্থা নানাবিধ পরিষেবার মাধ্যমে সর্বসময়ে সকলের পাশে থাকার চেষ্টা করে। তাই কলকাতা পৌরসংস্থা কী ওইসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গুলিকে বাধ্য করতে পারে না ৫:১ রেসিওতে করমুক্ত হোর্ডিং লাগাতে? যদি কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের বিজ্ঞাপনের জন্য পাঁচটি হোর্ডিং লাগায় তাহলে একটি হোর্ডিং তাদের অবশ্যই কলকাতা পৌরসংস্থার বিভিন্ন পরিষেবার প্রচারের জন্য লাগাতে হবে।

এই বিষয়টি কী সম্ভব? কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র করা প্রশ্নের জবাবে কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, বিষয়টি সম্ভব নয়। তার কারণ কলকাতা মহানগরে যারা বাণিজ্যিক হোর্ডিং লাগায় তারা কলকাতা পৌরসংস্থাকে নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন ট্যাক্স ও চার্জ দিয়েই তারা এ শহরে হোর্ডিং বিজ্ঞাপন লাগায়। তা–ই স্বাভাবিক ভাবেই এটা সম্ভব নয়।

## বেবী ফাউন্ডেশনের পুজো উপহার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১৪ অক্টোবর মহালয়ার পূর্ণ প্রভাতে বেবী ফ্লাওয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুরে বচপন অনাথালয়ের বাচ্ছাদের খাবার, নতুন জামা কাপড় এবং প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার দেওয়া হয়। সারাদিন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও আশ্রমের ছোটোরা নাচ, গান খেলায় ভরিয়ে দেয়।

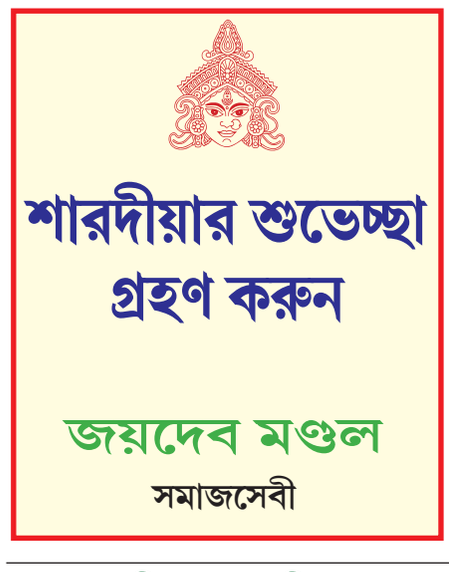

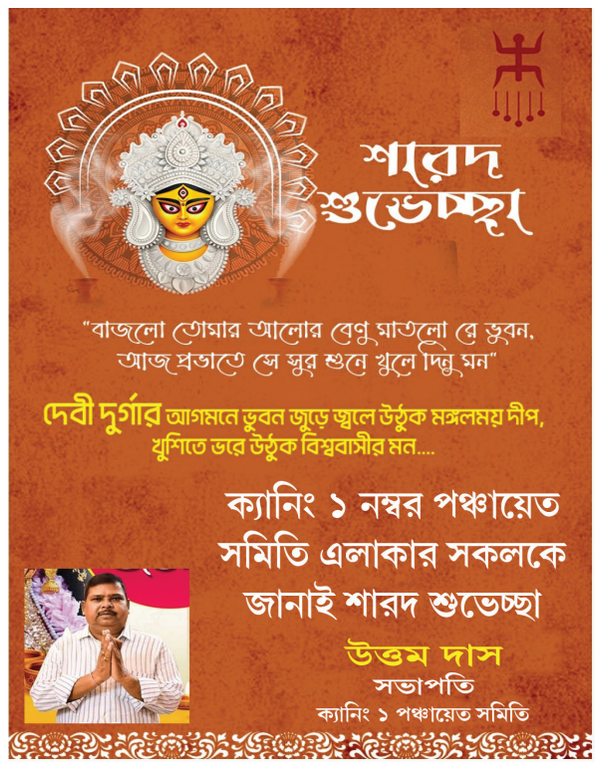



## আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নতুন সংযোজন

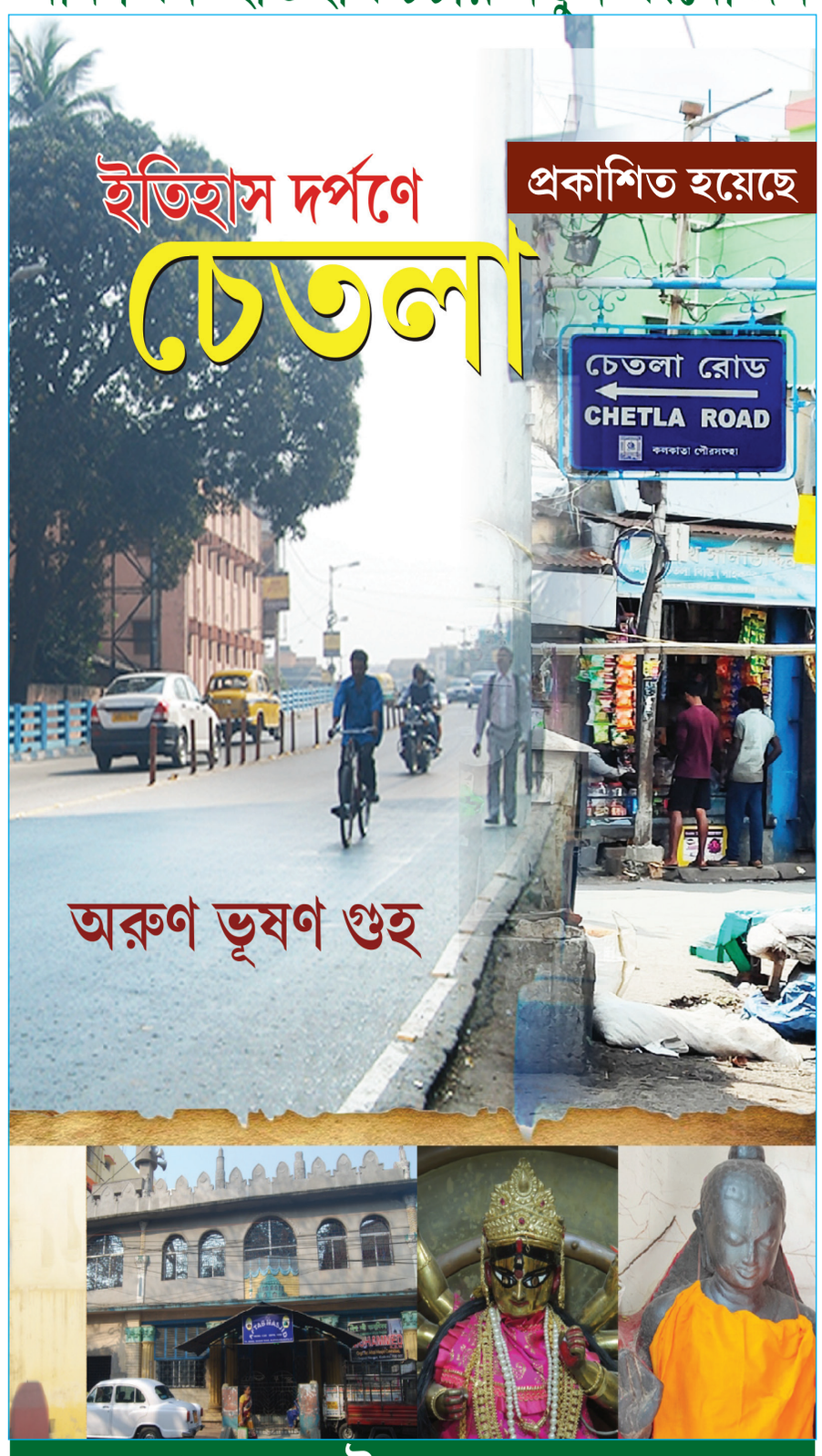


## আমাদের শিক্ষাঙ্গন

### বজবজ–মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে শিক্ষাঙ্গণে 'আমাদের বইমেলা'

**রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী**

'বইয়ের মত এত বিশ্বস্ত বন্ধু আর নেই'– বই মানুষের মনের ভেতর জ্ঞানের আলো এনে যাবতীয় অন্ধকারকে দূর করে চেতনার আলোক উদ্ভাসিত করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই চেতনার আলোক প্রজ্জ্বলিত করার মহান সংকল্পে ব্রতী হয়ে বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টার ও সন্ধ্যা প্রকাশন যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করেছে শিক্ষাঙ্গণে 'আমাদের বইমেলা'। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মায়াপুর দেশবন্ধু পল্লী সেবা সংঘ সন্তোষকুমারী শিক্ষা নিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বইমেলার শুভ সূচনা হয়। বইমেলার উদ্বোধন করেন বজবজের শ্রদ্ধেয় বিধায়ক অশোক দেব। পরবর্তী কালে বজবজের অন্যান্য বিদ্যালয়েও এই বইমেলা পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। বিধায়ক অশোক দেব বলেন, বইমেলা নিয়ে এই সংস্থা যে উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য। তিনি উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানিয়ে সর্বতোভাবে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। ১০ অক্টোবর বজবজের নয়াচক হাইস্কুলে বইমেলার আসর বসে। এই মেলায় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত চৌধুরী শিক্ষার্থীদের কাছে মোবাইল ব্যবহারের অপকারিতা ও বইপাঠের ফলে শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোত্তিক সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকগুলি তুলে ধরেন। পরবর্তী বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে বজবজ কালিপুর বয়েজ হাই স্কুল ১৬–১৮ অক্টোবর ২০২৩ এবং বজবজ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ১৬ নভেম্বর ২০২৩। নেচার স্টাডি সেন্টারের সম্পাদক জয়দেব দাস বইমেলার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলেন, দূরত্বের কারণে শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা কলকাতা বইমেলায় যেতে পারে না। স্থানীয় এলাকায় এই ধরনের সুযোগ সুবিধা নেই বললেই চলে। এছাড়া বিগত লক ডাউনের বছরগুলিতে শিক্ষার্থীরা অনেকেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের অপসংস্কৃতি ও মোবাইল সংস্কৃতিক মোহগ্রস্ততা থেকে মুক্ত করে বইমুখী করে তোলাই হল এই বইমেলার উদ্দেশ্য। বইমেলার সার্থকতার জন্য তিনি সন্ধ্যা প্রকাশনীর কর্ণধার শংকর দত্ত সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আগামী দিনে আরও বেশি করে বইমেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য বিদ্যালয়গুলিকে আহ্বান জানান।

দোকানে ও স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

# মাঙ্গলিকী

## রাজডাঙা দ্যোতক–এর নব নাট্যাভিনয়

**কৃষ্ণচন্দ্র দে**

২৮ সেপ্টেম্বর মুক্তাঙ্গণে রাজডাঙা দ্যোতক হাজির হল নতুন নাটক নিয়ে।

একেবারে আনকোরা নতুন শিল্পীদের নিয়ে তাদের এই নাট্য অভিযান। ২০২৩ রাজডাঙা দ্যোতক তাদের নুতন প্রযোজনা 'সুপারি গোপাল' নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী মুক্তাঙ্গণ রঙ্গালয়ে মঞ্চায়িত করলো। সেই সঙ্গে কালিকাপুর সরটকে সাথে নিয়ে পথচলা শুরু করলো। দুটি নাটকই দর্শকবৃন্দকে যারপর নাই আনন্দ দিতে পরেছে। তবে আঙ্গিক ও কাহিনীর দিক দিয়ে নাটক দুটি একটু ভিন্ন ধর্মী। রাজডাঙা দ্যোতক একেবারে নতুন শিল্পীদের তৈরি করে তাদের সুপারি গোপাল নাটক নিয়ে আসরে নামলো। এটা তাদের একটা সফল নাট্য পরিক্রমা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা। কিছুটা অবাক লেগেছে নতুন কলাকুশলীদের এতো প্রাণবন্ত অভিনয় দেখে। শুভাশিস এবং শান্তনুকে বলছি এদের সকলের মধ্যে একটা শিল্প চেতনা সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে। সুতরাং এদের নিয়ে তোমরা নিশ্চিন্তে এগোতে পারো। সুপারি গোপাল নাটকটির রচয়িতা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় আবহ নির্মাণ ও নির্দেশনায় জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি, আলো সৌমেন চক্রবর্তী, আবহ প্রক্ষেপণ পিনাকী ধর। প্রচার অঙ্কন ও রুজানা ঠাকুর। মঞ্চ নির্মাণে ছিলেন অরুণ মণ্ডল, রূপসজ্জা মহঃ ইব্রাহিম। অভিনয়ে ছিলেন অনুতোষ চরিত্রে আকাশ চ্যাটার্জী, সুপারি গোপাল চরিত্রে প্রকাশ কুমার বিশ্বাস, মালতীর ভূমিকায় সুতপা মুখার্জী এবং নন্দিতা চরিত্রে রুজানা ঠাকুর। কাহিনীতে জানতে পারি স্থানীয় মাতব্বর দাদা অনুতোষকে মারার জন্য গোপাল নামে জনৈক গরিব বেকারকে সুপারি দেয়। গোপাল সুপারি নেয় তার অভাব টানাটানির সংসারে কিছুটা সুরাহা যদি হয়। কাজটা অন্যায় জেনেও সে কাজটা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু শিকার কে হাতে পেয়েও সে সুপারি গোপাল তাকে খুন করতে পারে না, কারণ সে ততক্ষণে জেনে যায় তার শিকার নিজেই আত্মহত্যা করতে চায়। সুপারি গোপাল যতবার খুন করার জন্য ছুরি মারার চেষ্টা করে ততবার তার ছুরি হাত থেকে সরেনা। আটকে যায়। শেষে দেখা যায় তার ছুরিটা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। সবটা জানতে গেলে সুপারি গোপাল নাটকটি একেবার দেখতে হবেই।

প্রত্যেক শিল্পীই যথেষ্ট ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। বিশেষ করে সুপারি গোপালের ভূমিকায় প্রকাশ কুমার বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয়। আকাশ চ্যাটার্জীও সমানে অনুতোষের ভূমিকায় প্রাণ প্রতিষ্ঠায় চেষ্টার কসুর করেনি। নন্দিতা চরিত্রে রুজানা এ নাটকে একটা দমকা হাওয়া। তবে রোমান্টিক দৃশ্যে তাকে আরও একটু আবেগ ঢালতে হবে। তবে চরিত্রটা আরও প্রাণ পাবে। আর স্বল্প পরিসরে মালতী চরিত্রে সুতপা মুখার্জী নজর কেড়েছে। আকাশকে সংলাপ উচ্চারণে আরও একটু যত্নবান হতে হবে।

দ্বিতীয় নাটক কালিকাপুর সরট প্রযোজিত 'ফক্কা'।

ফরাসী নাট্যকার জাঁ পীয়র মার্টিনেস–এর 'রানিং অন এমটি' অবলম্বনে রচিত নাটক 'ফক্কা'। নাট্যরূপ আবহ এবং নির্দেশনায় জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী। আলো–সৌমেন চক্রবর্তী, মঞ্চ মনীষ মজুমদার ও অরুণ মণ্ডল, আবহ প্রক্ষেপণ পিনাকী ধর। অভিনয়ে জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী ও প্রীতা মজুমদার।

একটা নাট্যকারের ইন্টারভিউকে কেন্দ্র করে রচিত কমেডি নাটক। এক সাংবাদিক নাট্যকারের ইন্টারভিউ নিতে আসে। কথায় কথায় নাট্যকারের জীবনের নানা ঘটনা ঘাত প্রতিঘাত বঞ্চনা, হতাশা, ক্ষোভ বিক্ষোভ হর্ষ বিষাদ একে একে অন্তর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। নাট্যকারের একেবারে দিশেহারা অবস্থা। বোঝা গেল সাংবাদিকের ভূমিকায় যে এসেছে সে নাট্যকারের একজন ভাল বন্ধু বা ওয়েল উইশার অপ্রকাশ গুপ্ত তাকে দশ হাজার টাকায় নিয়োগ করেছে, যাতে সে আবার একটা নতুন নাটক লিখতে অনুপ্রেরণা পায়। এবং এটাই সাংবাদিক অভিনেত্রীর আসল কাজ। হঠাৎ অপ্রকাশ গুপ্তের কাছ থেকে নতুন নাটক লেখার জন্য কুড়ি হাজার টাকার বায়না পায়। কিন্তু ততদিনে নাট্যকার বুঝতে পারে তার দ্বারা নতুন নাটক লেখা হবে না। সে দশ হাজারে সেই কাজ সেই অভিনেত্রীকে দেয়। এমন সময় একটা ফোন আসে, নাট্যকার ফোন ওই অভিনেত্রীকেই ধরতে বলে এবং আকারে ইঙ্গিতে বলে দেয় তার কথা যেন কিছু না বলা হয়, তাকে বলে দিতে বলে যে নাট্যকার বাড়িতে নেই। অভিনেত্রী ভুল বোঝে সে বলে দেয় নাট্যকার মারা গিয়েছে। এদিকে জানা যায় ফোনটা এসেছিল একটা ম্যাগসেসাই বা ওই জাতীয় কোন বড় পুরস্কার কমিটির কাছ থেকে। নাট্যকারই ঐ পুরস্কার এ বছরে পাচ্ছে। এটা একটা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট ছিল। আসলে কমেডি নাটকের শুরুটাই ভিভাবে হবে সেটাই একটা বিরাট প্রশ্ন। এখন নাট্যকার ফরমায়েশি নাটক লিখতে গিয়ে টাকার বিনিময়ে নিজের আদর্শকে বিক্রি করে দিলেন? সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। কি প্লট কি বিষয়ে নাটক লিখবে সেটা ভাবতে ভাবতে নাটক আর লেখা হয় না।

নাট্যকারের ভূমিকায় জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী অনেক লম্বা দৌড়ের ঘোড়া। এবং সাংবাদিক তথা অভিনেত্রী চরিত্রে প্রতি মজুমদার যথেষ্ট সপ্রতিভ বেশ ভালো। শিল্পীর ভবিষ্যৎ আছে। কমেডি নাটকের পাঞ্চিং লাইনগুলি সঠিকভাবে ধরে চালিয়ে যেতে পারলে নাটক প্রাণ পায়। দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়। অত্যন্ত ভাল প্রযোজনা এবং উপস্থাপনা। জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জীকে অনেক ধন্যবাদ নাটকের বঙ্গীয়করণ বেশ জুতসই হয়েছে। আমার বেশ ভালো লেগেছে। আমি উভয় দলের সাফল্য কামনা করছি।

## সমাবর্তনে বেহালার শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বেহালা তথা কলকাতা শহরতলির স্বনামধন্য শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রে'র প্রথম বর্ষের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব ২০২৩ ও বিদ্যাসাগর সম্মান অনুষ্ঠিত হল ৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ের বর্ণপরিচয় মঞ্চে। এদিনের সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ভাইরোলজিস্ট ডা.অমিতাভ নন্দী, অভিনেতা ও সাহিত্যিক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, মিশন বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষ অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার গৌতম কুমার দাস, বরিষ্ঠ শিক্ষাবিদ বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলের প্রাক্তন অঙ্ক বিষয়ের শিক্ষিকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় এদিন সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকথা বলতে গিয়ে বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র মানুষের মনের মধ্যে যে শিক্ষার বীজ বপন করেছিলেন সেই শিক্ষার মধ্যে কিন্তু তিনি পুরুষ ও নারী (তিনি ৩১টি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন) সমান তালে যাতে এগোতে পারে, তা–ই সে যুগেও তিনি নারীর শিক্ষার দিকটাও তিনি ভেবেছিলেন। তিনি বলেন, বিদ্যাসাগর না থাকলে আমাদের স্বাধীনতা পেতে পিছিয়ে যেতাম। বাংলা ভাষা চর্চায় আমরা পিছিয়ে যেতাম। নারী শিক্ষার আজকের এই অগ্রগতি ঘটতো না। বিধবা বিবাহ চালু হতো না। অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন হতো না। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে পেতাম না।

স্বর্গীয় মাধুরী রায়–শম্ভুনাথ রায়–শৈলেন্দ্র নাথ সরকারের উসাহদানে ১৯৯২ – এর আগস্টে ভারত সরকারের নেহরু যুবকেন্দ্রে'র অধিভুক্ত শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রে'র পথচলা শুরু হয়। এদিনের সমাবর্তনে ২০ জন সম্মাননীয় ব্যক্তির হাতে প্রাত:স্মরণীয়

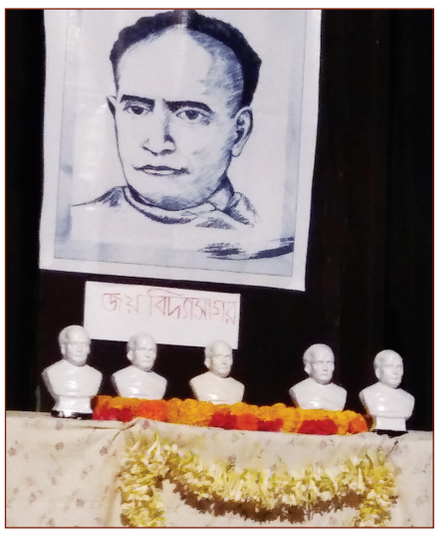

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি (এটি তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের কাঁচা মাটির তৈরি) ও শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রের প্রশংসাপত্র তুলে দিয়ে তাদের শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্র তরফে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। সঙ্গীত জগতে তার বিশেষ অবদানের জন্য এবারের বর্ষসেরা সম্মান তুলে দেওয়া হয় গীতিকার গায়িকা সঙ্গীত ভারতী দীপশ্রী'কে, সমাবর্তনের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রের মনোগ্রাহী নৃত্যানুষ্ঠান প্রদর্শনে ছিলেন শিক্ষার্থী নেহা, ডোনা, অঙ্কিতা, তৃষা, সমাদ্রিতা, অদিতি, প্রিয়ানশ্রী, রূপকথা, ঈশানভী, শুভশ্রী, সৌনক অন্যান্যরা। সমাবর্তনের মুখ্য সঞ্চালনায় ছিলেন শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রে'র অধ্যক্ষা নৃত্য গুরু শ্রাবণী রায়।

## কলেজে ক্রিয়েটিভ সত্ত্বা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ কলকাতার স্বনামধন্য ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজে'র উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী ক্রিয়েটিভ স্বত্ত্বা' নামে এক ইন্টার ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কলেজ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট' প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। কলেজের ইনচার্জ নবকিশোর চন্দ বলেন, প্রথমবার এই কলেজের উদ্যোগে এমন অভিনব প্রদর্শনীটি আমাদের কলেজ ক্যাম্পাসে ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। তাতে আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করবে। এই আর্ট ও ক্রাফট ফেয়ারে ৩০টি আর্ট ভেন্ডরস ও ৫টি ফুড স্টল থাকবে। আমাদের কলেজের পরিচয়' আর্ট গ্যালারিটিতে ক্রিয়েটিভ আর্টের কাজ কলেজের ছাত্রছাত্রী শিক্ষকশিক্ষিকা ও স্টাফেরা মিলে করেছেন। ১৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১১ টায় এই প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেন বেহালা কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট রত্না চট্টোপাধ্যায়। প্রদর্শনী চলবে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত। প্রতিদিন ৪টে থেকে বিভিন্ন কলেজ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও ১৬ অক্টোবর সকাল ১১ টায় লাইভ প্রিন্টিংয়ের আয়োজন হয়।

## রামকৃষ্ণ মিশনের সৌজন্যে সংস্কৃত ভাষা চর্চা কর্মশালা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১২৫–তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নানা কর্মসূচি চলছে সারা দেশে। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি তিন দিনের সংস্কৃত ভাষা চর্চা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো ফলতা থানার শিবানীপুরে। স্থানীয় মুক্তকণ্ঠ সংস্থা এই কর্মশালার আয়োজন করে। মাধ্যমিক স্তর থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবকদের অংশগ্রহণে কর্মশালা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ৬ অক্টোবর এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বেলুড় মঠের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীম স্বামী জপসিদ্ধানন্দজী মহারাজ। ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি জানতে হলে অবশ্যই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন আছে বলে তিনি উদ্বোধনী ভাষণে উল্লেখ করেন। স্বাগত ভাষণে সংস্থার সম্পাদক

তপনকান্তি মণ্ডল এই উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত ভাষা চর্চার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের কর্মী মৃণাল বিশ্বাস এবং বিশিষ্ট লেখক ও সংস্কৃত শিক্ষক অমরেশ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য প্রমুখ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন আচার্য উত্তম ঘোষ, সৈকত মহান্ত ও বুদ্ধদেব দাস দক্ষতার সঙ্গে কর্মশালা পরিচালনা করেন। তটিনী বালিকা বিদ্যাপীঠ, সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির, শ্রীচন্দা এম,এন,এম, ইনস্টিটিউশন, আমড়াতলা জি.ডি. হাই স্কুল, ডায়মণ্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে যেমন রয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের গবেষক–ছাত্র পল্লব মোদক, উলুবেড়িয়া সরকারি পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র মহেন্দ্র হালদার, ১২শ শ্রেণীর ছাত্রী তারসিদা খাতুন, সোনালী মণ্ডল, সুপ্রিয়া ভাগ, রুম্পা হালদার, ৭ম শ্রেণীর মৌপ্রিয়া মণ্ডল, ঝুম্পা হালদার,ঋদ্ধিকা মণ্ডল,অনন্যা মণ্ডল, অনুরাগ গায়েন, কুন্তল বারিক প্রমুখ তেমনি আছেন বৃন্দাবন বাসল্য গ্রামের সদস্য দীপঙ্কর চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ খুশীলাল চক্রবর্তী, শিক্ষক সুকুমার নস্কর, বাণী দাস, তরুণ চক্রবর্তী, আইনজীবী শশাঙ্ক শেখর হালদার, তপন বিশ্বাস সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার সদস্য কর্মী প্রমুখ। সংস্কৃত ভাষার মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও গরিমায় সকল অংশগ্রহণকারী বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হন। অক্ষর পরিচয় থেকে শুরু করে পাঠ, কথোপকথন, ব্যাকরণ, ধাঁধা, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে এই কর্মশালা সার্থক হয়ে ওঠে।

# কবিতা

### শিবের দুঃখ

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

গণেশ গেল বেল্ট কিনতে জবর ভুঁড়ি সামলাতে
পাছে ধুতি খুলে পড়ে জঙ্গী অসুর হামলাতে
কার্তিক তো বেজায় বাবু, সাজপোষাকে ফিটফাট্
সেলুন গিয়ে হুকুম করেন দাও তো শাহরুখ ছাঁট।
শিবের ঝুলি ঝোলা ঝেড়ে ভিক্ষে করার কারবারে,
লক্ষ্মী সরস্বতী গেল সেই টাকাতে পার্লারে।
উমা হাঁটেন গটগটিয়ে বাপ্–রে চটির হাই হিল
শিব বেচারা নাচার হয়ে লাগছে বড় কাহিল !

(সিউড়ী, বীরভূম)

### দুর্গা আসে বাড়ি

রতন নস্কর

শরত এলে টাপুর টুপুর হিমের কণা ঝরে
শিমূলতুলো মেঘ ভেসে যায় আকাশ নদীর চরে
বিলের জলে লাল শালুকের
রোদ পোহানোর হাসি
কাশের বনে বাতাস নাচে
বাজায় পুজোর বাঁশি ।
ঠিক তখনই বিশ্ব জুড়ে
খুশীর ঝর্ণা নামে
রঙ–বেরঙের আলোর মেলা
শহর থেকে গ্রামে ।
প্রকৃতি মায়ের অঙ্গ জুড়ে
সবুজ বরণ শাড়ি
শারদীয়ার আমন্ত্রণে
দুর্গা আসেন বাড়ি ।

(সরিষা বোসপাড়া, দঃ২৪ পরগণা)

### শরত এসে

শেখ গোলাম মাবুদ

কালো মেঘ বিদায় নিয়ে সাদা মেঘ আসে
বাতাসে দোলা দিয়ে যায় শুভ্র সফেদ কাশে।
শিশির কণা মুক্ত যেন সাজিয়ে রাখে ঘাসে
শিউলি ফুলের গন্ধ এখনছড়ায় আশেপাশে
চারিদিকে পুজোর গন্ধ আগমনী সুর ভাসে
শিউলী টগর কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটিয়ে হাসে

(মানশ্রী, বিষ্ণুবাটী, পূর্ব বর্ধমান)

### পুজো এলো

প্রশান্ত উপাধ্যায়

পুজো এলো পুজো এলো জয় দুগ্গা বলো
নতুন জামা জুতো পরে ঠাকুর দেখতে চলো।
পুজোর সময় বাইরে খাবার খেতে লাগে ভালো
বাড়ীর খাবার থাকনা কদিন, হোটেলেতেই চলো
পুজো আসছে, পুজো আসছে মনে আনন্দ জাগে
তুমি মাগো চলে গেলে মনে ব্যথা লাগে।

**(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১)**

### দেবী দর্শন

কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস

আমার বাবুসোনা কী ভাল
এসো দুর্গা মা দেখতে চল।

জান মা দুর্গার দশ হাত
মানে না কোন জাত পাত।
কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকেয়
যুদ্ধে চির অপরাজেয়।
অগ্রজ পুত্র সিদ্ধিদাতা
তিনি সকলের পরিত্রাতা
তাঁর সঙ্গী দেবী সরস্বতী
তিনি সবার বিদ্যাধাত্রী
সঙ্গে আছেন লক্ষ্মীদেবী
সুখ সম্পদ দেন সবই
সবাইকে নিয়ে তার সংসার
কারো নেই অহংকার।

**(বড়িষা, কলকাতা–৮)**

### ঘরের মেয়ে উমা

কানাই লাল সাহু

বছর পরে মা, উমা এলো ঘরে
শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে
পুজো পুজো গন্ধ ভাসে।
সাত সকালে দূর হতে
মুখটি দেখে চিনতে পারি,
এ যে আমার ঘরের মেয়ে।
কৈলাস থেকে মা এসেছে বঙ্গে
মাতাবে কত না রঙ্গে
সারা বছর থাকি তোর পথের দিকে চেয়ে
বাপের বাড়ি কেউ কি আসে, এমন নিয়ম করে!
আর কটা দিন থেকো মা, যাস নে সবাইকে কাঁদিয়ে
পরের বছর আসবি কিন্তু হাতে সময় নিয়ে।

**(দীনেশ পল্লী, কল–৯৩)**

### অকাল বোধন

সুকুমার মণ্ডল

নদীর চরে কাশের মেলা দুলছে ঢলো ঢলো
বছর পরে আবার মায়ের আসার সময় হ'ল
ঘাসের ডগায় শিশির ফোঁটা, শিউলি ফুলের মেলা
আকাশ জুড়ে ওই ভেসে যায় সাদা মেঘের ভেলা
ছাতিম ফুলের গন্ধে মাতাল, ফুটছে পদ্ম কলি
এমন পুজো কেমন করে অকাল বোধন বলি!

### অণু কবিতা

ইলা দাস

পদ্ম পাতায় রোদ ঝলমল
হিমেল বাসার
কয়েক পংক্তি লিখে গেছেন
শক্তি সুনীল জয়।

**(পাটুলী, কলকাতা)**

### দুগ্গা ঠাকুর

গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

দুগ্গা ঠাকুর দুগ্গা ঠাকুর দেখছি যখন তখন দুপুর
ঝাঁজ বাজছে ঘণ্টা বাজছে ঢাক বাজছে ঢ্যাং কুড়কুড়
মা আমাদের কত ভালো বধ করেছে কত অসুর,
নাচছে মেয়ে আনন্দেতে বাজছে তার পায়ের নুপুর
লাগছে ভালো দেখছি চেয়ে রয়েছে কাছে পদ্ম পুকুর।
শালিক চড়ুই উড়ছে গাছেগাছটি ভালো যজ্ঞি–ডুমুর।
বট অশত্থ রয়েছে কত আম দেখা যায়, পাশেই পাকুড়
দুগ্গা ঠাকুর দুগ্গা ঠাকুর দেখছি যখন তখন দুপুর

**(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)**

### প্রেম বিষয়ক

তপন কুমার দাস

প্রেম হলো কবিতার মত
সুযোগ পেলেই শুধু
ভাবতে ইচ্ছে হয়।

**(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদিয়া)**

### অনন্যয়

নিত্যানন্দ দাস

আলোলাগা আর ভালোবাসা
জীবনের এক অনুষঙ্গ
এই আলো এই আঁধার
মৃত্যু পর্যন্ত এক পরিক্রমা
আবার নব প্রজন্ম সৃষ্টিমুখর
মুছে যায় স্নেহ–মমতা
আর ভালবাসার ছবি।
আসে কালবৈশাখীর ঝড়
জাগে শিহরণ
সৃষ্টির মাঝে নিরন্তর গতি
আছে জন্মান্তরবাদ, পাপ পুণ্যের হিসাব
নতুন বা পুরনো ঠিকানায়
এ এক অজ্ঞাত বিস্ময় জীবন প্রতিবিম্বের অনন্যয়।

**(সালকিয়া, হাওড়া)**

### গিঁট

ভীম ঘোষ

সমস্তটাই আলগা থাকছে শরীরে
নিজেকে ব্যবধান রাখছ, কারণে অকারণে,
সতর্কীকরণ ভাবনাগুলিকে আগলে রাখতে পারছ না
নিজের উষ্ণতায় পুড়ে হচ্ছো ছাই।
নীরব যন্ত্রণায় বুকে, উপবাসী আস্বাদনে,
হৃদয় তল্লাশির খোঁজে মেলেনি কোনো ঠিকানা।
স্বপ্নের খেলা ঘরে, দুটি হাত বাড়িয়েছি সযত্নে
তেমনি বেঁধেছি গিঁট, যে গিঁট খুলবে না কখনো,
নিশ্চুপ পৃথিবী আর আমি।
সবটাই মুছিয়ে দিচ্ছি সমর্পণ করি নিজেকে
পাঠান খালির ভোরে আলোয়।
যেখানে লিপিবদ্ধ আছে তোমার জন্মকথা।

**(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)**

### সৃষ্টি

কানন পোড়ে

এইতো ছিল তোমার চোখে
সোনা ঝর্ণা ধারা আলো,
এক পলকে মিশে গেল
যেন আকাশ ভরা কালো।
আসা যাওয়া নিত্য সবার
এই খেলা ঘরে
যদি কিছু রেখে যাও সংসারের
একটি কোণের অন্তরে।
উজ্জ্বল তারা–সম সৃষ্টি আকাশ ভবনে
মলয় বাতাসে ফুলের সুবাস
হয়তো পেতে পারে, নিত্য মানুষ জনে।
সৃষ্টিতে চিহ্ন রাখা সদ্ভাবনার পরিচয়
কর্ম–ধর্ম হয়ে হতে হয় মানুষ।

**(আদর্শপল্লী, আমতলা, দঃ২৪ পরগণা)**

### কেঁদে ওঠে অভিমান

আরতি দে

রাতের অন্ধকার কাটিয়ে
পৃথিবী চায় কলেবরে হাসতে
আকাশের ব্যপ্তিতে খোঁজে নির্ভরতার সোনালী আলো
কুয়াশায় ঢাকা ভোর–জাগা পৃথিবী
কঠিন বিভীষিকা পরতে পরতে খেলা খেলায় ব্যস্ত।
অকৃপণ যন্ত্রণার দল অবগাহন করছে
চুল্লির অন্তর্দ্বারে।
দু'চোখের স্বপ্নগুলো হেঁটে যাচ্ছে
চুল্লির শেষ প্রান্তরে।
রজনীগন্ধার মালা থেকে
নিস্তব্ধ অভিমান চলন্ত গাড়ির জানালায়
কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল।
নিষ্পলক দুটি চোখ গঙ্গাস্রোতে
ফুলমালা অস্থির ভালোবাসার ঢেউ
বিগলিত ঢেউ–এ ছলাত ছলাত শব্দ।

**(শহীদ নগর, কল–৭৮)**

### তার বেলা

অরবিন্দ দাস

মশা করে রক্তশোষণ, পরিবেশ হয় যে দূষণ
নিধন করার বিরাট আয়োজন
করছে যারা দেশটা শোষণ, শাসন নামে করছে ত্রাসন
সেবার নামে মিথ্যা আচরণ তার বেলা ?
ক্ষমতা রাখে ভাষণ চোখা, জনগণকে বানায় বোকা
রক্তশোষক এসব ছারপোকা
দেশের কাজে অবহেলা, দশের রক্তে করে খেলা
সকল সময় সকল বেলা তার বেলা?

(রাজারামপুর, শীতলাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

### অবশেষে

বিধান সাহা

চোখের সামনে আলো করে বসে আছে স্বপ্নের প্রতিমা
প্রতীক্ষা ছিল হৃদয় জুড়ে, আয়োজনের ঘনঘটা ছিল
নতুন মহিমা নিয়ে
এই শরতের আলোছায়ায় শিউলি কাশের সঙ্গে
একান্তে ছড়িয়ে ছিল ফেলে আসা দিনের
কত টুকরো অনুষঙ্গ
আজ আর প্রতীক্ষা নেই
সময়ের কালচক্র ধারায়
কৈলাস পেরিয়ে উমা নেমে এসেছে মর্ত্য লোকে
উল্লাসের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে
মহোৎসবের অনন্ত আবেশে। ...

**(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪১)**

### সিগারেট বলে

ভরত বৈদ্য

সিগারেট বলে সবারে বুক ফুলিয়ে
নরনারী ঠোঁটে থেকে প্রাণ নিও ফুরিয়ে
তামাকের নেশাতে, বলে মন বসে পেশাতে
ফুসফুসে ভরে রোগ ক্যান্সার বাসাতে।
দোকানেতে উন্মাদ, আমার করে খোঁজ
ভালোবেসে চুম্বন এঁকে দেয় রোজ!

**(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)**

### অবশেষে

সঞ্জয় কুমার নন্দী

প্রভাত জাগিল ধীরে
শরতের মেঘ রোদ্দুরে
পাখিরা উঠিল ডাকি
শিশুরাও দেয় না ফাঁকি।
নতুন সাজ এলো রে ফিরে
ব্যস্ত মানুষের ভিড়ে।
বিশ্বপাপা মেশে সমুদ্দুরে
খুশি মন ওঠে ভরে,
সবার অন্তর আগোচরে
হিম–ভেজা ঘাস জাগে ভূ–ঘরে ...
অবশেষে সব মুক্ত হয়
নির্মল ঘুচায় অবক্ষয়।

**(দক্ষিণ শুঁড়া, চকদিঘী, পূর্ব বর্ধমান)**

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

## আঁতস কাঁচে

### শহরে রোনাল্ডিনহো

দুর্গাপুজোর রোশনাইয়ে এখন থেকেই ঝলমল করছে তিলোত্তমা। তার উপর আবার ১৪ অক্টোবর পাকিস্তানকে হারিয়ে রোহিত শর্মারা উৎসবের মেজাজে আরও রং চড়িয়েছেন। তার মধ্যেই রবিবার শহরে পা রাখলেন ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার রোনাল্ডিনহো। বিশ্ব ফুটবলে জাদুকর হিসাবে যিনি পরিচিত। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও উপস্থিত ছিলেন বিমানবন্দরে। তিনি উত্তরীয় পরিয়ে, বিশ্বকাপের রেপ্লিকা ট্রফি উপহার দিয়ে ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলারকে বিশেষভাবে স্বাগত জানান। রোনাল্ডিনহোর জন্য নিরাপত্তা ছিল আঁটোসাঁটো। তবে তাঁকে ঘিরে উপচে পড়া ভিড় দেখে, আবেগে ভাসলেন ব্রাজিলের ফুটবল তারকা নিজেও। বিভিন্ন পুজোমণ্ডপেও যান তিনি।

### বিরক্ত রঞ্জন

সন্তোষ ট্রফিতে পরপর দুই ম্যাচে ড্র বাংলার। স্বাভাবিকভাবেই চাপে পড়ে গেল রঞ্জন চৌধুরীর ছেলেরা। সন্তোষের প্রথম ম্যাচে ওড়িশা ২ গোলে হারিয়ে দুর্দান্ত শুরু করেছিল। কিন্তু ঠিক পরের ম্যাচেই কঠিন প্রতিপক্ষের সামনে ছন্দ পতন ঘটে। দিল্লির বিরুদ্ধে গোল শূন্য ড্র করতে হয় বাংলাকে। যদিও সেই ম্যাচে লড়াই চালায় বাংলার ছেলেরা। হরিয়ানার বিরুদ্ধেও ড্র। বাংলা ফুটবল দলের কোচ জানান, 'কিছু করার নেই। এটাই হতেই পারে। তাছাড়া আমার হাতে কোনও বিকল্প রাস্তাও নেই। এই ছেলেদের দিয়েই খেলাতে হবে। আপাতত অন্য কোনও দিকে তাকাচ্ছি না। পরের দুটো ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে। সুতরাং নিজেদের আরও ভালো ভাবে প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি।

### এনসিসির উদ্যোগ

শ্যামনগরের যুগের প্রতীক মাঠে ক্রিকেট দর্পণের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই বছরের প্রথম টুর্নামেন্ট শুরু হল। বাংলার যে সমস্ত মহিলা ক্রিকেটাররা এখনও পর্যন্ত বাংলার ক্রিকেট দলে সুযোগ পায়নি, সেই সমস্ত ক্রিকেটারদের প্রতিভাকে তুলে ধরাই লক্ষ্য এনসিসির। পাশাপাশি এই ধরনের টুর্নামেন্টের মাধ্যমে বাংলা ক্রিকেটের সাপ্লাইলাইন তৈরি করা এবং তাঁদের আগামী দিনে বাংলার দলে সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই, অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে এনসিসি।

# বিশ্বকাপে প্রথম অঘটন, আফগানদের কাছে হার গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দিল্লির এই মাঠেই গত ম্যাচে ২৭২ রান করে ভারতের বিরুদ্ধে পাত্তাই পায়নি আফগানরা। সেই একই মাঠে আর ১২ রান বেশি করে এই বিশ্বকাপে প্রথম অঘটন ঘটিয়ে ফেললেন আফগানরা। হেরে গেল গতবারের বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নরা। টেস্টের বাজবল' প্রবর্তকদের বিপক্ষে রীতিমতো ছেলেখেলা করল আফগানরা। রশিদ-নবির মতো তারকা পেয়েও ২০১৯ বিশ্বকাপে জয়হীন ছিল আফগানরা। ভারতে প্রথম দুই হারে বিশ্বকাপে টানা ১৪ হারের লজ্জায় ডুবেছিল। তারাই এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬৯ রানের ঐতিহাসিক জয় তুলে নিয়েছে। তিন ম্যাচে মাত্র এক জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের পাঁচেই থেকে গেল গত চ্যাম্পিয়নরা। তাতে সেরা চারের রাস্তাটা এখন বেশ কঠিন হয়ে উঠল ইংল্যান্ডের। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টস জিতলেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে শুরুতে ব্যাটিং করার সাহস করেনি ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সুবিধে আদায়ের আশায় জস বাটলার ফিল্ডিং নেন। সেটাই কাল হয়েছে তাদের। দ্বিতীয় ইনিংসে ধীর ও টার্ন ফিরে আসা উইকেটে ২৮৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ইংল্যান্ড ৪০.৩ ওভারে ২১৫ রানে অলআউট হয়ে যায়।

ব্যাট করতে নেমে ব্রিটিশ বোলারদের তুলোধুনো করতে থাকেন গুরবাজ। ৩৩ বলেই হাফসেঞ্চুরি করে ফেলেন। অন্যদিকে, আবার ইব্রাহিম জাদরান রক্ষণাত্মক ছিলেন। আফগানদের হয়ে সর্বোচ্চ ৮০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। ৫৭ বলে ৪ ছক্কার পাশাপাশি ৮ টি চার মেরেছেন তিনি। এবারের বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে নেমে হাফসেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন ইকরাম আলিখিল। শেষদিকে রশিদ খান এবং মুজিব উর রহমানের ঝোড়ো ইনিংসে ২৫০ পেরোয় আফগানরা। থামে ২৮৪ রানে।

মনে হয়েছিল ২৮৫ রানের লক্ষ্য এমনই বা আর কী ইংল্যান্ডের জন্য! অথচ লক্ষ্য তাড়া করে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়তে সময় লাগেনি তাদের। ওপেনার ডেভিড মালান (৩২) এক প্রান্ত আগলে রাখার চেষ্টা করেন, অন্যদিকে, জনি বেয়ারস্টো (২), জো রুট (১১) ও অধিনায়ক বাটলার (৯) ফিরে যান। ৯১ রানে ইংল্যান্ডের চার টপ অর্ডারই ড্রেসিংরুমে ফেরেন। ৩৯ বলে ৩২ রান করেন মালান। তবে একাই লড়ে গেছেন হ্যারি ব্রুক। অথচ ইংল্যান্ডের প্রাথমিক দলে ছিলেন না তিনি। সেই ব্রুকই হাল ধরেছিলেন ইংল্যান্ডের। ৬১ বলে ৬৬ রানে ফেরেন ব্রুক। তাতেই সব আশা শেষ হয়ে যায়। ব্রুক ফেরার পর আর বেশিক্ষণ টেঁকেনি ইংল্যান্ডের ইনিংস। বাকিরা শুধু লজ্জা এড়াতে হারের ব্যবধান কমিয়েছেন ইংল্যান্ডের। এই বিশ্বকাপের ১৩ তম ম্যাচ আনলাকি থারটিন হয়েই থাকল ইংল্যান্ডের কাছে। এর আগে গত দুই বিশ্বকাপের দুটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টির সবগুলি জিতেছিল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যে কোনো সংস্করণে আফগানিস্তানের প্রথম জয় এটাই। তাই ম্যাচ শেষে ছিল চওড়া হাসি। আফগানিস্তানের এবারের স্মরণীয় জয়ের নায়ক মুজিব। এই রহস্য স্পিনার ব্যাট হাতে ১৬ বলে ২৮ রানের ঝড়ো ইনিংসের পর হাত ঘুরিয়ে ৫১ রানে নেন ৩ উইকেট। লেগ স্পিনার রশিদ ৩৭ রানে ৩টি ও মহম্মদ নবি ১৬ রানে নিয়েছেন ২টি।

## কলকাতা লিগ শেষ করা নিয়ে চাপে আইএফএ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এ বছরের শুরুতেই প্রিমিয়ার এ' আর প্রিমিয়ার বি'-দুটো ডিভিশনকে মিশিয়ে দেয় আইএফএ। ২৬ দলের লিগ করতে গিয়ে কার্যত হিমিসিম খেতে দেখা যায় বাংলার ফুটবল সংস্থাকে। বারবারই সূচি পাল্টায় আইএফএ। সুপার সিক্স তাড়াতাড়ি শুরু করেও, এখনও শেষ করতে পারেনি রাজ্যের ফুটবল সংস্থা। আই লিগ খেলতে যাওয়ায় মহমেডানের খেলা দ্রুত শেষ করে দেয় আইএফএ। কিন্তু বাকি দলগুলোর খেলা কবে শেষ হবে? এ বছর আগে ভাগে লিগ শেষ করার সুবর্ণ সুযোগ ছিল আইএফএর হাতে। মনে করছে ময়দান। এমনকি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডার্বিও আগে করার সুযোগ পেয়ে তা হাতছাড়া করেছে বলে মনে করছেন অনেকে। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে লিগ শেষ হওয়া নিয়ে আশঙ্কার মেঘ। অধিকাংশ ক্লাবের ফুটবলাররা সন্তোষ ট্রফিতে খেলতে গিয়েছে। ভবানীপুরের কোচ রঞ্জন চৌধুরী আবার সন্তোষে বাংলার কোচ। এর মধ্যে লিগের বাকি ম্যাচগুলো করার উপায়ও নেই আইএফএর হাতে। আই লিগ থ্রি-তে এবার খেলবে ভবানীপুর আর ডায়মন্ডহারবার এফসি। শোনা যাচ্ছে নভেম্বরেই শুরু হতে পারে আই লিগ থ্রি। কারণ, এ বছর যে দল আই লিগ টু-তে প্রোমোট হবে, তারা এ বছরই আই লিগ টু-তে অংশ নিতে পারবে। আই লিগ থ্রি-তে ভালো ফলের জন্য প্রস্তুতি শিবিরের পরিকল্পনাও করে রেখেছে ডায়মন্ডহারবার। পুজোর পর কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের সূচি বানানো আইএফএ'র কাছে কার্যত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের রিজার্ভ টিমেরও কলকাতা লিগের বাকি ম্যাচ খেলা নিয়ে রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। কারণ, ডেভেলপমেন্ট লিগ খেলতে ব্যস্ত থাকবে দুই প্রধানের ফুটবলাররাই। রিজার্ভ টিমের কেউ কেউ চলে যাবে সিনিয়র টিমে। আবার কেউ কেউ খেলবে বয়সভিত্তিক দলে। লিগের চ্যাম্পিয়ন দল নির্ধারিত হয়ে গেলেও, লিগ শেষ হওয়া নিয়ে রয়েছে বিস্তর জটিলতা। এ বছর তো দূর, সামনের বছর পর্যন্ত না গড়িয়ে যায় কলকাতা লিগের ম্যাচ। প্রিমিয়ারের বাকি ম্যাচগুলো করতে না পেরে আবার লিগই ভেস্তে যাবে না তো? প্রশ্ন উঠছে ময়দানে। এত সব বাধা পেরিয়ে প্রিমিয়ার ডিভিশন শেষ করাই এখন আইএফএ'র কাছে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ।

## বিশ্বকাপ মেলালো বিরাট-নবীন দ্বন্দ্ব, গ্যালারিতে অবশ্য অন্য ছবি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২২ গজের যুদ্ধে তো শুধু আর ব্যাটিং-বোলিংয়ের লড়াই, স্লেজিং, চোখরাঙানি, ক্ষোভ এসব দেখা যায় এমন নয়, খেলার মাঝে স্পোর্টিং স্পিরিট, আলিঙ্গন, হাসি এসবও দেখা যায়। আবার উল্টোটাও হয়, স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শকরা শুধু ভাল খেলার কুর্নিশই করেন না, আক্রোশও মিটিয়ে নেয়। এ'দুয়েরই দেখা মিলল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত-আফগানিস্তান ম্যাচে। যে ম্যাচে রোহিতের বেধড়ক মারের ব্যাটিং, জসপ্রীত বুমরাহর ৪ উইকেট নেওয়ার স্পেল দেখা ছাড়াও নজর ছিল বিরাট কোহলি আর নবীন উল হকের দিকেই। বিশ্বকাপ মেলালো বিরাট কোহলি আর নবীন উল হককে। আইপিএলের ঝগড়া ভুলে দু'জনের আলিঙ্গনের মায়াবী এক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল দিল্লির স্টেডিয়াম। খুব বেশিদিন তো আগে নয়, গত আইপিএলেই মাঠের মধ্যে এই দুই তারকার মধ্যে বচসা চরম আকার নেয়। এই দুই ক্রিকেটারের তুমুল ঝামেলার মাঝে নবীনের পক্ষ নিয়ে জড়িয়ে যান গৌতম গম্ভীরও। আইপিএল শেষ হলেও বিতর্ক যেন শেষ হয়নি। পরবর্তীতে নবীন উল হক থেমে থাকেননি। সমাজ মাধ্যমে নানা কটাক্ষের পোস্ট করে রীতিমত বিরাটকে খুঁচিয়েছিলেন এই বোলার। আর তাতে ভারতীয় সমর্থকদের চক্ষুশূলও হয়ে পড়েন তিনি। একদিকে দিল্লির মাঠে যখন সব ঝগড়া-বিবাদ ভুলে বিরাট-নবীন পরস্পর আলিঙ্গন করে নেন, তখন উল্টো অন্য ছবিই দেখা যায় আবার সেই স্টেডিয়ামেই। নবীন উল হককে নিয়েই গ্যালারিতে হাতাহাতি হয় ভারত এবং আফগানিস্তান সমর্থকদের মাঝে। তবে নবীন আর বিরাটের মধ্যে দেখা যায়নি ঝামেলার কোনও রেশ। উল্টে একসময় মাঠ থেকেই দর্শকের উদ্দেশ্যে নবীনকে নিয়ে ট্রোল করতেও বারণ করেন বিরাট কোহলি। ম্যাচে দু'জনে দু'জনকে থাম্বস আপ দেখান। নবীন হাত মেলান কোহলির সঙ্গে। কোহলি বুকে টেনে টেন আফগান তারকাকে। এরপর দু'জন কথাও বলেন। এমন ছবি দেখে গৌতম গম্ভীরও প্রশংসা করেন। গম্ভীর বলেন, কোহলি যে ভূমিকা নিয়েছেন আশা করব সবাই আগামী ম্যাচগুলিতে সেই বিষয়টি মাথায় রাখবেন। যদি কেউ কাউকে সমর্থন নাও করেন, সমালোচনা করবেন না।' ম্যাচ শেষে নবীন জানান মাঠে তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল। ২৪ বছর বয়সী পেসার বলেছেন, মাঠের ভেতরেই ঘটনাটা ছিল। মাঠের বাইরে কোনো কিছুই ছিল না। লোকজন এটাকে বড় করে তোলে। নিজেদের ফলোয়ারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। সে বলল পুরোনো সব শেষ করতে এবং আমিও বললাম সব ভুলে গেছি। এরপর আমরা একে অন্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জড়িয়ে ধরি।'

## বাবরের মুখে রোহিতের প্রশংসা, ভারত অধিনায়ক জয়ের কৃতিত্ব দিলেন বোলারদের



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ঘরের মাঠে তিন ম্যাচ, তিন জয়। তাতে বিশ্বকাপের লিগ টেবিলে শীর্ষেই উঠে এল টিম ইন্ডিয়া। নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচ জিতলেও রান রেটে এগিয়ে ভারতই। তা অবশ্যই স্বস্তি দেবে ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তদের। তবে সবচেয়ে খুশি ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। হাইভোল্টেজ ম্যাচে এত সহজ জয় আসবে, তিনিও ভাবেননি। ম্যাচ শেষে সে'কথা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করলেন না তিনি। এই ম্যাচে নিজে ৮৬ রানের অসাধারণ ইনিংস খেললেও, জয়ের যাবতীয় কৃতিত্বই তিনি দিলেন বোলারদের। ভারত অধিনায়ক অকপটে বলেন, 'বোলারারই জয়ের কাজটা সহজ করে দিয়েছিলেন। আজ আমাদের বোলাররা অসামান্য বোলিং করেছেন। এটা ১৯১ রানের পিচ ছিল না। মনে করা হচ্ছিল ২৭০, ২৮০ রান উঠবে। কিন্তু সেখানে ১৯১ রানে প্রতিপক্ষকে অল আউট করে দেওয়াটা মুখে কথা নয়।' এরপর বলেন, দিনটাই ছিল বোলারদের। বুমরাহ থেকে সিরাজ বা জাদেজা, কুলদীপ প্রত্যেকেই যখন বোলিং করেছেন তখনই নিজেদের সেরাটা দিয়েছেন। ওদের বোলিং দেখলেই সেটা বোঝা যাবে।' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আটে আট, এটা নিয়ে ভাবতে বা উচ্ছ্বাসে মাততে চান না ভারত অধিনায়ক। রোহিত বলেন, 'দলে সবাই নিজের ভূমিকা জানে। আমরা জানি আমরা কী করতে চাই। আমরা অতীত নিয়ে পড়ে থাকিনি। আমাদের লক্ষ্য আমরা জানি। ব্যাটাররাও সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। বোলাররাও নিজেদের কাজটা করেছে। আমরা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস দেখাতে চাই না। লম্বা টুর্নামেন্ট। লিগের ৯ টা ম্যাচ, তারপর সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল। ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে।'

পাকিস্তান সম্পর্কে বলেন, পাকিস্তানের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলা উপভোগ করি। যেকোনও দলই নির্দিষ্ট দিনে যে কাউকে হারিয়ে দিতে পারে। দিনের পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করে। অতীত ও ভবিষ্যতের কোনও জায়গা নেই। কঠিন প্রতিপক্ষের জয় পেলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে দলের।' অন্যদিকে, বাবর আজম ম্যাচ হেরে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেননি। প্রশংসাতেই ভাসিয়েছেন। বিশেষ করে রোহিতের ইনিংসের। বাবর বলেন, রোহিত যেভাবে খেলেছে, অসাধারণ একটা ইনিংস। আমরা উইকেট নিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি।' আর নিজেদের ভরাডুবি নিয়ে বলেন, আমরা ভালো করেছিলাম। আমরা স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলা আর জুটি গড়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। হঠাৎই ধস নামল, আমরা শেষটা ভালো করতে পারিনি। যেভাবে আমরা শুরু করেছিলাম, লক্ষ্য ছিল ২৮০-২৯০ রান করব। কিন্তু ধসের মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের। নতুন বলে আমাদের বোলিং সামর্থ্য অনুযায়ী হয়নি।'

## এক ঝড়েই শচীন, গেইলদের পিছনে ফেলে রেকর্ড বইতে উজ্জ্বল হিটম্যান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দিল্লিতে একাই ঝড় তুলে দিলেন হিটম্যান নামে পরিচিত রোহিত শর্মা। তাতে উড়েই গেল আফগানিস্তান। ভারতকে জেতালেন ভারত অধিনায়ক, সেইসঙ্গে নিজের রেকর্ডের খাতাটাও উজ্জ্বল করলেন। কপিলদেব, শচীন তেন্ডুলকর, ক্রিস গেইলের মতো তারকা ব্যাটারদেরও ছাড়িয়ে গেছেন রোহিত। রোহিত শর্মা ২০১৯ বিশ্বকাপ শেষ করেছিলেন ৫ সেঞ্চুরি দিয়ে। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে এই ওপেনার সেঞ্চুরি করেছিলেন একটি। এই বিশ্বকাপে দ্বিতীয় ম্যাচেই পেলেন সেঞ্চুরির দেখা। আফগানদের বিরুদ্ধে মাত্র ৩০ বলে হাফসেঞ্চুরি হাঁকানোর পর তিনি সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন ৬৩ বলে। থামেন ৮৪ বলে ১৩১ রান করে। এরমধ্যে ১৬টা চারের পাশাপাশি মেরেছেন ৫ বিশাল ছক্কা। তাতেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সর্বোচ্চ ছয় মারার রেকর্ড নিজের করে নেন রোহিত শর্মা। তার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ওপেনার ক্রিস গেইল আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে সব মিলিয়ে ৪৮৩ ম্যাচে ৫৫৩টি ছক্কা মেরেছিলেন। এদিন তাঁর সেই রেকর্ড ভেঙে দেন রোহিত। হিটম্যানের মোট ছক্কার সংখ্যা এখন ৪৫৩ আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৫৫৬। ৫৫৬ ছক্কার মধ্যে রোহিত ৫২ টেস্টে ৭৭, ২৫৩ ওয়ানডেতে ২৯৭ ও ১৪৮ টি২০তে ১৮২টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন। চলতি বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকেই আইসিসির মেগা ইভেন্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল তাঁরই। তবে তাঁর সঙ্গে সমান ৬টি সেঞ্চুরি নিয়ে রেকর্ডের ভাগীদার ছিলেন কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকরও। বিশ্বকাপে ৪৪ ইনিংসে শচীন সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন ৬টি, বিপরীতে ১৯ ইনিংসেই সপ্তম ম্যাজিক ফিগারের দেখা পেলেন রোহিত। একইসঙ্গে বিশ্বকাপে তার ১০০০ রানও পূর্ণ হয়েছে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ব্যাট করতে নামার আগে ওয়ানডে বিশ্বকাপে রোহিতের রান ছিল ৯৭৮। আফগানদের বিপক্ষে ২২ রান করেই বিশ্বকাপে ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে যৌথভাবে দ্রুততম এক হাজার রান পূর্ণ করেন তিনি। রোহিতের রান সংখ্যা এখন ১,১০৯। এক হাজার রান করতে রোহিত খেলেছেন ১৯ ইনিংস, সমান ইনিংস খেলেছেন ডেভিড ওয়ার্নারও। চেন্নাইতে ভারতের বিপক্ষেই ১৯ ইনিংসে ১০০০ রান করার রেকর্ড গড়েন ওয়ার্নার। এর আগে ২০ ইনিংসে এক হাজার রান করেছিলেন শচীন তেন্ডুলকর ও এবি ডেভিলিয়ার্স। আর সবচেয়ে বড় রেকর্ড, ৬৩ বলের এই সেঞ্চুরিতে পেছনে ফেলেছেন কপিল দেবকেও। এতদিন পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি ছিল ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবের। সে বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে ৭২ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন কপিল। রোহিত আফগানদের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন মাত্র ৬৩ বলে। বিশ্বকাপে ওপেনারদের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরিও এখন রোহিতের। ২০০৭ সালে ম্যাথিউ হেডেন ৬৬ বল খেলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেন। সে জায়গায় রোহিত খেললেন ৬৩ বল।

## সাঁতারে বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে অবিচল দেশের গর্ব সায়নী ভাগীরথীর কুমিরেও অকুতোভয়

**দেবাশিস রায়:** কাটোয়ার পর এবার কালনায়। ভাগীরথীর বুক থেকে কালনার লোকালয়ে কুমিরের আচমকা অনুপ্রবেশে সাধারণ মানুষের হৃদকম্প বেড়ে গেলেও তাতে কিন্তু, কোনওপ্রকার ভ্রূক্ষেপই নেই ভারত বিখ্যাত সাঁতারু সায়নী দাসের। নিজের শহর কালনায় তথা ভাগীরথীতে সম্প্রতি কুমিরের আবির্ভাব হয়েছে জেনেবুঝেও সায়নী সেই নদীর বুকে তাঁর রুটিনমাফিক সাঁতার অনুশীলন থেকে পিছু হটতে নারাজ। অবশ্য যে মেয়ে সপ্তসিন্ধু জয়ের লক্ষ্যে যাবতীয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার মন্ত্রে উজ্জীবিত তাঁর কাছে হাঙর, কুমিরের আতঙ্কও কার্যত হার মানতে বাধ্য। অদম্য সাহসের ওপর ভর করে বিশ্বব্যাপী সুনীল সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে লুকিয়ে থাকা জানা-অজানা ভয়ংকর প্রাণীদের আতঙ্ককে ফুকারে উড়িয়ে দিয়ে কালনার সায়নী দাস একের পর এক চ্যানেল জয়ের মালা গলায় পড়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছেন। এভাবেই তিনি তাঁর আগামী লক্ষ্য পূরণেও সমর্থ হবেন সেই



আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে সায়নী বর্তমানে কঠোরতর অনুশীলনে ব্যস্ত। কালনা শহরের বাসিন্দা জলকন্যা সায়নী দাসের এবারের লক্ষ্য নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট অভিযান। তিনি ২০২৪ সালের মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে কোনও এক অনুকূল সময়ে ওই চ্যানেলটি সাঁতরে পাড় হওয়ার লক্ষ্যে অভিযানে নামার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি সপ্তসিন্ধু'র চারটি চ্যানেল জয় করেছেন। সায়নীর বাবা রাধেশ্যাম দাস মঙ্গলবার সকালে বলেন, যে মেয়ে সমুদ্রের জলের গভীরে থাকা হাঙরের আতঙ্ককে হেলায় হারিয়ে সাঁতরে চলেছে সে এখানে ভাগীরথী নদীর কুমিরকে ভয় পাবে কেন? আমরা এইসব ভয় নিয়ে এই মুহূর্তে ভাবছি না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই উথালপাতাল ভাগীরথী নদীর বুক থেকে একটা বিশালাকার কুমির গত রবিবার গভীর রাতে কালনা পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের জাপট সংলগ্ন পালপাড়ায় উঠে এসেছিল। সোমবার ভোরে কুমিরটিকে বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখে বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারপর বনদপ্তর, পুলিশ, দমকল বিভাগের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় কুমিরটিকে জালবন্দি করে নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহ খানেক আগেই প্রায় এরকই একটি কুমির কাটোয়ার কালিকাপুরে উঠে এসেছিল। কার্যত একইভাবে সেটিকে উদ্ধার করার পর ভাগীরথী নদীর বুকেই নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদী তীরবর্তী এলাকায় এভাবে বারংবার বিশালাকার কুমির ঘোরাফেরা করতে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সেইসঙ্গে প্রশাসন সহ একাধিক দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের দৌড়ঝাঁপও বেড়েছে। সুদূর অতীতে কালনা শহরের বুকে কখনও কুমিরকে এভাবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে এমনটা কেউ বলতেই পারলেন না। এলাকার বাসিন্দা তথা যোগ প্রশিক্ষক অসীম দফাদার জানিয়েছেন, শহরের বুকে কুমির আবির্ভাবের ঘটনায় বাসিন্দাদের আতঙ্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদিও কুমির উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এদিন কিন্তু জাপটের পালপাড়ায় প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভিড় জমেছিল।

## প্রিমিয়ার ডিভিশনে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সাফল্য কি আবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে

**আরিফুল ইসলাম :** চলতি বছরের কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই নিয়ে তারা লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করল। লিগ জয়ের এই হ্যাটট্রিক ৮৭ বছর অর্থাৎ স্বাধীনতার আগেও করেছে একমাত্র। ১৯৩৪-'৩৮ বর্ষে। যেটাকে কালো - সাদা দলের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে।

কলকাতার গড়ের মাঠেও তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ। ওসমান, কাল্লু খাঁ, জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ, হাফিজ রশিদ, রহিম, রহমত ওসমান, সেলিমদের নিয়ে মহামেডানের সে কী দুর্ধর্ষ দল তখন। পাঁচবার টানা লিগ জয়ের পর ১৯৩৯ সালে আই.এফ.এ.-র সঙ্গে মনোমালিন্যে মহামেডান লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৪০-'৪২ আবার তারা লিগ জয় করে। ১৯৩৯-এ নাম প্রত্যাহার না করলে আটবার টানা লিগ জয়ের বিশ্ব রেকর্ড করতে পারতো। ১৯৭০-'৭৫ ইস্টবেঙ্গল প্রথমে ওই রেকর্ড স্পর্শ করে এবং তা পরে ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ে।



আজ এইগুলো সবই ইতিহাসের পাতায়। বিগত বেশ কিছু বছর ধরে লিগ ফুটবলের এই গরিমাও মলিন ও ধূসর হয়ে গেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার মহামেডান চ্যাম্পিয়ন হল অথচ লিগ অসমাপ্ত রয়ে গেল। কলকাতা ময়দানে তালা পড়ে যায় ১ অক্টোবর থেকে সেনা কর্তৃপক্ষের বহু বছরের নিয়মে। সেই তালা খুলতে না খুলতেই দুর্গা প্রতিমার বোধন। এবারের শারদোৎসবের যদি দিনক্ষণ দেখি তাহলে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পার। সুপার সিক্সে মোহনবাগান - ইস্টবেঙ্গলের খেলা বাকি যথাক্রমে তিন ও চারটে ম্যাচ। প্রশ্ন এখানেই তাহলে লিগ শেষ হবে কবে? অথচ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আই.এফ.এ. শিল্ডও শেষ হয়ে যাবার কথা সেপ্টেম্বরের শেষেই। সেখানে বাংলা বা ভারতীয় ফুটবলের গর্ব ও গরিমার আই.এফ.এ. শিল্ডও ধরে নেওয়া থেকে পারে বিশ বাঁও জলে।

কলকাতা ফুটবল লিগ শিল্ড ভারতীয় ফুটবলের আঁতুড়ঘর। এহেন প্রশ্ন ওঠে সেই ঘরোয়া ফুটবলকে নিয়ে নিয়ামক সংস্থা কেন সেই পুরনো রোগ ছিনিমিনি খেলা শুরু করল? কারণটা পরিষ্কার আই.এফ.এ.-তে এখন ঘাসফুলের রাজত্ব চলছে। যারা ফুটবলের ফ' বোঝেনা তারা এখন শাসন ক্ষমতার চেয়ারে। সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীর দলের অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুত্বপূর্ণ পদে ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সহ-সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। এরা সকলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য। যার দাপটে কলকাতা পুলিশের দাপুটে অফিসাররা টেবিলের নীচে শরীর লুকিয়ে আত্মরক্ষা করে। সুতরাং আই.এফ.এ. অফিসারের কর্তৃত্ব যে এদের কথায় চলবে এটাই স্বাভাবিক। সচিব অনির্বাণ দত্ত, ক্রীড়া প্রশাসক বাড়ির ছেলে হয়েও কতটা ক্ষমতা নিয়ে কাজ করতে পারেন। এটা মনে হয়। জলের মতো পরিষ্কার। অথচ এইবার কলকাতা ফুটবলকে বাঁচাতে বা নিজেদের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করতে, ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে আই.এফ.এ. এবছর দারুণ একটা উদ্যোগ নিয়েছিল। কলকাতা লিগ ফুটবল খেলবে কেবলমাত্র ভূমিপুত্ররা। অর্থাৎ বিদেশিবিহীন হবে কলকাতা লিগ।

— আগামী সংখ্যায়

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com